ধৃতং প্রেম্না

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেব

সপ্তম খন্ড

স্বামী স্বরূপানন্দ রচনাবলী
NAME OF THE BOOK

SL. NO	BENGALI	ENGLISH	TOTAL VOLUME
1	অখণ্ড সংহিতা	AKHANDA SANHITA	24
2	অসংযমের মুলচ্ছেদ	ASAMJAMER MULLOCHED	1
3	আদর্শ ছাত্রজীবন	ADARSHA CHATRA JIBAN	1
4	আত্মঘাঠন ও ব্রহ্মচর্য প্রসঙ্গ	ATMAGATHAN O BRAHMACHARYA	1
5	আপনার জন	APNAR JAN	1
6	আয়ুর্বেদ চিকিৎসা	AYURVEDA CHIKITSA	1
7	বন পাহাড়ের চিঠি	BAN PAHARER CHITHI	2
8	বিধবার জীবন যজ্ঞ	BIDHABAR JIBAN JAGYA	1
9	বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য	BIHAHITER BRAHMACHARYA	1
10	বিবাহিতের জীবন যজ্ঞ	BIBAHITER JIBAN SADHANA	1
11	দিন লিপি	DINA LIPI	1
12	ধৃতঙ্গ প্রেন্যা	DHRITANG PREMNNA	39
13	গুরু	GURU	1
14	তাঁর পবিত্র বাণী	HIS HOLY WORDS	1
15	জীবনের প্রথম প্রভাত	JIBANER PRATHAM PRABHAT	1
16	কর্মের পথে	KARMER PATHE	1
17	কর্ম্ম ভেরী	KARMA VERI	1
18	কুমারীর পবিত্রতা 6 খন্ডে	KUMARIR PABITRATA	6
19	মন্দির	MANDIR	1
20	মধুমল্লার	MADHUMALLAR	1
21	মঙ্গল মুরলী	MANGAL MURALI	1
22	মুর্চ্ছনা	MURCHANA	1
23	নবযুগের নারী	NABAJUGR NARI	1
24	নব বর্ষের বাণী	NABA BARSHER BANI	1
25	পথের সাথী	PATHER SATHI	1
26	পথের সন্ধান	PATHER SANDHAN	1
27	পথের সঞ্চয়	PATHER SANCHOY	1
28	প্রবুদ্ধ যৌবন	PRABUDDHA JOUBAN	1
29	সংযম প্রচারে স্বরূপানন্দ	SAMJAM PRACHARE SWARUPANANDA	1
30	সর্পঘাতের চিকিৎসা	SARPAGHATER CHIKITSA	1
31	সরল ব্রহ্মচর্য	SARAL BRAHMACHARYA	1
32	সংযম সাধনা	SANJAM SADHANA	1
33	স্ত্রীজাতিতে মাতৃভাব	STREE JATITE MATRIBHAB	1
34	সধবার সংযম	SADHABAR SANJAM	1
35	সাধন পথে	SADHAN PATHE	1
36	শান্তির বার্তা 3 খন্ডে	SHANTIR BARATA	3
	মোট বহি	TOTAL	105

ওঁ

ধৃতং প্রেম্না

(সপ্তম খণ্ড)

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

প্রণীত

প্রথম সংস্করণ, ১৩৬৬

— নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ —

— ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ —

অযাচক আশ্রম

ডি ৪৬/১৯বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী-১০

ধর্ম্মার্থ শুল্ক—ত্রিশ টাকা] [মাশুলাদি স্বতন্ত্র

মুদ্রণ-সংখ্যা ২,০০০ (দুই হাজার)
প্রকাশক—শ্রীস্নেহময় ব্রহ্মচারী

প্রিন্টার ঃ—শ্রীস্নেহময় ব্রহ্মচারী,
অযাচক আশ্রম প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,
ডি ৪৬/১৯এ, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী

অযাচক আশ্রম
ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, রামাপুরা,
বারাণসী-২২১০১০, দূরভাষ ঃ (০৫৪২) ২৪৫২৩৭৬

ঃ পুস্তকসমূহের প্রাপ্তিস্থান ঃ

অযাচক আশ্রম
ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী-২২১০১০ (উত্তর প্রদেশ)

গুরুধাম
পি-২৩৮, সি-আই-টি রোড, কাঁকুড়গাছি,
কলকাতা-৭০০০৫৪ ● দূরভাষ-২৩২০-৮৪৫৫

অযাচক আশ্রম
"নগেশ ভবন", ৯৯, রামকৃষ্ণ রোড, শিলিগুড়ি, দার্জ্জিলিং

অযাচক আশ্রম
পোঃ চন্দ্রপুর, ধর্মনগর, ত্রিপুরা (উত্তর)

অযাচক আশ্রম
২০বি, লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা (পশ্চিম)
দূরভাষ ঃ (০৩৮১)২২২৮৩০৫

অযাচক আশ্রম
রাধামাধব রোড, শিলচর-৭৮৮০০১, দূরভাষ ঃ (০৩৮৪২) ২২০৩৩৩
"সাধন কুঞ্জ" ঃ হীরাপুর, ধানবাদ, ঝাড়খণ্ড ● দূরভাষ-০৩২৬ ২২০৩২২৮

দি মাল্টিভারসিটি
পোঃ—পুপুন্‌কী আশ্রম, জেলা—বোকারো, ঝাড়খণ্ড, পিনকোড ঃ ৮২৭০১৩

ডাকে নিতে হইলে ২৫% অগ্রিম মূল্যসহ বারাণসীতেই পত্র দিবেন।

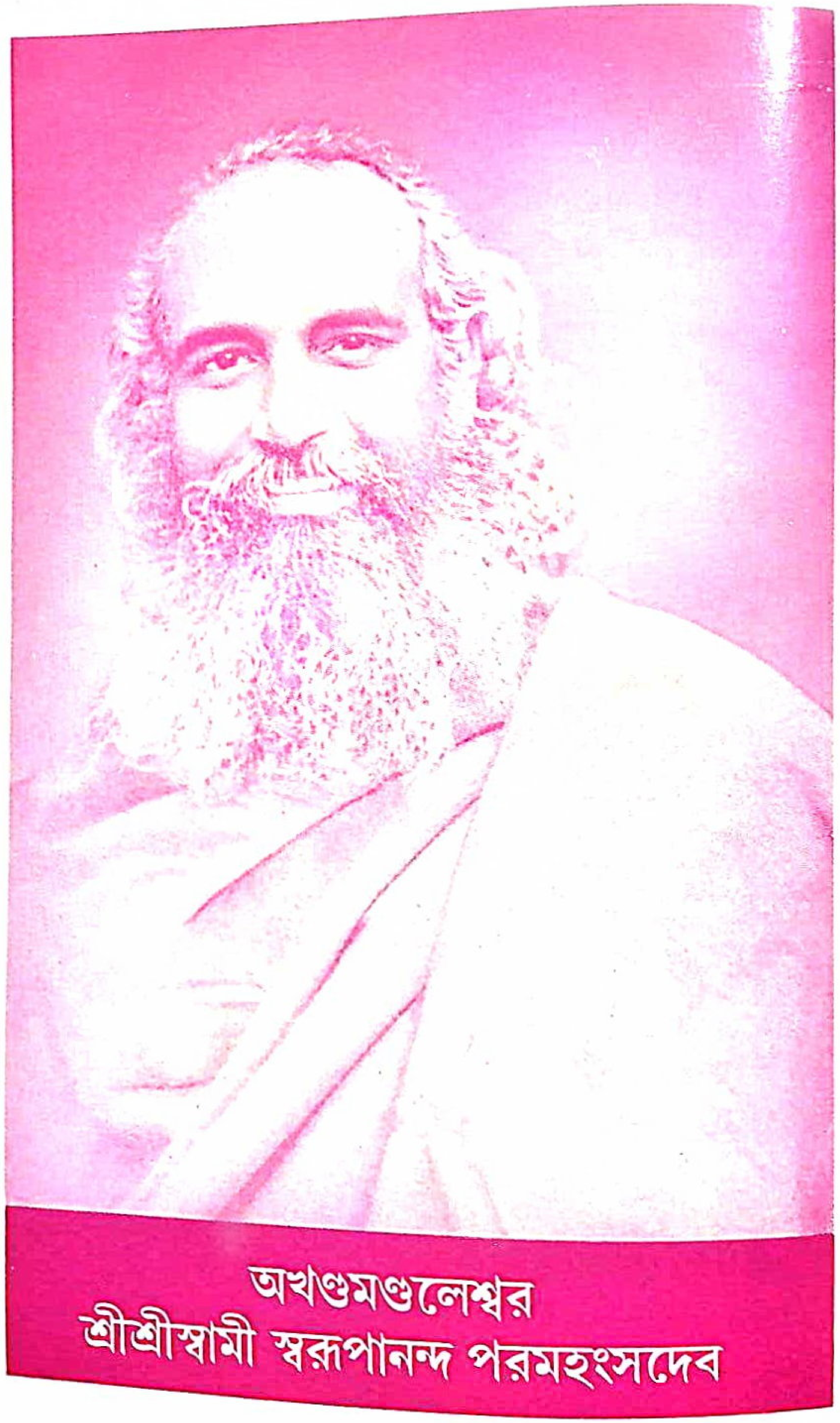
সপ্তম খণ্ডের নিবেদন

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের সমসাময়িক পত্রাবলী (যাহা ১৩৬৫ ও ১৩৬৬ সালের "প্রতিধ্বনি"তে প্রকাশিত হইয়াছে) তাহাই সঙ্গে সঙ্গে পুস্তকাকারেও প্রচারিত হইয়াছে। ইহা তাহার সপ্তম খন্ড। কাজের প্রায়োজনে একই পত্রের অনুলিপি বহুস্থানে পাঠাইতে হইত বলিয়া প্রধানতঃ অনুলিপি করিবার শ্রম বাঁচাইবার জন্য এই সকল পত্র "প্রতিধ্বনি"তে প্রকাশিত হইয়াছিল। "প্রতিধ্বনি"তে প্রকাশের পরে দেখা গেল, এই পত্রগুলি সর্ব্বসাধারণের পক্ষেও সুলভ্য করা আবশ্যক। সেই কারণেই "ধৃতং প্রেম্না" প্রকাশিত হইল। আমরা অতীব আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, "ধৃতং প্রেম্না" ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫মও ষষ্ঠ খণ্ড প্রকাশিত হইবার পর জনসাধারণের মধ্য হইতে বহু সজ্জন ব্যক্তি পত্রগুলির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া পত্র দিয়াছেন। তাঁহারা লিখিয়াছেন যে, পত্রগুলি পাঠ করিয়া জীবনের বহু সমস্যার সমাধান তাঁহারা পাইতেছেন। তাই আজ আনন্দভরা প্রাণ নিয়া "ধৃতং প্রেম্না" সপ্তম খণ্ড প্রকাশিত হইতে চলিল। নিবেদনমিতি— বিজয়া দশমী, ১৩৬৬

অযাচক আশ্রম
স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট,
বারাণসী।

বিনীত
ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী
স্নেহময় ব্রহ্মচারী

এই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রথম সংস্করণের হুবহু পুনর্মুদ্রণ।
প্রকাশক



অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেব।

ওঁ

ধৃতং প্রেম্না

(সপ্তম খণ্ড)

(১)

হরি-ওঁ

শিলিগুড়ি

৩০শে ভাদ্র, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু:—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

যে শুভকার্য্য একবার করিয়া মানুষের মনে শ্রদ্ধা, পবিত্রতা ও প্রীতির উদ্দীপনে সমর্থ হইয়াছ, সেই কাজ বারংবার করিয়া একজনের স্থলে শত জনকে এবং সাময়িকের স্থলে শাশ্বত ভাবে সকলকে পরম-শুভের প্রতি আকৃষ্ট করা উচিত। জন-সাধারণকে উত্যক্ত না করিয়া, তাঁহাদিগকে নানা আর্থিক দায়িত্বে বিপন্ন না করিয়া যত অধিক সংখ্যক বার জন-কল্যাণকর অনুষ্ঠান সমূহ করিতে পার, ততই ভাল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২)

হরিওঁ

শিলিগুড়ি
৩০শে ভাদ্র, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

পুপুন্‌কী গেলে লোকের একটা দীক্ষার তারিখ রাখিবার বিষয়ে তুমি অনেকবার লিখিয়াছ। কিন্তু ইহাদিগকে দীক্ষা দেওয়ার আগে প্রয়োজন হইতেছে গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে গিয়া ইহাদিগকে নৈতিক পবিত্রতা ও শারীরিক শুদ্ধতার উন্নতি করিবার জন্য উপদেশ দেওয়া। কিন্তু যেই দেশে আমি বত্রিশ বৎসর যাবৎ আশ্রম স্থাপন করিয়াছি, সেই দেশে বিগত পনের বৎসরের মধ্যে গ্রামবাসীদের নিয়া একটী মিটিং ডাকিতে পারি নাই। রুক্ষ অবিবেকী শাসনকর্ত্তারা মিথ্যাকে সত্য বলিয়া প্রতীয়মান করাইবার আগ্রহে মানুষের প্রতি মানুষের সাধারণ ও স্বাভাবিক কর্ত্তব্যগুলিকে পর্য্যন্ত বাধা দিয়াছে। গ্রামে গ্রামে গোপালনের আন্দোলন করিয়া পাইয়াছি সরকারী "শো-কজ"এর নোটিশ। আমার সঙ্গে সঙ্গে নিরীহ গ্রামবাসীরাও কৈফিয়ৎ দিবার জন্য ছুটিয়া ছুটিয়া গিয়াছেন পুরুলিয়া কোর্টে। ইঁহাদের অপরাধ, ইঁহারা আমার ভাষণে সভাপতি ছিলেন। এইভাবে জাতীয়তা-বাদী নেতাদের মূঢ় প্রাদেশিক অন্ধতা মঙ্গল-কর্ম্মকে করিয়াছে বারংবার প্রহত। সেই দেশে গ্রামে গ্রামে গিয়া দৈহিক ও চারিত্রিক আন্দোলন চালাইবার স্বাধীনতাই বা কোথায়? মুখের ভাষণ না দিয়াও গ্রামে গ্রামে কৃষির উন্নতি করা সম্ভব, কিন্তু চরিত্রের উন্নতি করিতে হইলে মৌখিক উপদেশ ছাড়া কি করিয়া তাহা সম্ভব হইবে? হাজার জনকে

এক কথা শুনাইতে হইলে সভা না ডাকিয়াই বা উপায় কি? মানভূম জেলায় জনসভা করিতে হইলে এখনও সরকারী অনুমতি নিতে হয় কিনা, জানিয়া জানাইও। যতকাল এইরূপ অনুমতি দরকার হইবে, ততকাল মানভূমে কোনও ভাষণ প্রদান করিব না।

তবে চারিত্রিক আন্দোলন বন্ধ করিয়া রাখিলেও চলিবে না। নর-নারীর সম্পর্কের পবিত্রতা, অবিবাহিত তরুণ-তরুণীদের জীবনের নৈতিক অখণ্ডতা, মানুষের সম্পত্তির উপরে অপরের লোভের অসারতা, ধনসম্পদ আহরণে ন্যায় এবং ধর্ম্মরক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি সম্পর্কে প্রত্যেকটী ব্যক্তির মনে জীবন্ত সংস্কারের আঁচড় কাটিতে হইবে। মানুষের সহিত মানুষের সম্পর্ককে সরল, সরস ও মধুর করিবার জন্য জীবন হইতে অসরলতা, অসততা, কপটতা দূর করিবার সাধনায় ইহাদের রুচি সৃষ্টি করিতে হইবে। যেই সকল আদিবাসী এতকাল ধরিয়া আমাদের সঙ্গে থাকিতে থাকিতে আমাদের মত ভাবিতে শিক্ষা করিয়াছে, গ্রামে গ্রামে মঙ্গলবার্ত্তা দিয়া তাহাদের পাঠাইয়া দাও। তাহারা জনে জনে অল্প অল্প করিয়া কাজ করিতে থাকুক। বহুলোক একই কাজ অল্প অল্প করিয়া করিলেও তাহার পরিণাম-ফল বৃহৎ হয়। যতদিন স্বাধীন দেশে প্রাদেশিক-অন্ধতা রাষ্ট্রক্ষমতাধিকারীদিগকে বাক্যের স্বাধীনতার উপরে স্বেচ্ছাচার চালাইবার অন্যায় ক্ষমতা দিবে, ততকাল কোনও সভায় অনুমতি চাহিয়া নিয়া ভাষণ প্রদান করিব না।

গ্রামে গ্রামে প্রীতির বার্ত্তা প্রচারিত হইতে থাকুক। কে বাঙ্গালী, কে বিহারী, এই তুচ্ছ কথা লইয়া আলোচনা নিতান্তই অবান্তর। কে মানুষ আর কে অমানুষ, বিচার হইবে তাহার উপর। সর্ব্বজীবের

শুভকামনা অন্তরে লইয়া পল্লীতে পল্লীতে মানুষের দল জাগিয়া উঠুক। বাঙ্গালী, বিহারী, উড়িয়া, ভাটিয়া কে জাগিল, কে ঘুমাইল, ইহা মোটেই বড় কথা নহে। মানুষ জাগিল কিনা, ইহাই প্রশ্ন।

একদিন আমি বলিয়াছিলাম,—"ভারতের উত্থান যদি বিধাতার অভিপ্রেত হয়, তবে বাঙ্গালী উঠিবে সর্ব্বাগ্রে।" * সেকথা মিথ্যা হয় নাই। একদা বাঙ্গালী সকলের আগে জাগিয়াছিল, সকলের আগে উঠিয়াছিল, সকলের আগে কাড়াকাড়ি করিয়া ভারত-মঙ্গল কাজে প্রাণ দিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিল। এই সেই দিনও দুই বাঙ্গালী, রাসবিহারী আর সুভাষচন্দ্র, ইংরাজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহের সফল রণবাহিনী গঠন ও পরিচালনা করিয়া ইংরাজকে ভারতের মৌরসী পাট্টা গুটাইয়া নিতে প্রণোদিত করিয়াছিল। ইহা ঐতিহাসিক সত্য। অতিরঞ্জিত বর্ণনা-বিস্তার করিয়া প্রকৃত ব্যাপারকে ধামাচাপা দিবার চেষ্টা করিয়া এই সত্যের কেহ বিলোপ-সাধন করিতে পারিবে না।

কিন্তু সেদিন যাহা বলিয়াছিলাম, আজ তাহার চাইতে অনেক বড় কথা বলিবার দিন আসিয়াছে। পৃথিবীর একটী মানুষও ঘুমাইয়া থাকিবে না, ইহাই আজ প্রয়োজন। জাতি-বিজাতির বিচারের রেখা আজ আমার মন হইতে মুছিয়া গিয়াছে। জনে জনে প্রাণে প্রাণে প্রীতির পীযূষ-রাশি পরিবেশন করিতে হইবে। পাংক্তেয়-অপাংক্তেয়ের বিচার ইহাতে থাকিবে না, স্পৃশ্যাস্পৃশ্যের হিসাব ইহাতে রহিবে না, দেবাসুরের পার্থক্য বিস্মৃত হইয়া অকৃপণ হস্তে সকলকে অমৃত বিলাইতে হইবে। সাম্প্রদায়িক বা প্রাদেশিক মনোভঙ্গী লইয়া যাহারা এমন

* কর্ম্মভেরী, ১৮শ পত্র, ৫৭ পৃষ্ঠা

কল্যাণ-কর্ম্মে করিবে বিরোধ, তাহারা নিদারুণ ভ্রান্ত। ইহা জানিয়া কেবল সুসময়ের প্রতীক্ষা কর। যে সকল পল্লীতে আমি যাইয়া কাজ করিতে সমর্থ হইতেছি না, সেই সকল স্থানেও দলে দলে স্থানীয় আদিবাসী কর্ম্মীদিগকে প্রেরণ করিয়া সত্যপ্রচারের অভিযানকে চির-সঞ্জীবিত করিয়া রাখ। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩)

হরি-ওঁ — শিলিগুড়ি
৩১শে ভাদ্র, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু:—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

সারাদিন মুষলধারে বৃষ্টি হইয়াছে। বিকালে, সন্ধ্যায় বা রাত্রিতেও বিরাম নাই। ইহারই মধ্যে কাল আর্য্য-সমিতির হল কাণায় কাণায় পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সাধনা দেড় ঘণ্টা এবং আমি দুই ঘণ্টা ভাষণ দেই। সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ, শ্রোতা সহরের শ্রেষ্ঠ নরনারীবৃন্দ।

শ্রোতা ও বক্তা মিলিয়া একটী আত্মায় পরিণত হইয়া গিয়াছিল। এ যেন,—"আপনি পাতিয়া কাণ, শুনি আপনার গান, আপনা আপনি আলাপন।" শ্রদ্ধা আসিলে শ্রোতারা এইরূপ হয়। দেশে শ্রদ্ধার অনুশীলন সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। শ্রদ্ধাবান্ জ্ঞান লাভ করে,—গীতার বচন। কিন্তু কিছুটা জ্ঞান না থাকিলে শ্রদ্ধা আসে না। সেই কিছুটা জ্ঞান কি তোমরা লোকের কাছে বিতরণ করিতেছ?

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, DHANBAD

জমি তৈরী না থাকিলে বীজ-বপন সম্ভব হয় না। তোমরা জমি তৈরীর কোনও চেষ্টা কি করিতেছ? প্রায় কোনও স্থানেই তোমরা কিছুই করিতেছ না, অথচ এক একটা ক্লেশকর ভ্রমণ-তালিকা তৈরী করিতে আমাদিগকে বাধ্য করিতেছ। যে উচ্চ চিন্তাগুলির সহিত লোকের পরিচয় আমরা যাইবার দশ বৎসর আগে হইয়া থাকিতে পারিত, তাহা প্রচারের ভারও তোমরা আমার উপরই দিয়া রাখিয়াছ। ইহাতে শ্রম বাড়িতেছে, পরমায়ুর বৃথা অপচয় হইতেছে, স্বাস্থ্যহানি ঘটিতেছে, অনিয়ম সীমা ছাড়াইয়া যাইতেছে। একদিনের দুইটী ঘণ্টার ভাষণ কত কথা কহিতে পারে? ইহার অনেক কথাই ত আমাদের পুস্তকাদির মধ্য দিয়া মানুষের মধ্যে আগে হইতে প্রচারিত হইয়া থাকিতে পারিত। আমরা একস্থানে যাইবার পরে লোকে জানিবে যে আমাদের কয়টা সিং আর কয়টা লেজ, ইহা কি লাভজনক অধ্যবসায়?

আমাকে তোমরা প্রচার কর, ইহা আমি চাহি না। কিন্তু আমি কতকগুলি ভাবের প্রতিনিধি রূপে আবাল্য জীবন যাপিয়া আসিতেছি। সেই ভাবগুলি বিশ্বের সকল মানবের প্রয়োজন। সেই ভাবগুলি যাবতীয় সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার ঊর্দ্ধে। সেই ভাবগুলি মানুষকে মানুষের সহিত জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে পরম প্রেমের মধুর বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিবার জন্য প্রয়োজন। কিন্তু তোমাদের আলস্য, অপটুতা ও ভবিষ্যতের জন্য বর্ত্তমানেই কিছু শ্রম করিয়া রাখিবার উপযোগিতা সম্পর্কে বদ্ধমূল অজ্ঞানতা মানুষকে জানিতেই দিল না, কি কহিতে আসিয়াছি। অনেকেই ত ঘরে বসিয়া এই আশঙ্কাই করিয়াছে যে, সুমিষ্ট ভাষণের পরের দিনই সুতীব্র তাগাদা লইয়া ঘরে ঘরে হয়ত চাঁদা আদায় সুরু

করিয়া দিব। আমরা সদলবলে ভ্রমণে বাহির হইবার কালে জামা-জুতা হইতে সুরু করিয়া দূর পাল্লার রেল-টিকিট ক্রয় পর্য্যন্ত যে তিন সাড়ে তিন শত টাকা যাত্রার সুরুতেই লাগে, মাসব্যাপী ভ্রমণে সেই টাকাটা তুলিয়া আনিবার জন্যও ত আমাদের কোনও চেষ্টা নাই। কিন্তু লোকে সে কথা জানিবে, তবে ত তাহারা নিশ্চিন্ত হইবে! ছোট-বড় নামী-অনামী প্রতি প্রতিষ্ঠান বারো মাসে তেরোটা উপলক্ষ্যে দারিদ্র্য-বিদগ্ধ জনসাধারণের দুয়ারে চাঁদার খাতা নিয়া দাঁড়াইতেছে, কিন্তু আমরা যে তাহার ব্যতিক্রম-স্থল, তাহা ত তোমরা কাহাকেও শোনাও নাই। তাহার ফলে আমাদের অনেক শ্রম বৃথা হইতেছে। কিন্তু জীবন ভরিয়াই কি শ্রম করা যায়?

তোমাদের বুদ্ধিবৃত্তির কাছে আমি আবেদন করিতেছি। সকল কাজ করিবার ভার আমার উপরেই না রাখিয়া তোমাদের হাতে আমার কাজের কতক কতক ভার ভাগ করিয়া নেওয়ার যৌক্তিকতা তোমরা উপলব্ধি করিতে চেষ্টা কর। জনসমাজের প্রতি তোমাদের প্রেম থাকিলে তাহাদের সেবার প্রয়োজনীয়তার প্রতি তোমাদের লক্ষ্য এমন তীব্রভাবে পড়িত যে, তোমরা আর স্থির হইয়া থাকিতে পারিতে না, প্রতিজনে প্রতি দিন কিছু না কিছু কাজে হাত দিয়া মনের আবেগ প্রশমিত করিতে। ভালবাস বাবা, ভালবাস। নতুবা হাজার পত্রেও আমি তোমাদিগকে কাজে নামাইতে পারিব না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪)

হরি-ওঁ

কাটিহার (পূর্ণিয়া)
৩রা আশ্বিন, ১৩৬৫

পরমকল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

কাল ও আজ কাটিহার মহেশ্বরী অ্যাকাডেমির প্রাঙ্গণে পর পর দুইটী ভাষণ দিলাম। আজ রাত্রেই ষ্টেশানে গিয়া শুইয়া থাকিব। কাল সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কলিকাতা পৌঁছিবার কথা। এই পথের ভ্রমণটা সত্যাই ক্লেশকর।

আজ একটা হাসির ব্যাপার ঘটিল। একজন পুরাতন ভক্ত বলিলেন, আমরা বিরলা-ড্যালমিয়ার কাছে যাই না, তাই জনসাধারণের কাজে অর্থ পাই না। আমি বলিলাম, বড়লোক বা গরীব মানুষেরা দান করিবেন, এই প্রত্যাশায় বসিয়া থাকিলে কি কর্ম্মী লোকের চলে? যতক্ষণ সম্ভাবিত দাতাদের বিষয় ধ্যান করিব, ততক্ষণ ভগবানের চরণ-চিন্তা করিলে সব দিকেই বেশী কাজ দিবে।

তোমাদের এই কথাগুলি শুনিবার প্রয়োজন আছে। মনে রাখিও যে, অযাচক-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া চলাতে তোমাদের প্রত্যেকটী জনকল্যাণ-কাজে যে অর্থসঙ্কট যাইতেছে, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে একটা সঙ্কটই নহে। পরের অর্থের প্রত্যাশায় বসিয়া থাকার যে দুর্গতি, তার চেয়ে বড় সঙ্কট কিছু নাই। হইলই বা, তোমরা জনগণের কোনও বৃহৎ সেবা সংসাধন করিতে পার নাই কিন্তু তোমরা যে ধীরে ধীরে ঈশ্বরনিষ্ঠ স্বাবলম্বনের একটা আদর্শ সৃষ্টি করিয়া যাইতে পারিতেছ, তাহা কি খুব তুচ্ছ করিবার মত কথা হইল? জীবে প্রেমই তোমা-

দিগকে অযাচক-বৃত্তির প্রতি ধাবিত করিয়াছে, আত্মাহঙ্কার নহে। এই কথা যদি সত্য হইয়া থাকে, তবে তোমাদের জনসেবার পরিমাণ কম বলিয়া দুঃখ করিবার কি আছে? হয়ত তোমরা একটা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কর নাই, হাসপাতালও না। কিন্তু নিজেদের ক্ষুদ্র সাধ্যের মধ্যে যতটুকু সম্ভব, তাহা ত করিতেছ! তবেই হইল।

দাতারা ভাগ্যবান্ কিন্তু দান-গ্রহণ এক মহাদায়িত্ব। দান না নিয়া, দান না চাহিয়া জগজ্জনের সেবা করা এক মহৎ সৌভাগ্য। তোমরা ক্ষুদ্র-বৃহৎ যতটুকু কাজ কর, প্রেম-সহকারে করিও। প্রেম তোমাদিগকে দাতৃগণের অনুগ্রহ-নিরপেক্ষ করিবে। সৎকার্য্যে দান করিবার যাঁহার আগ্রহ আছে, তিনি আপনিই আগাইয়া আসিবেন। বিরলা, গোয়েঙ্কা, কার্ণানি, ডালমিয়ার নিকটে যাঁহারা চাঁদার খাতা লইয়া যান না, তাঁহাদের আরব্ধ সৎকার্য্য অসফল হইয়া পড়িয়া থাকিবে, এই কথা কেন যে লোকের মনে আসে, তাহাই আমি ভাবিয়া পাই না। দাতারা ভাগ্যবান্, কারণ সৎকার্য্যে ত্যাগ-স্বীকার ভাগ্যবানেই সম্ভবে। কিন্তু দাতাদের দুয়ারে জনসেবক বা সমাজসেবীদের ধর্ণা দিতে কেন হইবে, তাহাই আমার বুদ্ধিতে আসে না। কেহ দান করিয়া সহায়তা করিল কি না করিল, তাহার দিকে না তাকাইয়াও তুমি বা আমি সমাজের সেবায় নিজেদের সর্ব্বসামর্থ্য নিয়োজিত করিয়া নিজেদিগকে সার্থক করিতে পারি। তুমি হয়ত হাজার লোকের মুখে অন্ন তুলিয়া ধরিতে পার নাই, কিন্তু একজনেরও ত মুখে অন্ন দিতে পারিয়াছ! আমি হয়ত হাজার রুগ্নের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে পারি নাই, কিন্তু একটী রুগ্নকেও ত' সহায়তা দিতে পারিয়াছি! প্রেম সহকারে যদি তাহা করিয়া থাকি, তবেই ত আমরা ধন্যাতিধন্য,

কৃতকৃত্য! দাতার দানের বিষয় ভাবিয়া দুশ্চিন্তা করিয়া করিয়া নিশীথের নিদ্রানাশ করিয়া লাভ কি? ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

৫ই আশ্বিন, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু:—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। আশ্রমের টাকাকড়ি যে-কোনও লোকের হাতে দিতে হইলে তাহার সততা সম্পর্কে আগে হইতে একটু বিচার করিয়া কাজ করা উচিত। পরের টাকা হাতে পাইলে অনেক ভাল লোকেও হঠাৎ অসাধু হয়। টাকা জিনিষটা কেবল হাতেরই ময়লা নহে, মনেরও ময়লা সৃষ্টি করে। ইহা দানস্বরূপে কাহারও কাছ হইতে নিলে মুণ্ডটা চিরকাল তাহার নিকটে হেঁট রাখিতে হয়। কাহাকেও টাকা ধার দিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চিরজীবনের তরে বন্ধু-বিচ্ছেদ ঘটে। কাহারও নিকটে টাকা আমানত রাখিলে সে টাকা ফিরিয়া পাইতে অনেক কোস্তাকুস্তি করিতে হয়। তুমি যে ভদ্রলোকের নিকট আশ্রমের টাকাগুলি রাখিয়াছ, তাঁহাকে ত আমি জানিই না। কি কারণেই বা তাঁহাকে বিশ্বাস করিতে গেলে, কেনই বা এখন ঠকিতেছ, তাহা নিজেই চিন্তা করিয়া দেখিও। টাকাকড়ির চিন্তা দিয়া আমাকে বিব্রত করিও না।

আশ্রমের কর্ম্মীরা জামা-জুতা, কাপড়-চোপড় ও ঔষধপত্র কিনিবে না, একেবারে অনাথ-নিরাশ্রয়, দীন-দুঃখীর মত জীর্ণ বস্ত্রে, শীর্ণ দেহে কাঙ্গাল হইয়া বিচরণ করিবে, ইহা আমি চাহি না। তবে খরচপত্রের একটা সীমা যেন থাকে। একজন ব্রহ্মচারী কেশ-প্রসাধনের জন্য দুইদিনে এক শিশি ভৃঙ্গরাজ তৈল খরচ করিতেন। তাঁহার নধর-কান্তি দেখিয়া দেখিয়া রাজপুত্রদেরও হিংসা হইত। তেমনটি হইলে চলিবে না। খাসির মত হৃষ্টপুষ্ট হইলেই কর্ম্মী হয় না। কর্ম্মী হইবে যোগী—'যুক্তাহার বিহারস্য.........যোগো ভবতি দুঃখহা'। আহার-বিহার যেমন প্রয়োজন, সে করিবে। অতিরিক্ত খাইবে না, বিলাসিতা করিবে না। সরল শাদাসিধা জীবনযাপন করিয়া সে ভগবানকে ডাকিবে, জনসমাজের সেবা করিবে। আদর্শের দিকে তাকাইয়া চলিও। তাহা হইলেই সাময়িক কোন ভুলভ্রান্তি হইলে নিজে নিজেই সংশোধন করিতে পারিবে। নিষ্কলঙ্কতা রক্ষার জন্য বহির্দ্বার হইতে পায়খানা-ঘর পর্য্যন্ত পুলিশ প্রহরী দাঁড় করাইয়া রাখা বড়ই অসুন্দর। নিজের বিবেকের প্রহরায় থাকিয়া নিজেকে সংযমের গণ্ডীর ভিতরে রাখিবে। বিবেকের চাইতে বড় প্রহরীর প্রয়োজন কি?

আশ্রমবাসী হইলেই জামা, জুতা, কাপড়, কম্বলের উপরে জনসাধারণের সমালোচনার অধিকার আসিয়া যায়। তোমার আশ্রম জনসাধারণের চাঁদায় চলে না, তবু আসে। এইজন্য আসে যে, জনসাধারণ তোমাদিগকে আদর্শ মানব দেখিতে চায়। আশ্রমের ব্রহ্মচারী টেরী বাগাইয়া গীতা-পাঠ আরম্ভ করিলে পাঠের দিকে মনোযোগ না দিয়া লোকে তাহার মাথার উপরের ভেড়ার শিং দেখিবার জন্যই বেশী আগ্রহী হয়। সিল্কের গেরুয়া পরিয়া যখন সংসার অনিত্য বলিয়া বক্তৃতা দেওয়া

হয়, তখন মনে মনে লোকে টিটকারী দেয়। কুক্কুট মাংসের চপ চিবাইতে চিবাইতে যখন একাদশী-পূর্ণিমায় উপবাসের মহিমা কীর্ত্তন করা হয়, তখন লোকে উপহাস করে। অতি-ভোজনের ফলে যাহারা দিনে দশবার ঘটি লইয়া শৌচাগারে দৌড়ায়, তাহারা যখন আহার-শুদ্ধির উপদেশ দেয়, তখন লোকে সে কথায় কোন মূল্য দেয় না। তোমার আশ্রম কাহারও কাছ হইতে চাঁদা নেয় না, কিন্তু তাই বলিয়া তোমা-দিগকে মানুষের মত মানুষ দেখিবার দাবী জনসাধারণ পরিত্যাগ করিবেন না। সুতরাং স্বাস্থ্য রক্ষার প্রয়োজনে যাহা যাহা করিবে, তাহাতে শোভনতার সীমারেখা, অতিক্রম করিও না। তাহা হইলেই হইল। আমাকে কত লোকে গরদের কাপড় দিয়া যায়, আমি পরি না। পয়সা দিয়া কিনি নাই, আশ্রমের অর্থ অপচয় হয় নাই, এই যুক্তিতে পরিতে পারিতাম। কিন্তু ইহার ফল শুভকর হইত না। আমাদের সব-কিছু থাকিয়াও কিছুই নাই, এই ভাব নিয়া চলিতে হইবে।

একটি গ্রাম্য বৈষ্ণব আসিয়া তোমাকে যে ধর্ম্মকথা শুনাইয়াছেন, তাহা উপধর্ম্মের কথা। এক শ্রেণীর লোক নারী-পুরুষ-ঘটিত নানা অসম্ভ্রান্ত আচারকে ধর্ম্মের নামে চর্চ্চা করিয়াছেন। ইহাদের উদ্দেশ্য সাধু হইতে পারে কিন্তু উপায় সাধু নহে। ইচ্ছা করিলেই যখন মানুষ বিবাহ করিতে পারে, বিবাহিত জীবনে যখন দম্পতি স্বেচ্ছানুসারে চলিতে পারে, তখন অবিবাহিত থাকিয়া ধর্ম্মের নামে কতকগুলি কদাচার করিবার কোনও সার্থকতা নাই। একদা সমাজের কতকগুলি অংশে অনার্য্যোচিত এই সকল অসামাজিক আচার ছিল বটে কিন্তু তাহার প্রসার অশিক্ষিত সমাজের বাহিরে যায় নাই। সুতরাং এই

সব মত-পথের কথা শুনিয়া তোমার বিভ্রান্ত হওয়া ভুল। কেহ যদি ঐভাবে চলাকেই ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিয়া থাকে, সে চলুক। তোমার পথ স্বতন্ত্র। যেটা অপরের পক্ষে পথ, সেটা তোমার পক্ষে বিপথ হইতে পারে। তুমি বিপথের চিন্তাও করিও না। তবে যদি বিবাহিত হইয়া সংসারী সাজিতে চাও, তাহাতে আপত্তি নাই। একদা যাহারা কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়াছে, বিবাহিত জীবন তাহাদের সুখকর হইয়া থাকে। দলে দলে সন্ন্যাসী সৃষ্টির জন্য আমি আসি নাই। আমি চাহি, মানুষের আকৃতির ভিতরে যেন মানুষের প্রকৃতি ফুটিয়া উঠে, প্রত্যেকে যেন প্রকৃত মানুষ হয়।

মানুষের মত সত্য কিছু নাই, মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, এই কথা বলিয়াই এক শ্রেণীর ধর্ম্মযাজকেরা মানুষকে ধর্ম্মের নামে যৌন কদাচারে প্ররোচিত করিয়াছেন। পূর্ব্ববঙ্গের নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে আমি ইহার অসামান্য প্রসার দেখিয়াছি। নারী-সংসর্গ-না হইলে পুরুষের মানুষত্ব প্রকটিত হয় না, পুরুষ-সংসর্গ না হইলে নারীর মানুষত্বের প্রমাণ হয় না, এই সকল যুক্তি প্রয়োগ করিয়া ইহারা অনেক অবিবাহিত পুরুষ ও বিধবা রমণীকে অপ্রশংসনীয় আচরণে প্ররোচিত করিয়াছেন। দেশব্যবচ্ছেদে অধিকাংশ হিন্দু পূর্ব্ববঙ্গ পরিত্যাগ করিলেও উপধর্ম্মযাজী এই মতাবলম্বী লোকদের সংখ্যা এখনো পূর্ব্ববঙ্গে অল্প নহে। ভাগ্যদোষে পূর্ব্ববঙ্গেই পড়িয়া থাকিতে বাধ্য হইয়া তুমি ইঁহাদেরই কাহারও সংসর্গে আসিয়া পড়িয়াছ মনে হয়। ইঁহাদের মধ্যে অনেকে হয়ত সরল বিশ্বাসেই কথা বলেন, সরল বিশ্বাসেই অপ্রশংসনীয় কাজ করিয়া ধর্ম্ম করিতেছেন মনে করেন। কিন্তু তোমাকে ইঁহাদের সম্পর্কে সাবধান হইতে হইবে। ইঁহাদিগকে অসম্মান করিবার

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, DHANBAD

তোমার প্রয়োজন নাই কিন্তু ইঁহাদের মতবাদ ও প্রচারণা শুনিবার জন্য শ্রবণেন্দ্রিয়কে আগ্রহী করা হইতে তোমাকে বিরত থাকিতে হইবে। যে সকল মতবাদ শ্রবণে গোপনেও তোমার মনে ইন্দ্রিয়-সম্ভোগেচ্ছা জাগিবার আশঙ্কা আছে, সেই সকল মতবাদ শ্রবণ হইতে তোমাকে বিরত থাকিতে হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬)

কলিকাতা

হরি-ওঁ

৬ই আশ্বিন, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু:—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

দীক্ষা নিবার পরে যাহারা সাধনে মন দেয় না, তাহাদের দীক্ষা নিবার প্রয়োজনটা কি ছিল, তাহা আমি বুঝিলাম না। লোকের দেখাদেখি হুজুগে পড়িয়া দীক্ষা নেওয়া একটা সাংঘাতিক রকমের মানসিক রোগ। ইহা কলেরা-বসন্ত মহামারীর ন্যায় নিদারুণ সংক্রামক। কিন্তু ইহার ফলে দীক্ষার মর্য্যাদা-নাশ হইয়াছে। তোমরা হুজুগাক্রান্ত লোকদিগকে দীক্ষা গ্রহণে নিরুৎসাহ করিয়া ফিরাইয়া দিবার চেষ্টা করিও। যখন যাহার দীক্ষা নিবার প্রকৃত সময় আসিবে, তখনই তাহার দীক্ষা নেওয়া উচিত। "সাধন করিব", এই সঙ্কল্প প্রবল না হইলে কাহারও দীক্ষা হওয়া উচিত নহে। কারণ, তাহাতে কেবল দীক্ষারই মর্য্যাদা কমে না, গুরুরও অশেষ ক্লেশ হইয়া থাকে। শিষ্যের অপরাধে গুরুকে কত কষ্ট পাইতে

হয়, তাহা অবোধ শিষ্যেরা বুঝে না বলিয়াই হুজুগে দীক্ষা নেয়। দীক্ষা নেওয়া খুব ভাল কথা কিন্তু নিতে হইলে নিজের মনের সঙ্গে বুঝাপড়াটা আগে করিয়া লইতে হইবে। ইহা যে না করে, সে জীবনের অমূল্য সুযোগের বৃথা অপচয় করে।

তোমরা যে কয়জন নিষ্ঠাবান্ বা বিশ্বাসী আছ, তাহারা এই সকল হুজুগাক্রান্তদের মঙ্গলের জন্য অধিকতর নিষ্ঠাবান্ ও বিশ্বাসী হও। মনে রাখিও, মুখের উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্তের ক্ষমতা সহস্রগুণ অধিক। বিনীত নম্র মনে সাধন করিয়া তোমরা সকলের নিকটে দৃষ্টান্তস্থানীয় হও। দৃষ্টান্ত হইবারও আকাঙ্ক্ষাটা মনে রাখিও না, কারণ উহা অহঙ্কারের প্ররোচক হইয়া থাকে। তোমরা অপকট চিত্তে পরমেশ্বরের চরণে আত্মনিবেদন করিতে থাক। তোমাদের এই নিবেদন যখন তিনি পূর্ণ রূপে গ্রহণ করিবেন, তখন তোমাদের নিজেদের অজ্ঞাতসারে তোমরা জগদ্বাসীর নিকটে দৃষ্টান্তস্থানীয় হইবে। "হে ভগবান, আত্ম-সমর্পণের ক্ষমতা দাও",—মাত্র ইহাই তোমাদের প্রার্থনা হউক।

অখণ্ড-মতে নানা স্থানে শবদাহ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়াই প্রচলিত শাস্ত্র-বিধিকেও পরিবর্ত্তিত করিয়া আমাকে নূতন স্মৃতিশাস্ত্র রচনা করিতে হইবে, ইহা আমি মনে করি না। প্রচলিত স্মৃতিশাস্ত্রের নানা বন্ধন ও শাসনের দাপটে জনগণের প্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। তাহারই জন্য তাহারা নূতন ঋষি খুঁজিতেছিল, যিনি বিবাহ, শ্রাদ্ধ, অন্নপ্রাশন, শবসৎকার প্রভৃতিকে সরল সহজ করিয়া দিয়া লোকের মানসিক ও অর্থনৈতিক উদ্বেগ প্রশমন করিবেন। ঈশ্বরাধীন আমার প্রণীত উপাসনা-প্রণালীতে একদা লিখিত হইয়াছিল যে, এক সময়ে এই সকল অনুষ্ঠান একমাত্র সমবেত উপাসনা দ্বারাই সুষ্ঠুরূপে সম্পাদিত

হইবে। ইহা আমার কোনও আদেশ নহে, নিদেশ নহে, ভবিষ্য-নির্দ্দেশ মাত্র। আমার আদেশ-নিদেশের প্রতীক্ষা না করিয়া ভক্ত এবং শিষ্যগণ এবং তাঁহাদের দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হইয়া জনসাধারণ সমবেত উপাসনার দ্বারা এই সকল কার্য্য সাতিশয় সন্তুষ্ট মনে সম্পাদন করিয়া যাইতেছেন। যাহা জন-গণ-প্রবর্ত্তনে আপনা আপনি চালু হইয়া গিয়াছে, আমি তাহাকে আমার পরিপূর্ণ স্বীকৃতি দান করিয়াছি। প্রকৃত অবস্থাটা এইরূপ। সুতরাং প্রচলিত স্মার্ত্ত বিধানের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য আমি নূতন করিয়া স্মৃতি রচনার আবশ্যকতা দেখিতেছি না।

শ্রাদ্ধাদি ব্যাপারে যেই সকল ক্রিয়াকাণ্ডের উল্লেখ তোমার পত্রে রহিয়াছে, তাহার অধিকাংশ সেই আদিম যুগের প্রথা, যখন মানুষ ব্রহ্মজ্ঞানের আস্বাদন লাভ করে নাই, নিজের স্বরূপ চিনে নাই, হয় ভীতি, নয় অজানিত আশঙ্কা হইতে মৃতের তৃপ্তিসাধনের উপায় সমূহ বাহির করিবার চেষ্টায় নিজেদের গ্রাম্য কুসংস্কার সমূহকে প্রয়োগ করিয়াছে। যাহা জীবিত অবস্থায় একটী মানুষের অখাদ্য, মৃত্যুর পরে তাহা তাহাকে নিবেদন করার মধ্যে এই সকল সংস্কারের অনেকটা হাত রহিয়াছে। যাহার দেহ দাহ করা হইয়াছে, তাহার প্রতিচিত্র বালুকার উপরে নির্ম্মাণ করিয়া সেই প্রতিচিত্রে খাদ্যাদি অর্ঘ্যদানও অনেকটা তদ্রূপ। কিন্তু আদিম বলিয়াই কোনও সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত কাজকে নিন্দা করা যায় না। তাই, প্রাচীনকালীয় নানা প্রথার সংমিশ্রণে যেই ব্যবস্থা বর্ত্তমান কালে তোমাদের কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহাকে উঠাইয়া দিবার জন্য কোনও শ্রম বা চিন্তা করা আমি শক্তির অপব্যবহার বলিয়া মনে করি। আত্মদর্শনে উন্নত বৈদিক

যুগ অনুন্নত অবৈদিক যুগের সহিত একদা সন্ধি করিয়াছিল। ফলে বৈদিকাচারের সহিত অবৈদিকাচার সংমিশ্রিত হইয়া বর্ত্তমান প্রথাগুলির জন্ম দিয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে অবৈদিক যুগ বৈদিক যুগ অপেক্ষাও সহস্র সহস্র বৎসরের প্রাচীন। জীব, আত্মা, মৃত্যু ও মৃত্যুর পরে আত্মার অবস্থা প্রভৃতি সম্পর্কে অনেক প্রাচীনতর ধারণা ও বিশ্বাস তাহারা পুরুষানুক্রমে বহন করিয়া নিয়া আসিয়াছিল, পরবর্ত্তী কালের বৈদিক অমৃতত্ত্ববাদী আত্মদর্শী ঋষিদের সন্তানদের মনের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করিয়া দিবার জন্য। এইভাবে আচারে ও বিশ্বাসে অনেক সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে আর্য্য ও অনার্য্যদের মধ্যে; এক এক অঞ্চলের অনার্য্যগণ এক এক প্রকার বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া এক এক প্রকারের প্রথা পালন করিতেন। আর্য্যগণ এক এক সময়ে এক এক দেশে এক এক প্রকারের প্রথা অনার্য্যদের কাছ হইতে নিয়াছেন। আর্য্যের দিগ্বিজয় ব্রহ্মবাদে, আচার অনুষ্ঠানে তাঁহারা অনার্য্যদের দ্বারা বিজিত হইয়াছেন।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিয়া দেখ যে, বৃথা কলহে প্রবৃত্ত হইয়া নূতন প্রথা প্রবর্ত্তনের চেষ্টা আমার পক্ষে কত অসঙ্গত। আমি আর্য্য ও অনার্য্যের প্রতি সমান শ্রদ্ধাবান্। অন্তরের শুদ্ধি যাহাদিগকে সমবেত উপাসনায় পূর্ণ বিশ্বাসী করিয়াছে, তাহাদের পক্ষে প্রচলিত অনেক আচার আপনা আপনি পরিত্যজ্য হইয়া যাইবে। এই বিষয়ে মহাকালের উপরে নির্ভর করাই ভাল। তাড়াহুড়া করিবার আমাদের কোনও প্রয়োজন নাই।

তোমরা প্রেম সহকারে সমবেত উপাসনা চালাইয়া যাইতে থাক। ইহার মধ্য দিয়াই যাবতীয় সমাজ-সংস্কার আপনা আপনি প্রতিষ্ঠিত

হইবে। সমাজ-সংস্কার করিবার কল্পনা লইয়া যে কাজে হাত দিবে, হয়ত সে কাজে তোমার বুদ্ধি পাইবে প্রাধান্য, অহং হইবে কর্ত্তা। সেই কাজে পদে পদে ভুল আসা বিচিত্র নহে। কিন্তু সমাজ-সংস্কারকেই তোমার প্রাথমিক লক্ষ্য না করিয়া বিশ্বের সকলকে লইয়া ভগবদুপাসনা করিবার আনন্দকে তোমার প্রধান লক্ষ্য কর। ইহার ফলে আপনা আপনি সমাজের মধ্যে এমন সকল সংস্কার আসিয়া যাইবে, যাহা যুগোপযোগী এবং প্রয়োজনীয়। বিবাহ, শ্রাদ্ধ, মৃত-সংকার প্রভৃতির জন্য নূতন নূতন স্মৃতি-শাস্ত্র রচনা করিয়া সেই শাস্ত্রকে সমাজের উপরে বাধ্যকর করিবার জন্য অধ্যবসায়ের অপপ্রয়োগ করিয়া ক্লান্ত হওয়া অপেক্ষা সমবেত উপাসনাকে অধিকতর প্রচলিত করিবার চেষ্টার মধ্যে অধিকতর সার্থকতা রহিয়াছে। তোমরা একবার সর্ব্বশক্তি লইয়া ঐকান্তিক ভাবে সমবেত উপাসনাকে প্রচলনের চেষ্টা করিয়া দেখ যে, বিনা বাধায় জগতে ও সমাজে কত বড় বিপ্লব সাফল্যলাভ করিতে সমর্থ। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

৬ই আশ্বিন, ১৩৬৫

পরমকল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

পাঁচটী ছেলের জন্য হরি-ওঁ কীর্ত্তন মানসিক করিয়াছ। জিজ্ঞাসা

করিয়াছ যে, পাঁচটী পৃথক্ দিনে এই হরি-ওঁ কীর্ত্তন উদ্‌যাপন করিতে হইবে কিনা। উত্তরে লিখিতেছি যে, সকলের মানসিকই এক দিনে উদ্‌যাপিত হইতে পারে। পাঁচটী ছেলের জন্য যদি বিভিন্ন সময়েও মানসিক করিয়া থাক, তাহা হইলেও একদিনেই হরি-ওঁ কীর্ত্তন করা যাইতে পারে। ইহাতে বাধা নাই।

বিবাহ, অন্নপ্রাশন ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকারের সমবেত উপাসনা একত্র হইতে পারে। বহুজনের বিবাহ বা অন্নপ্রাশন একটি মাত্র সমবেত উপাসনা দ্বারা হইতে পারে। কিন্তু বিবাহ জাতীয় শুভকার্য্যের সহিত শ্রাদ্ধীয় সমবেত উপাসনাকে যুক্ত করা উচিত নহে।

সমবেত উপাসনা তোমাদের জ্ঞান হউক, ধ্যান হউক, প্রাণ হউক, সর্ব্বস্ব হউক। আমি চাহি যে, সমবেত উপাসনাকে প্রচারিত, প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তোমরা সর্ব্বস্ব পণ কর। সর্ব্বপ্রকার স্বার্থবুদ্ধি পরিহার করিয়া তোমরা সমবেত উপাসনার সেবায় নিজেদিগকে নিয়োজিত কর। যাহারা ভক্তিভরে সমবেত উপাসনায় যোগ দিয়া থাকে, তাহাদিগকে সম্মান দান কর। যাহারা অপরকে সমবেত উপাসনায় যোগ দিতে আগ্রহবান্ করে, তাহাদের প্রতি তোমরা শ্রদ্ধাবান্ হও। সমবেত উপাসনা অনুষ্ঠানটীকে তোমরা সর্ব্বপ্রকার দলাদলি, কলহ ও সংঘর্ষের সম্ভাবনার অতীতে রাখ। সমবেত উপাসনার মধ্য দিয়া জনে জনে, সমাজে সমাজে, জাতিতে জাতিতে প্রেম বর্দ্ধন কর। প্রত্যেক মঙ্গলকার্য্যে সমবেত উপাসনার স্থান হউক সর্ব্বোপরি। ক্ষুদ্র স্বার্থ, তুচ্ছ মানাভিমান, ব্যক্তিগত রেষারেষি, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের ঊর্দ্ধে তুলিয়া ধর তোমরা সমবেত উপাসনাকে। অজ্ঞ ব্যক্তিকে সমবেত উপাসনার শুদ্ধ সুর শিক্ষাদান কার্য্যকে তোমরা পুণ্যানামের

পুণ্যং বলিয়া বিবেচনা কর। সমবেত উপাসনা তোমাদের প্রতি জনের দৈহিক শুচিতা, মানসিক পবিত্রতা ও চরিত্রের ঋদ্ধি বর্দ্ধন করুক।

বাল্যগোবিন্দপুরে গিয়া আমি সত্যই আনন্দ পাইয়াছি। আমি দেখিয়াছি যে, ছোটরা বড়দের সম্মান কিভাবে রক্ষা করিয়া চলে। আরও দেখিয়াছি যে, সকলে অকাতরে নামযশোলোভহীন হইয়া পরিশ্রম করিতেছে। বনপুকুরের আশ্রমে আমি সকলের ঐক্যের শক্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এই সকল দেখিলে কাহার না আনন্দ হয়? তবে যেখানে যতটুকু সদ্গুণ দেখিয়াছি, আগামীতে তাহার শতগুণ দেখিতে অভিলাষ করি। এজন্য এখন হইতেই সকলের অনুশীলন প্রয়োজন। কারণ, দীর্ঘকাল অনুশীলন ব্যতীত সদ্গুণ সমূহ স্থায়ী সম্পদে পরিণত হয় না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৮)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

৭ই আশ্বিন, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু:—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমরা আমার কাছাড়-ভ্রমণের যে তালিকা করিয়াছ, তাহা পাইলাম। এতগুলি স্থানে আমার ভ্রমণের সুযোগ হইতেছে জানিয়া সুখী হইয়াছি এবং যাঁহারা আমাকে আমন্ত্রণ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে

আন্তরিক আশীর্ব্বাদ জানাইতেছি। কিন্তু প্রগ্রাম দর্শনে কয়েকটা বিষয়ে আমি একটু দ্বিধাও বোধ করিতেছি।

আমার মনে হয়, অকারণে কোনও স্থানে ভ্রমণ করিবার মধ্যে সার্থকতা কিছু নাই। কেন আমি যাইতেছি অথবা আমন্ত্রণকারীরা আমার কাছে কি চাহেন, তাহা আমার কাছে এবং তাঁহাদের কাছে স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। আনুমানিক ধারণায় বা শুধু ঝোঁকের বশে কোথাও গেলে বা কাহাকেও ডাকিলে শেষে কি আশাভঙ্গ ঘটিতে পারে না?

চাঁদা আমি তুলিব না, ধন-সম্পদ আমি চাহিব না, ইহা ত তোমাদের অঞ্চলে একপ্রকার সকলেরই বোধ হয় জানা আছে। অনেকের ইহাও হয়ত জানা আছে যে, আমার পাথেয়-ব্যয়ের জন্যও কাহাকেও ভাবনা করিতে হয় না। কিন্তু কি আমি চাহি না, তাহা যেমন করিয়া লোকের জানা আছে, কি আমি চাহি, তাহা কি তেমন করিয়া আমার আমন্ত্রণ-কারীরা জানেন? আমাকে আমন্ত্রণ না করিলেও আমি কত স্থানে যাই। এই ত জলপাইগুড়ি জেলার কতকগুলি স্থানে আমি বিনা আমন্ত্রণে ঘুরিয়া আসিলাম। কিন্তু কাছাড়ের কথা স্বতন্ত্র। আমার এবারকার কাছাড়-ভ্রমণ শুধু ভ্রমণে আর ভাষণেই পর্য্যবসিত হইতে পারে না। তাহার চেয়ে অনেক বেশী গুরুত্ব ইহার আছে।

শিলচরে তোমরা পৌষ মাসে লক্ষ লোকের সমবেত উপাসনা করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছিলে। স্থান হিসাবে শিলচর একেবারে অনুপযুক্ত নহে বলিয়া আমিও তাহাতে সানন্দে সম্মতি দিয়াছিলাম। কিন্তু ঠিক সেই সময়টাতেই গৌহাটিতে নিখিল ভারত কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনের তারিখ পড়িয়া গেল। আমার নিকটে হিতৈষী ব্যক্তিদের

পত্র আসিতে লাগিল যে, ঐ সময়ে শিলচরে আমরা লক্ষ লোক লইয়া সমবেত উপাসনা করিতে গেলে তাহার ফলে গৌহাটী কংগ্রেসের অধিবেশনে লোক-সমাগম কম হইতে পারে। পত্র-লেখকেরা সকলেই লক্ষ লোকের সমবেত উপাসনার সাফল্য সম্পর্কে নিদারুণ বিশ্বাসী ছিলেন বলিয়াই তাঁহারা এইরূপ মনে করিতে পারিয়াছিলেন। আমি তাঁহাদের যুক্তিকে একেবারে উড়াইয়া দিতে পারি নাই। কারণ, ভগবানের নাম করিয়া তাঁহারই মহিমা প্রচারের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজ যেখানে যাহা করিয়াছি, তাহাই প্রত্যাশাতীত বিরাট সাফল্য পাইয়াছে। সুতরাং আমি সেই সময়ে লক্ষ লোকের উপাসনার অনুষ্ঠানটীকে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য পিছাইয়া দিয়াছিলাম। অবশ্য, পরে দেখা গেল, পিছাইয়া দিয়া পার্থিব হিসাবে খুব ভালই করিয়াছিলাম। কারণ, অজস্র অর্থ-ব্যয় এবং সরকারী প্রচেষ্টার পূর্ণতম প্রয়োগের পরেও গৌহাটী কংগ্রেসের অধিবেশন-মণ্ডপ জন-সমাবেশের দিক দিয়া অসফল হইয়াছিল, ইহা কয়েকখানা সংবাদপত্রেই পাঠ করিয়াছিলাম এবং দুই চারিজন প্রত্যক্ষ-দর্শীর মুখেও শুনিয়াছিলাম। সুতরাং আমরা সেই সময়ে শিলচরে লক্ষ লোকের সমবেত উপাসনাটী করিলে গৌহাটী কংগ্রেসের জন-সমাগমের অসাফল্যের দরুণ আমাদিগের উপরে বৃথা অপবাদ আসা আশ্চর্য্য ব্যাপার হইত না। ত্রিপুরা রাজ্যে দুর্ভিক্ষ হইল, আট লক্ষ লোকের এক বৎসরের খাদ্য আকাশে মিশিয়া গেল, কিন্তু তাহার জন্য আগরতলার ফুড্-সেক্রেটারী আমার আগরতলা গমনকে দায়ী করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। ষাট সত্তর হাজার ভক্ত ও দর্শনার্থী পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আমাকে দেখিতে আগরতলা আসিয়াছিলেন আর তাঁহারা সাত আট দিনেই আট লক্ষ লোকের এক বৎসরের খাদ্য নিঃশেষ করিয়া

দিলেন! কি আশ্চর্য্য অভিযোগ! আমাদের বিরুদ্ধে রটিত এই অপবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশিত না হইলে আমরা জানিতেই পারিতাম না যে, অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত সম্মানিত সরকারী লোকেরাও জানিয়া শুনিয়া উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে তুলিয়া দিতে লজ্জা বোধ করেন না। শিলচরে লক্ষ লোকের উপাসনার তারিখটী পিছাইয়া যাওয়াতে তোমরা অনেকেই ক্ষুব্ধ হইয়াছিলে। কোনও একজন শিক্ষাভিমানী ব্যক্তি শিলচর হইতে আমাকে এমন পত্র পর্য্যন্ত দিয়াছিলেন যে, আমার কথার ঠিক থাকে না কেন? উপরে যাহা লিখিলাম, তাহা হইতে আশা করি এখন বুঝিতে পারিবে যে, তারিখ পিছাইলাম কেন।

কিন্তু নূতন তারিখটী ত নির্দ্ধারণ করিয়া দিতে পারিতেছি না। তোমরা ত প্রস্তুত নহ। উপাসনা করিতে উপাসক চাহি। উপাসনার মনোভাব যাঁহাদের আছে, এমন লোকদের চাহি। ফুটবলের মাঠ হইতে লোক টানিয়া আনিয়া বসাইয়া দিলেই তাঁহারা উপাসনা করিতে পারিবেন না। ঘোড়দৌড়ের মাঠ হইতে ধরিয়া আনিলেও হইবে না। আনিতে হইবে উপাসনায় বিশ্বাসী সরলতা-ভরা গৃহগুলি হইতে। কিন্তু তোমরা কি গৃহে গৃহে গিয়াছ? তোমরা কি উপাসনার ব্যাপারটা লোককে বুঝাইয়া বলিয়াছ? তোমাদের কাছে শুনিতে শুনিতে লোকের কি মনে এই বিষয়ে মৃদু বা তীব্র কোনও আগ্রহ জন্মিয়াছে? মানুষ কি এই বিষয়ে কোনও কৌতূহল অনুভব করিতেছেন?

আমাদের সমবেত উপাসনা মনে মনে হয় না। একমাত্র নামজপ ও জগন্মঙ্গল-সঙ্কল্পের কাল ব্যতীত বাকী সময়ে কণ্ঠের প্রয়োজন হয় আর প্রয়োজন হয় স্তোত্রগুলির উচ্চারণ, সুর ও মাত্রা শিক্ষার। এই গুণগুলি যাঁহাদের হইবে না, তাঁহারা সমবেত উপাসনার আসরে আসিয়া নীরব

দর্শক বা আগ্রহী শ্রোতা রূপেই মাত্র বিরাজ করিতে পারেন। তাহা অবশ্যই অবাঞ্ছনীয় নয় কিন্তু লক্ষ লোকের উপাসনা বলিতে যাহা বুঝায়, তাহাতে লক্ষ লোকের ভক্তিপূর্ণ উপস্থিতি যেমন প্রয়োজন, তেমন সহস্র সহস্র কণ্ঠের সম্মিলিত স্তোত্র-গানও প্রয়োজন। এই জন্য জনসাধারণ্যে শিক্ষা দিতে হইবে। জনসাধারণের মনে এই শিক্ষার্জ্জনের আগ্রহ সৃষ্টি করিতে হইবে। তাহা কি তোমরা করিতে চেষ্টা পাইয়াছ?

প্রায় ষাটটী স্থানে ভ্রমণের তালিকা করিয়াছ, অতি দ্রুতবেগে ঘুরিতে হইলেও কমপক্ষে আশি পঁচাশি দিন তাহাতে প্রয়োজন হইবে প্রত্যেক স্থানেই রহিয়াছে ভাষণ। এক দিনে দুই স্থানেও ভাষণের ব্যবস্থা করিয়াছ। কিন্তু ভুলিয়া গিয়াছ যে, আমার আগামী ভ্রমণে কাছাড় জেলায় সমবেত উপাসনার চর্চ্চাই বর্দ্ধন প্রয়োজন, জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতার প্রয়োজন বিন্দুমাত্র নাই। আলিপুরদুয়ারে দুইটী দিন আমি সমবেত উপাসনার সুরশিক্ষা দিয়াছি। দেখিয়াছি, ইহার ফলে কিছু কিছু ছেলেমেয়ের ভুল শিখার সংশোধন হইয়াছে। তদুপরি অনেক নূতন লোকেও সুর শিখিয়াছেন। আমি বক্তৃতা একদম না দিয়া কেবল এই সুরশিক্ষাদানের কাজটাই কাছাড়ে রাখিতে চাহি। উপাসনার সুরশিক্ষাদান কঠিন-শ্রম-সাপেক্ষ কাজ, সুতরাং এই কাজের সঙ্গে আর ভাষণকে নিয়া তোমরা জড়াইও না। একদিনে এই দুই কাজ সম্ভব নহে। বক্তৃতা দিতে হয়, সাধনাই দিবে, আমি কেবল সুরশিক্ষাই দিব। আমি নিজে সুরশিক্ষা দিতে অবসর না পাওয়ার দরুণ অনেক স্বরলিপিজ্ঞ ব্যক্তিরা পর্য্যন্ত শিক্ষাদানকালে ভুল শিখাইয়াছেন। তদুপরি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত মুদ্রাদোষ ত আছেই। ফলে ভুলও থাকে। সেই সকল ভুলের অবসান অন্ততঃ একটা জেলায়

প্রয়োজন, বিশেষ করিয়া সেই জেলায়, যেই জেলার সদর সহরে লক্ষ লোক লইয়া সমবেত উপাসনার অনুষ্ঠান করিবার বিষয়ে আমরা প্রবল ভাবে ভাবিতেছি।

যে সকল স্থান আমাদের আমন্ত্রণ করিয়াছেন, তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ, এইরূপে আমাকে তাঁহারা পাইতে চাহেন কিনা। বক্তৃতা আমি এবার দিব না। বহু বক্তৃতা কাছাড় জেলায় দিয়াছি, এবার আমার অন্য কাজ। সুললিত ভাষণে আমি জনগণের চিত্ত পরিতৃপ্ত করিব না, কবিতার ভাষায় নানা-বিষয়িণী আলোচনা আমি করিব না,—ইহার পরেও আমাকে কাহারা চাহেন, তাহা জানিয়া তোমাদের প্রণীত ভ্রমণ-তালিকাকে সংশোধন করিতে হইবে। অনেকের বক্তৃতা শুনিতে ভাল লাগে। তাই তাঁহারা বক্তাদের আদর করেন। ভাবিতেছি, এবার আমি কাছাড়-ভ্রমণে একমাত্র শিলচর সহরটী ব্যতীত অন্যত্র কোনও ভাষণ দিব না। ইহার পরেও কি কাহারও পছন্দের পাত্র থাকিব? তোমরা অন্তরে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা না রাখিয়া সত্য উত্তর দিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৯)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

৬ই আশ্বিন, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু :—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা আশিস জানিও। পুপুন্‌কী যাইবার জন্য

জিনিষ-পত্র গুছাইবার কাজে ব্যস্ত আছি, এমন সময়ে তোমার পত্র-খানা পাইলাম। মাত্র দুইটী দিন পূর্ব্বে তোমার পুত্রের মতিভ্রম নিবারণের কামনায় আমরা সমবেত উপাসনা করিয়াছি আর ইহারই মধ্যে তোমার পুত্রের মনোভাবে আশাব্যঞ্জক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে জানিয়া পরমেশ্বরের চরণে প্রণতি জানাইতেছি। ভক্তি করিয়া বিশ্বাস রাখিয়া সমবেত উপাসনা করিলে ভগবান সেই উপাসনার ডাক শোনেন। তোমার পুত্র তোমার কোলে নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক হইয়া ফিরিয়া আসিবে। তুমি সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া তোমার পুত্রের প্রতি প্রসন্না হও। তাহাকে প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ কর। মায়ের আশীর্ব্বাদ সন্তানের জীবনে অমোঘ। আমি আমার নিজ জীবনে মাতা ও পিতার আশীর্ব্বাদ পাইয়া তাহার শক্তি পরীক্ষা করিবার অনেক সুযোগ পাইয়াছি। মাতাপিতাই সন্তানের সাক্ষাৎ ভগবান।

সঙ্গে সঙ্গে মা জগতের অন্যান্য জননীদের বিপথগামী পুত্রকন্যাদের জন্যও তোমার প্রেমময় প্রাণকে প্রসারিত করিয়া দাও। একা তোমার পুত্র সচ্চরিত্র হইয়া রমণীকুহক ভুলিয়া স্বচ্ছ সুন্দর অন্তরে গৃহে ও নিজ কর্ত্তব্যে ফিরিয়া আসিলে হইবে না, জগতের প্রত্যেক মাতার সন্তান ইহা হউক। তোমরা তোমাদের নিজ নিজ অভীষ্ট লাভকে জগদ্বাসী সকলের সর্ব্বাভীষ্টপ্রপূরণের সহিত সংযুক্ত করিয়া চল। এই বিষয়ে তোমাদের প্রতিজনের অতি প্রখর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

এই প্রসঙ্গে কয়েকটা কথা মনে পড়িয়া গেল। কথাগুলি অপ্রিয় হইলেও মন দিয়া শুনিও। অনেক মাতা নিজ পুত্রের বয়সের ধর্ম্ম ও যৌবনের স্বভাবকে ভুলিয়া গিয়া অকারণে পুত্রকে সন্দেহ করে। অনেক মাতা পুত্রের বধূ-নির্ব্বাচনের ব্যাপারে অকারণ হস্তক্ষেপ করিয়া

তাহার শান্তিভঙ্গ করে। তন্মধ্যে সকলের চাইতে আপত্তিজনক আচরণ হইল, পুত্রের নির্ব্বাচিতা ভাবী বধূকে দুশ্চরিত্রা ও কুলটা বলিয়া সন্দেহ করা ও মন্তব্য প্রকাশ করা। চিরকাল পুত্রেরা মায়ের অধীন হইয়া থাকে না, পুত্র বয়স্ক হইলে অধিকাংশ স্থলে মাকেই পুত্রের মুখ চাহিয়া চলিতে হয়। সুতরাং অকারণে ভাবী পুত্রবধূর বিরুদ্ধে অসদুক্তি ও কটু ব্যবহার পরিণামে মায়ের ক্ষতিই করিয়া থাকে। পুত্রকে চিরকাল তোমার আজ্ঞাবহ করিয়া রাখিতে হইলে তাহার জীবন-স্পন্দনের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করা মূর্খতা। পুত্রের কর্ত্তব্য মায়ের নির্দ্দেশ পালন করা কিন্তু মায়েরও কর্ত্তব্য পুত্রকে এমন ভাবে দেখা, যেন তাহার জীবন মায়ের উৎপীড়নে বিষময় হইয়া না যায়। পুত্রের বিবাহের পরে যাহারা পুত্রবধূকে শত্রুর মত দেখে, তেমন মায়ের কপালে বিধাতা প্রায়ই সুখ লেখেন না। সুতরাং হিসাব করিয়া চলিও মা, হিসাব করিয়া চলিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১০)

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী আশ্রম
১০ই আশ্বিন, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু:—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

শ্রাবণে পুপুন্‌কী আসিয়াছিলাম, দিন চারি পাঁচ ছিলাম। বর্দ্ধমান

ও টাটানগর হইতে কেশব প্রভৃতি তিনজন আসিয়া জানে প্রাণে মাঠের কাজ করিয়াছিল। এবার মাত্র তিন দিনের জন্য আসিয়াছি। কলিকাতা হইতে কমলেশ ও ঘাটশিলা হইতে কমল ও রবি আসিয়া এই কয় দিন মাঠের কাজ করিয়া গেল। অন্য সকলে আশ্রম ত্যাগ করিতেছি। কিন্তু দুই তিনটা লোক যে দুই তিন দিনে কত অসাধ্য কাজ সাধিতে পারে, যাইবার কালে তাহা দেখিয়া নয়ন তৃপ্ত হইতেছে। মানভূম জেলাটায় আমি একা খাটিয়া মরিয়াছি। এদেশের মানুষের মনে সহযোগ-স্পৃহা জাগিতে বড় দেখি নাই। ভুজবলে আর ধনবলে সব কাজ করিতে হইলে আমার মত দরিদ্রের একটা প্রতিষ্ঠান গড়িতে অনেক দীর্ঘ সময় লাগিবেই ত!

শ্রাবণের ভরা বর্ষায় যদি এভাবে প্রতি বৎসর বাহির হইতে ছেলেরা আসিয়া শ্রম দিয়া যায়, তবে কাজ কত লঘু হইয়া যায়। এখানের জলবায়ুরই এমন গুণ যে শ্রাবণ-ভাদ্রের বৃষ্টিতে ভিজিলে কাহারও অসুখ করে না। কিন্তু তোমরা স্বেচ্ছায় আসিবে সেবাদানের বুদ্ধি লইয়া, তবে ত সব হইবে!

সেবা তখন সার্থক হয়, যখন না চাহিতে মিলে। তোমরা যদি স্বেচ্ছায় সেবা দাও, তবে না তাহা সুন্দর হয়! আমি সমাজকে সেবা দিতে যেদিন প্রথম নামিয়াছিলাম, সেদিন কাহার ডাক শুনিয়া ঘর ছাড়িয়াছিলাম? কোনও মানুষ আমাকে ডাকে নাই। কোনও গুরু বা নেতাও নহে। ডাকিয়াছিল স্বদেশ, স্বজাতি, সমাজ ও মানবজাতি। তোমাদের কাণে তাহাদের ডাক পৌঁছে না? ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১১)

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী আশ্রম

১০ই আশ্বিন, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু:—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

সম্প্রতি পাহাড় অঞ্চল হইতে অনেক পরিচিত ও অপরিচিত পাহাড়ীদের আমন্ত্রণ-পত্র পাইতেছি। তাঁহারা চাহেন যে আমি ও সাধনা ঐ সকল দুর্গম অঞ্চলে যাই এবং তাঁহাদিগকে আশার বাণী শুনাইয়া আসি। আমাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব কাজের যে ইহা শুভফল, তাহা অনুভব করিয়া সুখী হইয়াছি।

কিন্তু নির্দ্দিষ্ট এই সকল অঞ্চলে তোমাদের সম্মিলিত অন্ততঃ একটাও কি অভিযান যাওয়া প্রয়োজন নহে? ইতিমধ্যে তোমাদের তরফ হইতে দুই তিনটা অভিযান হইয়া যাওয়া উচিত ছিল। সবই গুরুদেব আসিয়া করিয়া যাইবেন বা তাঁহারই প্রেরিত অর্থব্যয় করিয়া সব করাইতে হইবে, ইহা যে উৎকৃষ্ট মনোভঙ্গী নহে, তাহা কি তোমরা এখনও বুঝিতে পার নাই? যেখানে ধারাবাহিক চেষ্টায় ক্ষেত্রপ্রস্তুতির দিকে চারিদিকের মণ্ডলী-সমূহের মোটেই মনোযোগ নাই, যেখানে কেবল প্রত্যাশা যে কবে আমি আসিয়া নিজের অস্থি-মাংস ক্ষয় করিয়া সংগঠন-কাজ করিয়া যাইব, সেখানে বছর বছর ঘটা করিয়া আমার জন্মোৎসব করা তোমাদের কি সঙ্গত কার্য্য হইতেছে? জন-সমাজের মঙ্গলজনক অত্যাবশ্যকীয় কাজগুলিতে তোমাদের আগ্রহ, ঐক্য বা সচলতা আদৌ দেখিতেছি না। তোমাদের অগাধ প্রত্যাশা এই যে, সবই আমি আসিয়া করিব। কিন্তু আমি ত নিজের সীমাবদ্ধ শক্তি-সামর্থ্যের পূর্ণ

প্রয়োগ করিয়াও উল্লেখযোগ্য কোনও জনসেবা করিয়া উঠিতে পারি নাই। এমতাবস্থায় আমার কি ইচ্ছা হইতে পারে না, তোমাদের প্রতি স্থানে প্রতি বৎসর আমার জন্মোৎসবের নাম করিয়া যে শ্রম ও অর্থের অপচয় তোমরা করিয়া থাক, এখন হইতে তাহা হইতে একেবারে প্রতিনিবৃত্ত হও?

কথাটা আমি খুব প্রবল ভাবে চিন্তা করিতেছি। তোমাদের মনে হঠাৎ একটা গুরুতর আঘাত লাগিয়া যাইবে ভাবিয়া আমি আমার সিদ্ধান্ত স্থির করিতে সময় লইতেছি মাত্র। কেন তোমরা আমার জন্মোৎসব কর? কেন তাহাতে এত ঘটা, এত আড়ম্বর? হাজার হাজার জায়গায় জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সকল স্থানের ব্যয়িত অর্থের পরিমাণটা একত্র করিয়া যোগ দিলে পরিমাণ-ফল বড় তুচ্ছ একটা অঙ্ক হইবে না। কেন এই বিপুল ব্যয়? কি তাহাতে লাভ?

তোমরা সারাটা বৎসর আমার প্রিয় কার্য্যগুলির একটাতেও অভিনিবেশ দিলে না, যাহাদের কথা নিয়ত আমি কত প্রেম সহকারে ভাবি, তাহাদের জন্য সারা বৎসরে তোমরা দুই চারি দশটী দিনও দিতে পারিলে না, যেই সমবেত উপাসনা আমি প্রাণের অধিক প্রিয় মনে করি, সারা বৎসরে তিন চারি দিনও তাহাতে উপস্থিত থাকিলে না, যে সাধন-দীক্ষার মধ্য দিয়া তোমাদের সহিত আমার গুরুশিষ্য-সম্বন্ধ স্থাপিত হইল বলিয়া লোক-প্রসিদ্ধি, সেই সাধনেও তোমরা নিবিষ্টমনা হইলে না, যেই জগন্মঙ্গল-সঙ্কল্পের মধ্য দিয়া হইল তোমাদের দীক্ষাগ্রহণ এবং সাধন-সিদ্ধির প্রয়াস-সোপান হইল যেই জগৎ-কল্যাণ, তাহার অনুশীলনে তোমরা তোমাদের দৈনন্দিন-জীবনে কণামাত্রও আগ্রহী রহিলে

না আর হঠাৎ তোমরা তিন শত চুয়ান্ন দিন পরে এক জন্মোৎসব সুরু করিয়া আমাকে নয় দিনব্যাপী মহা-আড়ম্বর ও উল্লাসের মধ্য দিয়া করিলে স্মরণ,—বল, ইহা আমার পক্ষে কি সহনীয় হইবে? আমি কি জীবনে কখনো নিজের পূজা চাহিয়াছি যে, তোমাদের জন্মোৎসবের সংবাদ শুনিয়া পুলকিত হইব? যে সংবাদে আমার পুলক-সঞ্চার স্বাভাবিক, তোমরা সেই সংবাদ ত তিনশত চুয়ান্নটী দিনের মধ্যে আমাকে দিতে পার নাই!

কি ভাবে আমার জন্মোৎসবের হুজুগ সুরু হইল, আমার স্মরণে নাই। হয়ত ইহাতে আমার প্রচ্ছন্ন অনুমোদনও ছিল। নতুবা এই ব্যাপার সূতিকা-গৃহেই চাপা পড়িয়া যাইত। কিন্তু হুজুগ দেখিতে না দেখিতে হিড়িকে পরিণত হইয়া গেল। এখন ইহা এক দুর্ব্বারগতি আন্দোলনের রূপ পাইয়াছে। পাড়ায় পাড়ায় সর্ব্বজনীন দুর্গোৎসবের ন্যায় ইহা পাড়ায় পাড়ায় ঘরে ঘরে অনুষ্ঠিত হইতেছে। একই সহরে দুইটী তিনটী জন্মোৎসব নিয়া রেশারেশি ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা পর্য্যন্ত চলিয়াছে। কে কত অধিক চাঁদা দিয়া স্বজন-সমাজে অধিকতর মান্য বলিয়া পরিচিত হইতে পারে, তাহা নিয়া জিদও দুই চারি স্থানে লক্ষ্য করা গিয়াছে। কিন্তু আসে নাই তোমাদের নিত্যকার কাজে জগন্মঙ্গলের অনুশীলন, আসে নাই সাপ্তাহিক কার্য্যসূচীতে জগন্মঙ্গল কাজের অভিযান, আসে নাই মাসিক কার্য্যবিবরণীতে নিত্য নূতন কর্ম্মক্ষেত্রে নবভাবের উন্মেষণের সাফল্যজনিত আনন্দ-উল্লাস, আসে নাই বর্ষাতিক্রমে মানব-সমাজের বুকে ব্যাপক ভাবে নূতন কোনও উচ্চ চেতনার উদ্দীপ্তিজনিত আত্মপ্রসাদ। যাহার প্রয়োজন ছিল, তাহার সহিত দেখা নাই. অথচ যাহা না হইলে চলিত, জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে এমন অকারণ আড়ম্বরও তোমরা যথেষ্ট

করিতেছ। বল, জন্মোৎসব বন্ধ করিয়া দেওয়ার আদেশ-বাক্য হঠাৎ যদি আমার মুখে উচ্চারিত হইয়া যায়, তবে তাহা খুব একটা অন্যায় কার্য্য হইবে কি?

আরও অনেক লিখিবার ছিল। কিন্তু আশ্রমের দুয়ারে ট্যাক্সি আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সময়মত রওনা না হইলে ধানবাদ গিয়া কলিকাতাগামী ট্রেণ নাও পাইতে পারি। তাই লেখনীকে এখানেই বিশ্রাম দিলাম। কিন্তু আমার মনের দুঃখটা কোথায়, তাহা তোমরা বুঝিতে চেষ্টা করিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১২)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১১ই আশ্বিন, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তুমি প্রচারার্থ আশ্রম হইতে বহি চাহিয়াছ। শ্রীমান স্নেহময় সর্ব্বত্রই সংগঠন-কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য অর্দ্ধমূল্যে পুস্তক দিয়া থাকে। কিন্তু ফুল সেট নিতে হয় এবং ডাকমাশুল বা রেলমাশুল গ্রাহককেই দিতে হয়।

প্রচার-কার্য্যের জন্য একেবারে বিনামূল্যে পুস্তক সরবরাহ করিবার রীতি গত বিশ বৎসর যাবৎ অনুসরণ করা হইয়াছে। কিন্তু তাহার ফল শুভ হয় নাই। মূল্য দিয়া না নিলে জিনিষের যত্ন থাকে না।

যেমন, ভিক্ষায় সংগৃহীত টাকার অপব্যয় হইয়া থাকে। আমাদের আশ্রম ভিক্ষা যেমন সংগ্রহ করে না, তেমন বিনামূল্যে পুস্তক দেওয়াও সম্প্রতি বন্ধ করিয়া দিয়াছে। তোমরা অর্দ্ধমূল্যে এক এক সেট করিয়া বহি সংগ্রহ করিয়া স্থানীয় জনসাধারণকে নিয়মিত পাঠ করাইয়া যাইতে থাক। কাজ তোমাদের অগ্রসর হইতে থাকিলে পরে আরও কয়েক সেট পুস্তক বারাণসী হইতে আনিয়া নিতে পারিবে। যেখানে কাজ হইতেছে, সেখানে বারাণসী অযাচক আশ্রম নানা ভাবে তোমাদের সহায়তা করিতে প্রস্তুত আছেন, ইহা মনে রাখিও।

তোমরা যে আমার বাণী লোকের কাছে নিয়া উপস্থাপিত করিতেছ, তাহার উদ্দেশ্য যে আমার শিষ্য-সংখ্যা-বৃদ্ধি নহে, এই কথাটীও মনে রাখিও। আমাদের দল বাড়িলে বা কমিলে জগতের কিছুই যায় আসে না। কিন্তু জগদ্বাসীর মনের বল বাড়িলে আমাদেরও তাহাতে লাভ। শুচিতা, ত্যাগবুদ্ধি, নিষ্কলুষ সেবাপরায়ণতা বাড়িলেই বল বাড়ে। প্রতিটি মানুষ শুচি হউক, ত্যাগী হউক, সেবাপরায়ণ হউক,—ইহাই তোমাদের কাম্য হইবে।

বিগত দুইশত বৎসর ধরিয়া খ্রীষ্টান মিশনরীরা নিজেদের ধর্ম্মের পুঁথি সমূহ ঘরে ঘরে নিয়া পাঠ করিয়া শুনাইয়াছেন। আমাদের দেশেরও কোনও কোনও মিশন বা মঠ গত ষাট বৎসর ধরিয়া এই কাজ করিয়াছেন। কাজটী নূতন নহে। পূর্ব্ববর্ত্তীরা পথ-প্রদর্শন করিয়াছেন। তোমরা তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিবে। কিন্তু কাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি ছিল, তাহার সম্পর্কে কোনও প্রকার সমালোচনায় না গিয়া নিজেদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে এতটুকু সচেতনতা রাখিও যে, আমাকে জগদ্বাসী পূজা করুক, মানুক, অবতার বলিয়া প্রচার করুক, অলোক-

সামান্ত মহাপুরুষ বলিয়া প্রশংসা করুক, ইহা যেন তোমাদের একজনেরও প্রাণের কাম্য না হয়। জগতে শান্তি, সুষমা, আনন্দ ও বল বর্দ্ধনের জন্যই তোমাদের অধ্যবসায়। জগদ্বাসীর নিকট পূজা পাইবার জন্য আমি আসি নাই,—যেখানে যে আছে ছোট বা বড়, হীন বা মহৎ, তুচ্ছ বা গণনীয়, সকলের পূজাকে ব্রহ্মপূজা রূপে প্রবর্ত্তনের জন্ত আমার মানব-দেহ-ধারণ। তোমরা আমার এই সুমহৎ উদ্দেশ্যকে তোমাদের কোনও সঙ্কীর্ণতর মনোভঙ্গী দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিও না। মানব-মাত্রেরই পূজা তোমাদের লক্ষ্য হউক। ইহা অপেক্ষা হীনতর কোনও কামনা তোমাদের থাকিবে না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৩)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১১ই আশ্বিন, ১৩৬৫

পরমকল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। তুমি দুরন্ত যক্ষ্মা রোগ হইতে নিরাময় হইয়া আশ্রয়-শিবিরে ফিরিয়াছ, এই সংবাদ সত্যই সুখের।

তুমি তোমার এই নবলব্ধ জীবন ভগবানের কাজে সমর্পণ কর। মনে হয়ত করিবে, "আমি একটী আশ্রয়-শিবিরের অনাথা কুমারী, আমা দ্বারা ভগবানের কাজ কি হইবে?" কিন্তু এইরূপ মনে করিতে বসা

তোমার ভুল। পৃথিবীতে এমন ছোট কেহ নাই, যে ভগবানের কাজ না করিতে পারে। পীঁপড়া কেঁচো, মৌমাছি আদি নগণ্য জীবেরাও ভগবানের কাজ করিয়া যাইতেছে। তাহারা না জানিয়া তাহা করিতেছে, তুমি করিবে জানিয়া।

তুমি যে নিয়ত নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ফেলিতেছ, তাহাও ভগবানেরই কাজ। এতদিন ইহাকে একটা প্রাকৃতিক নিয়মের খেলা বলিয়া মনে করিয়াছ। আজ হইতে ইহাকে ভগবানের কাজ বলিয়া গণ্য কর।

ক্ষুদ্র-বৃহৎ প্রতি কাজে তুমি ভগবানেরই সেবা করিতেছ, এই বোধটুকু রাখিও।

জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তোমাদের সহরে কবে যাইব। শুধু সহর নহে, চতুর্দ্দিকের পল্লী-অঞ্চলও মন্থন করিয়া আসিবার জন্য একটা কথাবার্ত্তা চলিতেছে। কবে তোমাদের সহরে পৌঁছিব, তাহা স্থানীয় অখণ্ড-মণ্ডলীর কর্ম্মকর্ত্তাদের নিকটে জানিবার চেষ্টা করিও। তাঁহাদের সহিত যোগাযোগ রাখিও। হঠাৎ একটা ভ্রমণ-তালিকা তৈরী হইয়া গেলে স্থানে স্থানে জনে জনে পত্র দ্বারা সেই সংবাদ জানান সম্ভব হয় না।

তোমরা অনেকেই মণ্ডলীর সহিত কোনও যোগাযোগ রাখ না। এই কারণেই মণ্ডলীও তোমাদের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিতে পারেন না। তোমরাই ত মণ্ডলী, তোমাদের বাদ দিয়া ত আর মণ্ডলী নহেন। তোমরা যোগাযোগ না রাখার দরুণ মণ্ডলীর ক্ষমতা যায় কমিয়া, মণ্ডলীর পরিসর হয় সঙ্কীর্ণ, অতি ক্ষুদ্র পরিধি নিয়া তাঁহাকে কাজ করিতে হয়। তোমাদের মণ্ডলীকে তোমরাই যদি উপেক্ষায়

করিয়া দাও শীর্ণ, তাহা হইলে এই মণ্ডলী, কি তোমাদের কি জনসাধারণের, কাহারও পূর্ণ সেবা সম্পাদন করিতে সমর্থ হইতে পারেন না। এই কথাটা তোমরা প্রতিজনে বুঝিতে চেষ্টা করিও।

তোমরা মণ্ডলীর সহিত যোগাযোগ রাখিয়া যাইতে থাকিলে, অথচ কাজের সময়ে মণ্ডলী তোমাদের সহিত উপযুক্ত যোগাযোগ রাখিলেন না, এইরূপ যদি ঘটে, তবে বুঝিতে হইবে যে, মণ্ডলীর গঠন-তন্ত্রে কোথাও কোনও ত্রুটি রহিয়াছে অথবা কর্ম্মকর্ত্তাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রভুত্বই করিতেছেন, কর্ত্তব্য-পালন করিতেছেন না। এমতাবস্থায় সকলের মিলিয়া প্রেম, প্রীতি ও সদ্ভাবের মধ্য দিয়া মণ্ডলীর ত্রুটি সংশোধনের উপায় আবিষ্কার করা প্রয়োজন। তোমরা প্রতিজনে যদি মণ্ডলী-সচেতন হইয়া যাও, তাহা হইলে মণ্ডলীর নাম করিয়া কর্ত্তব্যে অবহেলা দীর্ঘকাল চলিতে পারিবে না।

আমি কোনও নির্দ্দিষ্ট এক সম্প্রদায় গড়িবার কামনা কখনও করি নাই কিন্তু নবদীক্ষিতদের সংখ্যা বাড়িবার ফলে একটা ভিন্ন শ্রেণীর গোষ্ঠীগত ভাব তোমাদের মধ্যে আপনা আপনিই আসিয়া গেল। তাহার ভাল দিকটুকুকে স্বীকৃতি দানের ফলে তোমাদের মণ্ডলীগুলি গড়িয়া উঠিল। এই মণ্ডলীগুলি তোমাদের মধ্যে ঐক্য, সংহতি, সংগঠন-ক্ষমতা, শান্তিপ্রিয়তা এবং জগদ্ব্যাপী শান্তি-প্রতিষ্ঠার কামনা জাগ্রত করিলেই ইহারা সার্থক।

ছোট-বড় সকলের মধ্যে ভেদাভেদ-ভাব-বর্জ্জিত সমত্ব-বোধ জাগাইতে পারিলেই তোমাদের মণ্ডলী অন্বর্থনামা হইল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৪)

হরি-ওঁ

কলিকাতা
১১ই আশ্বিন, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার প্রেরিত এক মনিঅর্ডারের কুপনে তোমাদের স্থানীয় সংবাদ অবগত হইলাম। তোমরা সাংস্কৃতিক সম্মেলন করিয়া তাহার মধ্য দিয়া জন-সমাজে আমাদের ভাব ও আদর্শ প্রচারে চেষ্টিত হইয়াছ। এই চেষ্টা প্রশংসনীয়।

কিন্তু একটা কথা সর্ব্বসময়ে মনে রাখিও যে, সাংস্কৃতিক সম্মেলনের নাম করিয়া বর্ত্তমান সময়ে দেশে নানা স্থানে যাহা হইতেছে, তাহার অধিকাংশই জাতীয় জীবনে বলসঞ্চারণায় বিপুলভাবে পরিপন্থী। অনেক স্থলে অন্তরের চটুল চপল ইতর প্রবৃত্তিকে খোঁচা মারিয়া জাগাইয়া তোলার ইহারা ইন্ধন। তোমরা যেন ইহাদের অনুসরণ করিও না।

সকল মানুষই গান শুনিতে ভালবাসে। কেহ কেহ গাহিতেও ভালবাসে। যদি প্রাণোন্মাদক সুরে কেহ গাহিয়া যায়, তাহা হইলে বক্তৃতার পরিবর্ত্তে পর পর কতকগুলি সঙ্গীতের সমাবেশেই আদর্শ প্রচারের কাজ অতি বিপুলভাবে চলিতে পারে। ভাবুক প্রেমিক গায়কদের কণ্ঠে সহজ ভাষায় রচিত গানও মর্ম্মস্পর্শী হয়।

তোমরা কোনও কারণেই তোমাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের শুচিতা নষ্ট হইতে দিও না। কোনও বড় মানুষের অনুরোধকেই এই ব্যাপারে রক্ষা করিয়া মানসিক দুর্ব্বলতার পরিচয় দিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৫)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১১ই আশ্বিন, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার মাতার মৃত্যুর পরে মাতৃদত্ত সমস্ত ধন তোমার নিকটে গোপন করিয়া তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তোমাকে পৃথক্ করিয়া দিয়াছে এবং ইহার ফলে তুমি সর্ব্বস্বান্ত হইয়া গিয়াছ জানিয়া ব্যথিত হইলাম। ভ্রাতা ভ্রাতার সহিত সরল ব্যবহার করিবে না, সততা রাখিবে না, ইহা ভাবিতেও অন্তর বিদীর্ণ হয়। ইহা ত ভারতবর্ষের আদর্শ নয়!

কিন্তু জানিও, নিজেকে নিজে না ঠকাইলে অন্যে তাহাকে ঠকাইতে পারে না। তুমি তোমার সত্যে সুস্থির থাক। তোমার সব আবার হইবে। ঝগড়া, কলহ, নিন্দা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে অপদস্থ করিবার চেষ্টায় জড়াইয়া নিজেকে ছোট করিয়া ফেলিও না। তুমি চরিত্রে, ত্যাগে, সহিষ্ণুতায় এবং ক্ষমায় জ্যেষ্ঠতর হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৬)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১২ই আশ্বিন, ১৩৬৫

পরমকল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তুমি তোমার গুরুদেবের পুত্রবধূ, নাতি, নাতনী প্রভৃতির খেজমত

লইয়া বড়ই বিভ্রাটে পড়িয়া গিয়াছ জানিয়া দুঃখিত হইলাম। গুরুদেবরা নিজ নিজ পুত্র-কন্যাদের ও পৌত্র-পৌত্রীদের ব্যাপারে নিত্য নূতন দায়িত্ব-ভার শিষ্যদের স্কন্ধে না চাপাইলে ভাল করিতেন। কিন্তু তুমি যখন সংসারী লোককে গুরু করিয়াছ, তখন তোমার এসব কর্ত্তব্য না দেখিলে চলিবে কেন? সুতরাং সাধ্যমত যাঁর জন্য যতটুকু পার, করিয়া যাও। শুদ্ধ চিত্তে যাঁর যেটুকু সেবা করিবে, সেইটুকু তোমার হিসাবে জমা হইয়া থাকিবে। সৎকার্য্য, সেবা ও ত্যাগ কখনও বিফলে যায় না।

অবশ্য সংসারী গুরুর শিষ্য না হইয়া যদি সংসারত্যাগী সাধুর শিষ্য হইতে, তাহা হইলেও এই সব নানা-জাতীয় দায়িত্ব-ভার তোমাদের স্কন্ধকে রেহাই দিত কিনা, তাহা অনুমান করিয়া বলা কঠিন। অনেক সর্ব্বত্যাগী সাধু-গুরুদের মঠের মালপোয়া দুধপোয়ার ঘৃত-আটা-দুধ-চিনি দরিদ্র সংসারী শিষ্যদিগকেই বহন করিতে হয়। কুম্ভমেলায় ত্যাগী গুরুদেবের আখড়া অন্যান্য খ্যাতিমান্ গুরুদেবদের শিবির অপেক্ষাও যাহাতে বেশী জমকালো ভাবে সাজান হয়, তাহার ব্যয়-ভার তোমাদের মত গৃহী সংসারী নরকের কীটদের উপরেই বাবা পড়ে। এইরূপ গুরু খুবই দুর্ল্লভ, যিনি নিজের আর্থিক উন্নতি, প্রতিপত্তি-বৃদ্ধি বা দলগত কৌলীন্য স্থাপনের প্রয়োজনে সংসারী, কপালের ঘাম পায়ে ফেলিয়া অন্নার্জ্জনকারী, দরিদ্রাতিদরিদ্র শিষ্যদের উপরে ফেলেন না বা ফেলিতে বাধ্য হন না। সুতরাং শিষ্য হইয়া তোমরা অন্তরে দ্রোহভাব না রাখিয়া যে যতটুকু সেবা দিতে পার, গুরুদেবের তুষ্টির উদ্দেশ্যে দিবে, ইহাই উপদেশ দিতে পারি। গুরুর প্রতি অশ্রদ্ধাবান্ হইয়া দ্রোহ বা বিরোধিতা কর, এমন উপদেশ কেমন করিয়া দিব?

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, DHANBAD

ধ্বতং প্রেম্না

আমি অবশ্য আমার শিষ্যদের দ্রোহকে সর্ব্বদা স্বাগত জানাইয়াছি। শিষ্যের দ্রোহ শিষ্যকে আত্মপরীক্ষার সুযোগ দেয়, গুরুকেও দেয়। এই হিসাবে দ্রোহ খারাপ জিনিষ আদৌ নহে।

কিন্তু দ্রোহ হইতে বিপত্তিও ঘটে। তোমরা কেহ সেই বিপত্তিতে না পড়, ইহাই আমি চাহি।

পুনরপি আমার প্রাণঢালা স্নেহ ও আশিস নিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৭)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১২ই আশ্বিন, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

পৌত্রের অন্নপ্রাশন-কার্য্য সমবেত উপাসনার দ্বারাই সম্পন্ন করিও। ইহা এক পবিত্র প্রবর্ত্তন, যাহাতে অন্তরে শুদ্ধা ভক্তির হয় বিকাশ এবং যোগদানকারী প্রত্যেকটী নারী-পুরুষের চিত্তে জাগে তৃপ্তি ও আত্মপ্রসাদ। পৌরোহিত্যের দাপটেই মানুষের সমাজ এবং সংস্কার দীর্ঘকাল ধরিয়া ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে। ব্রাহ্ম-সমাজ এই দাপট কমাইতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু গুরু মানিলেন না, গৈরিক মানিলেন না, ব্রহ্মচর্য্য মানিলেন না, প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি প্রীতি অপেক্ষা অধিকতর প্রীতি দেখাইলেন পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি। জনগণের মন সন্দিগ্ধ হইল। ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের প্রসারিত করযুগ হইতে পৌরোহিত্য-

বিবর্জ্জিত সাম্যময় প্রেমময় ধর্ম্মানুসরণ-পন্থা গ্রহণ করিতে করিতে হঠাৎ পরাঙ্মুখ হইয়া সকলে ফিরিয়া আসিলেন। ইহার পরেও শক্তিমানের বজ্রকণ্ঠে পৌরোহিত্য-তন্ত্রের নিগড় ভাঙ্গার ঘন গর্জ্জন এ জাতি শুনিতে পাইয়াছিল। কিন্তু পৌরোহিত্য-তন্ত্র নূতন করিয়া আসর জাঁকাইয়াই বসিল। ধ্বংসোন্মুখ জাতি নিদ্রোত্থিত হইয়া চোখ মুছিতে মুছিতে উঠিয়া দাঁড়াইতেছিল, কিন্তু আবার বসিয়া পড়িল। সর্ব্বজনীন দুর্গোৎসবাদির নামে একক পূজাকে সম্মিলিত পূজাতে রূপান্তরিত করিবার চেষ্টা হইল বটে কিন্তু সর্ব্বজন তাহার পূজক হইল না, হইল দর্শক,—পুরোহিত একটী তন্ত্রধার মাত্র লইয়া কার্য্যতঃ একাকী তাঁহার পূজা করিয়া যাইতে লাগিলেন। সকলের সংগৃহীত পূজোপচার ও নৈবেদ্য জগদীশ্বরের চরণে নিবেদন করিবার চাবিকাঠি আটক রহিল একটী মাত্র লোকের হাতে। তাঁহার নাম পুরোহিত। সমবেত উপাসনা পৌরোহিত্য-তন্ত্রের হস্ত হইতে তোমাদিগকে মুক্তি দিতে আসিয়াছে। লক্ষ লক্ষ ভক্তিমান নরনারী সশ্রদ্ধ চিত্তে এবং প্রাণভরা আনুগত্য লইয়া আজ ইহা স্বীকার করিতেছেন। তোমাদেরও স্বীকার না করিবার কোনও সঙ্গত হেতু নাই।

পুরোহিতদের প্রতি আমার কোন বিদ্বেষ নাই। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী পৌরোহিত্যের অবসানকামী আচার্য্যেরা পুরোহিতদিগের সম্বন্ধে যেই সকল রুক্ষবচন বলিয়াছেন, আমি কখনও তাহা বলি না। পুরোহিতগণের ঋণ আমি স্বীকার করি। পুরোহিত এবং কুলগুরুর দল ভারতবর্ষে না থাকিলে দেশে হিন্দু থাকিত না। ইঁহাদের অতীত সেবা বিস্মৃত হইলে অকৃতজ্ঞতা হইবে। কিন্তু আমি পুরোহিতগণের দুর্দ্দশা দর্শনে অত্যন্ত কাতর। দু' মুঠা উদরান্নের জন্য ইঁহারা অভিপ্রেত অনভিপ্রেত সর্ব্ব-

চরিত্রের লোকের বাড়ীতে যাইয়া তাহাদের হইয়া ভগবানের উদ্দেশ্যে মন্ত্রোচ্চারণ করেন। পরের প্রয়োজনে কত উপবাস ইঁহাদিগকে করিতে হয়। কিন্তু হায়! সবই করেন কয়েক কণা নীবার সংগ্রহের জন্য। গীতাপাঠ, চণ্ডীপাঠ সবই ইহারা পরের পুণ্যার্থে করেন। পরের জন্য পুণ্য অর্জ্জনেই ইহাদের যাবতীয় অধ্যবসায় এবং তাহার মূল উৎস দক্ষিণা লাভের প্রয়োজন। নিজেরা যাঁহারা পৌরোহিত্য দিয়া সংসার চালাইয়া উঠিতে পারেন না, তাঁহারা নিজ নিজ পুত্রকে ম্লেচ্ছের দাসত্ব করিতে বা জুতার দোকান খুলিতে প্ররোচনা দিতে কুণ্ঠিত হন না। সরলপ্রাণ নিরীহ লোকগুলি এইভাবে নিঃশেষ হইয়া যাইতেছেন। ইঁহাদের জন্য আমি অন্তরে সমবেদনা অনুভব করি। তিরস্কার এবং নিন্দা-বাক্য ইহাদের প্রাপ্য নহে। ইঁহাদের প্রাপ্য অনুকম্পা।

তুমি যদি মার্ক্সীয় সাম্যবাদের অনুসরণকারী হইয়া থাক, তাহা হইলে পুরোহিতদিগকে পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিবার সকলের চাইতে বড় নাটের গুরু বলিয়া গালি দিতে তোমার মনে কুণ্ঠা আসিবে না। কিন্তু গুরু এবং পুরোহিতরা সমাজ-মধ্যে কেবলই জলৌকা নহেন, তাঁহাদের নিজ নিজ যোগ্য স্থান সমাজ-মধ্যে রহিয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের উপস্থিতি যখন মানুষকে কলেজের-তুষ্ট ছেলেদের ন্যায় ধর্ম্মের ব্যাপারে প্রক্সী দিতে প্ররোচিত করে, তখন তাঁহাদের উপস্থিতি ও প্রভুত্ব অর্থহীন ও মারাত্মক। এই কারণেই পৌরোহিত্য-তন্ত্রের বিরুদ্ধে বারংবার প্রবল ঘোষণা শুনিতেছি।

আমরা পুরোহিতদের সহিত বিরোধে লিপ্ত হইতে চাহি না। যাঁহারা পুরোহিতের প্রয়োজন অনুভব করেন, তাঁহাদিগকে পুরোহিতের বিধান অনুযায়ী চলিতে আমরা বাধা দিব না। কিন্তু প্রচলিত পৌরোহিত্য-

তন্ত্রে যাঁহাদের বিশ্বাস নাই, তাঁহাদের জন্য অমৃতের পসরা-স্বরূপ সমবেত উপাসনা আমরা আনিয়া দিয়াছি। আমরা কাহারও প্রশংসা বা ধন্যবাদ পাইতে চাহি না। যুগের প্রয়োজনীয় জিনিষ যে আমরা দিতে পারিয়াছি, সেই আত্মপ্রসাদই আমাদের যথেষ্ট।

তোমার পত্রে একটি বিষয় পড়িয়া বড়ই ব্যথিত হইলাম। পরস্পরের সহিত সামাজিক-সম্পর্ক-বিরহিত একটি পুরুষ ও একটি নারীকে বাড়ীতে অবস্থান করিবার সুযোগ দিয়াছিলে। ইহারা তোমাদের প্রদত্ত আতিথ্য ও দাক্ষিণ্যের সুযোগ নিয়া নিজেদের মধ্যে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করে এবং তাহার ফলে ভ্রূণ-হত্যা করিয়া ইহারা চম্পট দিয়াছে। এই সংবাদ পাঠে কেবল ব্যথিত হইয়াছি বলিলে ভুল হইবে, মর্ম্মাহত হইয়াছি। সুজাত বা অপজাত কোনও শিশুকেই হত্যা করিবার অধিকার কাহারও নাই এবং জ্ঞাতসারে এমন পাপকার্য্য করিতে কাহাকেও সুযোগ দেওয়াও উচিত নহে। তোমারই গৃহে বসিয়া পাপিষ্ঠেরা এমন কাজ করিয়াছে বলিয়া তোমার গৃহ সত্যই অপবিত্র হইয়াছে। গৃহে উদয়াস্ত হরি-ওঁ কীর্ত্তন দাও এবং বাড়ীর চতুষ্পার্শ্বে পরিক্রমণ করিয়া হরি-ওঁ কীর্ত্তন কর। ইহাতে তোমার গৃহ শুদ্ধ হইবে। পুরোহিত ডাকিয়া যাগ-যজ্ঞ করিতে হইবে না। নাম-কীর্ত্তনের চেয়ে বড় যজ্ঞ কলিকালে কিছু নাই, ইহা প্রায় সর্ব্বসুধীসম্মত কথা।

নিঃসম্পর্কিত পুরুষ-নারী একত্র বাস করিতে আসিলে তাহাদিগকে আশ্রয় দিবার সময়ে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করা উচিত। তাহাদের মধ্যে গুপ্ত ঘনিষ্ঠতা হেতু কোনও অপসম্ভাবনা ঘটিলে ভাবী শিশুকে বাঁচাইবার ও সমাজে সম্মানিত স্থান দিবার জন্য ইহাদের মধ্যে বলপূর্ব্বক বিবাহ-বন্ধন সৃষ্টি করিয়া দেওয়া সঙ্গত। মানুষের অনাচার এমন একটা

প্রাচীন-সভ্যতা-গর্ব্বী মহান্ দেশকে কলঙ্কিত করিবে, ইহা হইতে পারে না। সমাজ এবং সমাজের মানুষ এই ব্যাপারে কঠোর-কর্ত্তব্য-পরায়ণ না হইলে কুশল নাই তোমরা যে গোড়ার দিকে কঠোর হইতে পার নাই, ইহা তোমাদের এক অমার্জ্জনীয় ত্রুটি হইয়াছে।

পুরুষ নারীর সহিত মিলিত হইবে, ইহার মধ্যে অস্বাভাবিকতা কিছু নাই। যাহাদের মিলন প্রয়োজন, এমন পুরুষ অভিলষিতা নারীকে, এমন নারী অভিলষিত পুরুষকে খুঁজিয়া বাহির করিবেই। কিন্তু তাহাদের মিলন যেন তাহাদের শিশুকে ভ্রূণে বা অকালে নিহত না করে। তাহাদের মধ্যে বিবাহ-বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। এই বন্ধন না থাকিলে উড়ন্ত পাখীর মত যে যার পথে চলিয়া যাইবে, মৃত বা মৃতপ্রায় শিশুটা সমাজের কলঙ্ক ঘোষণা করিয়া আস্তাকুঁড়েতে পড়িয়া থাকিবে। ইহা সহনীয় দৃশ্য নহে।

দিন কতক আগে কাটিহারের অনাথাশ্রমের প্রধান পরিচালক আমার কাছে দীক্ষা নিলেন। তাঁহার একান্ত অনুরোধে কয়েক সপ্তাহ আগেই আমি ও সাধনা অনাথাশ্রমটী দেখিয়া আসিয়াছিলাম। যে দুর্ভাগ্য শিশুগুলির মাতাপিতা তাহাদিগকে স্বীকার করে না, তাহাদের পক্ষে এরূপ আশ্রয় নিশ্চয়ই প্রয়োজন। কিন্তু ইহার অন্য একটা দিকও আছে। দুষ্টপ্রকৃতির নারী ও পুরুষেরা নিজ-নিজ ইন্দ্রিয়-পরিতর্পণের দুরন্ত কুফলটুকু নিজেরা না ভুগিয়া এই সকল অনাথাশ্রমের ঘাড়ে ফেলিয়া যাইতে চেষ্টা করে। ইহা দ্বারা প্রকারান্তরে অসামাজিক দুর্নীতির প্রশ্রয়ও দেওয়া হয়।

এই সকল বিষয় লইয়া তোমরা গভীর ভাবে চিন্তা করিতে শিক্ষা

কর। এই আকস্মিক দুর্ঘটনাটী তোমাদের সকলকে এই বিষয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করিতে বাধ্য করুক। তোমরা প্রতীকারের প্রকৃত উপায় নির্দ্ধারণের পূর্ব্বে সন্তুষ্ট হইয়া চুপ মারিও না।

অন্ন-সমস্যা আর বিবাহ-সমস্যা, এই দুইটি সমস্যা বর্ত্তমানে বুদ্ধি-বিভ্রান্তি-কারিণী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জাতিকে এই দুই সমস্যার সমাধান-পথ দেখাইতে হইবে। বিবাহকে সহজতর করিয়া দিতে হইবে। শ্রম করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিমাত্রের মুখে অন্নগ্রাস তুলিয়া ধরিতে হইবে। এই জন্য সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক আন্দোলনও আবশ্যক। তোমরা উভয় দিকে নজর দিয়া চলিও। মানুষ দুঃখে পড়িয়া পাপ করে, পাপ করিয়া দুঃখ পায়। উভয়েরই মূল অজ্ঞানতা। এই অজ্ঞানতা তাহাদের দূর করিতে হইবে। সমগ্র মানব-জাতির প্রতি অপার্থিব প্রেম না জন্মিলে, কাহাকেও সত্য সত্য জ্ঞান দিতে পারিবে না। তাই চতুর্দ্দিকের সহস্র অবাস্তব অবস্থার দৌরাত্ম্য সত্ত্বেও প্রেমের শক্তির উপরেই রাখ নির্ভর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৮)

কলিকাতা

হরি-ওঁ

১২ই আশ্বিন, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু:—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার এই বৃদ্ধবয়সে পত্নী-বিয়োগ যে কি পরিমাণ শোকের কারণ

৪

হইয়াছে, তাহা আমি অনুমানে অনুভব করিতে পারি। একটা লোকের সঙ্গে দুই ঘণ্টা একত্র বাস করিলে তাহার জন্য একটা মায়া হইয়া যায়। আর, এই মহীয়সী মহিলা অপার স্বামিভক্তি সহকারে বিগত পঞ্চাশটী বৎসর ধরিয়া তোমার সেবা করিয়াছেন। তাঁহার বিরহ সহ্য করা সুকঠিন। কবিরা পত্নী-বিরহে কত কাব্য লিখিয়াছেন। আধুনিক যুগে রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল অনেক উৎকৃষ্ট বিরহ-কবিতায় অতীতের সুমধুর স্মৃতি-কথা লিখিয়া রাখিয়া অক্ষয় যশের অধিকারী হইয়াছেন। তুমি কবি নহ, শব্দের ঝঙ্কারে মনের ভাবকে ফুটাইয়া তুলিয়া অপরের চিত্ত-চমৎকারিণী ও হৃদয়দ্রাবিণী কবিতা তুমি লিখিতে পার না। কিন্তু তাই বলিয়া তোমার এক একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পৃথিবীর কোনও শ্রেষ্ঠ কবির কাব্যগাথা হইতে কম বেদনা বহন করিয়া নির্গত হয় না। অন্তর-মথিত-করা বেদনা তোমাকে মুহুর্মুহু আকুল করিয়া তুলিতেছে। আমি দূর হইতে এই দৃশ্য সুস্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। তুমি পূর্ব্ববঙ্গের একটী সহরে বসিয়া ব্যথায় কাঁদিতেছ বলিয়া আমি কলিকাতা হইতে তাহা অনুভব করিতেছি না, তাহা নহে। কিন্তু বাবা, এ কান্না তুমি না কাঁদিলেও পার। তোমার প্রেমময়ী সহধর্ম্মিণী আমার অতি প্রিয় সন্তান, তিনি এখন ছোট্ট শিশুটীর মত আমার বক্ষোলগ্ন হইয়া আমার কোলে বিশ্রাম করিতেছেন। তিনি শান্তিতে আছেন। তিনি জগতের সকল দুঃখ-দ্বন্দ্বের অতীত পরম-সুখধামে নিশ্চিন্তে কালযাপন করিতেছেন। তাঁহার জন্য তুমি কাঁদিও না বাবা। একদিন তুমিও আমার কোলে আসিবে। কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত কোটি জীবকুলকে আমি আমার এই অভয় ক্রোড়েই আশ্রয় দিয়া রাখিয়াছি। আমাকে বিশ্বাস কর।

তোমার পুত্র শ্রীমান—তোমার পুত্রবধূসহ গত রবিবার দীক্ষা লইয়া গেল। এই মাত্র কিছুদিন হইল মাতৃশ্রাদ্ধ গিয়াছে, এক বৎসর ত' পার হয়ই নাই, গয়াতে পিণ্ড দেওয়াও হয় নাই, এই অবস্থায় তাহারা দীক্ষা নিতে পারে কিনা, তাহা তাহারা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। অবশ্য জিজ্ঞাসার পূর্ব্বে তাহারা দীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিল। আমি তাহাদিগকে দীক্ষা দিয়া দিয়াছি। জীবনের পরম পাথেয় সংগ্রহে সমাজ-প্রচলিত পাঁচটা কাজের মত দীক্ষাতেও বাধা ও সংস্কারকে মানিবার প্রয়োজন কিছু নাই। আমার দীক্ষা পারমহংস্য ব্রাহ্মী দীক্ষা। ইহাতে মাতৃদশা বা পিতৃদশায় বাধা হয় না। জাতকাশৌচে বা মৃতাশৌচেও এই দীক্ষায় বাধা নাই। তবে জাতকাশৌচে প্রসূতির দীক্ষা হইতে পারে না। মৃতাশৌচে শ্রাদ্ধাধিকারীদের দীক্ষা শ্রাদ্ধকার্য্য সুসম্পন্ন হইবার আগে হইতে পারে না। মাতৃবিয়োগে তোমার পুত্র এবং পুত্রবধূ উভয়েই শোকার্ত্ত। এই অবস্থাতে দীক্ষা পাইয়া তাহাদের মনের ভার অনেক লঘু হইল। দীক্ষার পরক্ষণে তাহাদের চেহারাতেই অনেক পার্থক্য লক্ষ্য করা গেল। দীক্ষা কেবলই একটা মন্ত্রদান বা মন্ত্রগ্রহণ নহে। ইহা নবজীবন দান এবং নবজন্ম লাভ। তোমার পুত্রের পক্ষে সেকথা সত্য হইয়াছে। আমি আশা করিতেছি যে তাহার পরবর্ত্তী আচার-ব্যবহারে তুমি নিজেই তাহার প্রমাণ পাইবে।

তোমার বাড়ী-ঘর সব হস্তচ্যুত হইয়া গিয়াছে এবং যাহা কিছু নগদ অর্থ আসিয়াছিল, তাহাও তস্করে অপহরণ করিয়াছে শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। শোকার্ত্ত মন স্বল্প কারণে ব্যথা পায়। তোমার ব্যথার কারণ খুব স্বল্প নহে। তবু তুমি আমাতে নির্ভর কর। আমি প্রত্যক্ষ সত্য জানিয়া তোমাকে বলিতেছি যে, ভগবান্ মঙ্গলময়, সর্ব্বাবস্থায়

তিনি তোমার মঙ্গলই করিবেন। মন হইতে সকল দুঃখ-দুশ্চিন্তা দূর করিয়া দাও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১৯)

হরি-ওঁ

কলিকাতা
১৩ই আশ্বিন, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু :—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমরা তোমাদের অঞ্চলে একটী অনুষ্ঠান করিতে চাহ শুনিয়া সুখী হইলাম। আশীর্ব্বাদ করি, তোমাদের সদনুষ্ঠান সফলতায় মণ্ডিত হউক। সংকাজ করিতে মনের মধ্যে ভয়-ভীতি, দ্বিধা-কুণ্ঠা কিছুই রাখিবে না। আর, জিদ করিবে যে, এমন ভাবে কাজ করিতে হইবে, এমন অঘটন ঘটাইতে হইবে, যাহা অতীতে কেহ কল্পনাও করিতে পারে নাই এবং যাহার নির্ম্মল যশঃপ্রভাকে অতিক্রম করিবার সাধ্য অদূর ভবিষ্যতে কাহারও হইবে না।

কিন্তু এমন ভাবে কাজ করিতে হইলে চাই দীর্ঘকালব্যাপী ধারাবাহিক সংগঠন ও প্রস্তুতি। "ওঠ্ ছুঁড়ী তোর বিয়ে"—বাইনাচ সম্পর্কে খাটে কিনা জানি না, কিন্তু কোনও বৃহৎ বা মহৎ লক্ষ্য-সম্পন্ন বিরাট কাজে ইহা কখনই খাটে না। তোমরা প্রস্তুতির কার্য্যে শত শত জনে অকপটে লাগিয়া যাও, প্রেম-সহকারে লাগ। প্রেম না থাকিলে কাজে ফাঁকি থাকিয়া যাইবে, বাহাড়ম্বর প্রবল হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২০)

হরি-ওঁ

কলিকাতা
১৩ই আশ্বিন, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

গুরুদেবের সেবা করিতে হইলেই একেবারে আশ্রমে চলিয়া আসিতে হইবে এবং আশ্রমে সস্ত্রীকই বাস করিতে হইবে, ইহার কি অর্থ হইতে পারে? জগৎ জুড়িয়া সহস্র সহস্র স্থানে আমার কাজ পড়িয়া আছে। তার যে-কোনও একটাকে গুরুদেবের সেবা জ্ঞান করিয়া সবলে আঁকড়াইয়া ধর। অযাচকের আশ্রমে আশ্রমীরা যে বিগত বত্রিশটী বৎসর ধরিয়া নির্ম্মম নিষ্ঠুর এই প্রতিযোগিতায় পৃথিবীতে কঠোর কায়িক শ্রমে নিজেদের অন্ন নিজেরা অর্জ্জন করিয়া জনসেবা বা গুরুসেবা করিয়া যাইতেছেন, জন-সাধারণের কাছ হইতে চাঁদা তুলিয়া ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া যে এই সকল মানব-সেবী কর্ম্মীদের দগ্ধ জঠরের অন্নকণা আসিতেছে না, এই মস্তবড় সত্যটা তুমি যে একেবারেই ভুলিয়া গেলে!

এখন তোমার গুরুসেবা বা জীবসেবা যে-কোনও সেবা উপলক্ষ্য করিয়া আশ্রমে আসিবার দরকার নাই। তোমার গৃহকোণে কত জন একটু সেবার একটু স্নেহের কাঙ্গাল হইয়া তোমার মুখপানে তাকাইতেছে, তোমার ঘরের দুয়ারে কত অনাথ কত আতুর তোমার গুরু হইয়া তোমার সেবা দাবী করিতেছে, হে আমার প্রিয় শিষ্য, তাহাদের সহিত

আমি যে অভিন্ন, ইহা উপলব্ধি করিতে শিক্ষা কর। সত্য, প্রেম ও সেবা তোমার গৃহদ্বারেই আগে করায়ত্ত হউক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২১)

হরি-ওঁ

কলিকাতা
১৩ই আশ্বিন, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্রে তোমার আশ্রম-বাসের সঙ্কল্পের কথা জানিলাম। কিন্তু বাবা, তাহা অনুমোদন করিতে পারিলাম না। তোমার অভাবী পিতা, স্নেহান্ধ মাতা গৃহে বসিয়া কাঁদিবেন। তুমি আসিয়া আশ্রম-বাস করিবে। ইহা কি কোন কাজের কথা হইল? অথবা তোমরা কি মনে করিয়া থাক যে আশ্রমে আসিলে শ্রম থাকিবে না, দায়িত্ব থাকিবে না? সকালে উঠিয়া ফুল তোলা, তিন বেলা বসিয়া ধ্যান করা আর বাকী সময় মালপোয়া ভোজনের আয়োজনে কাটিবে? ইহা অযাচকের আশ্রম। প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে নিজের অন্ন নিজে অর্জ্জন করিয়া নিতে হয়। একটি প্রাণীকেও সমাজের গলগ্রহ হইতে দেওয়া হয় না। ভারতবর্ষ চুয়ান্ন লক্ষ সন্ন্যাসীকে পালন করিতেছেন। ইহাদের মধ্যে দু'পাঁচজন ছাড়া সকলেই অন্নের জন্য সমাজের মুখাপেক্ষী। আমাদের আশ্রমে ত' তাহা হইবার উপায় নাই।

আশ্রমে আসিয়া তিন দিন মধ্যেই অনুভব করিবে যে গৃহস্থের ঘরের

ছেলেমেয়েরা আশ্রমের তুলনায় নিজ গৃহে নিতান্ত লঘু শ্রমই করিয়া থাকে। কঠোর পরিশ্রমের চাপে পড়িয়া প্রাণ তোমার ত্রাহি ত্রাহি করিবে। তখন আশ্রমের উপর অযথা দোষারোপ করিয়া বাড়ী ফিরিতে ইচ্ছা হইবে।

সুতরাং পিতামাতার সেবাই সর্ব্বপ্রযত্নে কর অথবা তাঁহাদিগকে সেবা করিবার যোগ্যতা প্রাণপণে অর্জ্জন কর। পিতৃমাতৃভক্তি জীবনের একটা মহৎ সম্বল। পিতামাতা ও সন্তানের মধ্যে যে স্নেহ-ভক্তির আদান-প্রদান, তাহা জীবনের পরম এক শিক্ষা। দেশকে, দেশের মানুষকে, বিশ্ববাসীকে যে লোকে ভালবাসিতে শিখে, তাহার প্রথম অনুশীলন এইখানে। কেবল মানব-দেহটুকুর জন্যই তুমি পিতামাতার নিকটে ঋণী নহ, তোমার অন্তরের অধিকাংশ সুকুমার বৃত্তির বিকাশের জন্য তুমি তাঁহাদের কাছে চিরঋণী। তাই তাঁহাদের প্রতি কর্ত্তব্যকে উপেক্ষা করিয়া তোমরা আশ্রম-বাস করিতে আস, ইহা আমার কামনীয় নহে। অবশ্য যে কৃচ্ছ্র ও কঠোর শ্রমের মধ্য দিয়া তিলে তিলে আমি আশ্রম গড়িয়া তুলিতেছি, তাহাতে যোগ্য সহকর্ম্মীরা দলে দলে আসিয়া আমার দক্ষিণে বামে দাঁড়াইলে আমি সুখী হইতাম না, তাহা নহে। কিন্তু পিতামাতার প্রতি অকৃতজ্ঞতা ও মিথ্যা ব্যবহার যাহাদের মজ্জাগত, তাহাদের গুরুর প্রতি, আদর্শের প্রতি, জনগণের সেবার প্রতি একনিষ্ঠা কদাচিৎই হইয়া থাকে।

বলিবে, তুমি সংসারের হীন পরিবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে চাও, ঈশ্বর-সাধন করিয়া নিত্যানন্দ লাভ করিতে চাও, অমৃত লাভ করিয়া নিজেকে অমৃত করিতে চাও। এ প্রস্তাব সাধু। কিন্তু আমি যে অমৃত বিলাইতে চাহি সন্ন্যাসীর ভজন-কুটীরে আর সংসারীর দাম্পত্য

নিলয়ে একেবারে সমান শক্তিতে সমান-ভাবে। যুগের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। আজ আর কোনও ব্যক্তি একা নিজের জন্য অর্জ্জন করিতে পারিবে না। তাহার অর্জ্জন সকলের জন্য হইবে। গৃহী বা সংসারী সকলের আজ সকলের জন্য তপস্যা করিতে হইবে। তুমি তোমার একার মুক্তির জন্য তপস্যা করিতে এতকাল সমাজের গলগ্রহ হইয়া রহিয়াছ কিন্তু এখন প্রতিজনে সকলের মুক্তির জন্য তপস্যা করিবে এবং কেহই নিজ অন্নমুষ্টির জন্য সমাজের উপরে ভারস্বরূপ থাকিবে না। ভগবানকে এখন তপস্যাকুঞ্জে আর যুদ্ধক্ষেত্রে সমান ভাবে পাইতে হইবে। তিনি এখানে আছেন আর ওখানে নাই, এই কুসংস্কারকে এখন দূর করিয়া দিতে হইবে। যে-কোনও সততাপূর্ণ জীবিকার পথ অনুসরণ করিতে করিতে ভগবানকে লাভের প্রয়াস চালাইয়া যাইতে হইবে। নিজের চঞ্চল মনকে শান্ত করিবার জন্য মাঝে মাঝে স্থান-পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইলেও চঞ্চল মনকে বশ করিবার জন্য যার যার স্বাভাবিক স্থিতি-স্থান ও জন্মলব্ধ পরিবেশ একেবারে ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে না। ভগবৎ-সাধনাকে এই যুগ অতি সহজ সরল স্বাভাবিক ভাবে জীবনের উপরে প্রতিষ্ঠা করিতে চাহে। পৌরাণিক যুগের তপস্যার ধারণাকে আজ বহুধা সংশোধন করিতে হইবে। ষষ্টিসহস্র বৎসর বল্মীক-স্তূপের নীচে বাস, অভ্রভেদী জটাজূট ধারণ, ঊর্দ্ধবাহু হইয়া পঞ্চতপা সাধন—এই সকল কেবল লোকপ্রশংসা পাইবার জন্যই আধুনিক যুগে অত্যাবশ্যক, নতুবা শাদা ধুতি-চাদরে, স্বাভাবিক খাদ্য-পানীয়ে, প্রচলিত জীবিকার অনুসরণেও একাগ্র সাধক আজ ঘরে বসিয়া ভগবানকে পাইতে পারেন। অতি-তপস্যার অন্ধ দাপটের প্রতি লোকশ্রদ্ধার যুক্তিহীন বহর কত ভণ্ড তপস্বীর সৃষ্টি

করিতেছে, তাহা কি কখনও লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছ? এই সেই দিন ধানবাদ হইতে কলিকাতা আসিতে আসানসোল ষ্টেশানে শ্রীমান্ অঞ্জন এক বহুজন-পরিবেষ্টিত লোকপূজ্য সন্ন্যাসীকে দেখিয়া একেবারে হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল। তিনি সর্ব্বাঙ্গে পরিয়াছেন গরদের গেরুয়া, মুখে মাখিয়াছেন পাউডার-পমেড এবং মেক-আপের রং। বিচিত্র নহে কি? ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২২)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১৪ই আশ্বিন, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু:—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

রোগে পড়িয়া কেবলই হা-হুতাশ করিও না। যতটা পার, ঈশ্বর-চিন্তন কর। হা-হুতাশ করিলেও কোনও কোনও অবস্থায় মনে একটু সান্ত্বনার ভাব আসে। এজন্য একটু আধটু উহু-আহা করা আমি দোষণীয় বলিতেছি না। কিন্তু সর্ব্বক্ষণই মনটাকে ভগবানে লাগাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিবে। অন্য সময়ে ভগবানের কথা একান্ত আর্ত্তভাবে কমই স্মরণ কর। অসুখে পড়িলে এই আর্ত্তির ভাবটা অকপট ভাবে আসিয়া যায়। সুতরাং তোমার বর্ত্তমান অসুখকে তুমি ভগবৎ-সাধনের

সহায় করিয়া লও। পীড়া যদি আসিয়াই থাকে, তবে সে এইভাবেই সার্থক হউক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৩)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১৪ই আশ্বিন, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমরা প্রত্যেকেই প্রত্যাশা কর যে, প্রতিজনের কাছে সপ্তাহে আমি একখানা করিয়া পত্র লিখিব। কিন্তু একটা মানুষ সারাদিন খাটিয়া পত্র লিখিলেও দৈনিক কতগুলি পত্র লিখিতে পারে? আর, পত্র লেখা ছাড়াও ত তোমাদেরই প্রয়োজনে আমার অন্য শত কাজ আছে!

একজনের নিকট লিখিত পত্র হইতে শত জনে উপদেশ, প্রেরণা ও প্রেম সংগ্রহের চেষ্টা কর। কোনও ব্যক্তিকেই আমি একটা ব্যক্তি ভাবিয়া পত্র লিখি না। তাহার মধ্য দিয়া বিশ্বজনের কাছে আমি পৌঁছিবার চেষ্টা করি। তোমরা তোমাদের মন হইতে ব্যক্তিগত সঙ্কীর্ণতার বোধকে কেন ছাড়াইতে পারিতেছ না? যেই কথাটি আমি জগতের একটী লোককে কহিয়াছি, সেই কথাটি জগতের প্রায় প্রতি জনকেই বলা হইয়াছে। তোমরা কেন নিজ নিজ অবস্থার উপযোগী ভাবে তাহা গ্রহণ করিতে চেষ্টা কর না?

তোমার পত্রে একটী বিশেষ দোষ লক্ষ্য করিলাম। তুমি লিখিয়াছ, বহুকাল পূর্ব্বে তুমি আগরতলার নিকটবর্ত্তী মধুপুর আশ্রমে নাকি কতক দিন বাস করিয়াছিলে। তখন যিনি আশ্রমে তোমার সহকর্ম্মী ছিলেন, তাঁহার তৎকালীন কতকগুলি ত্রুটির কথা উল্লেখ করিয়াই তুমি তোমার পত্রের চৌদ্দ আনা অংশ পূর্ণ করিয়াছ। যদি ভাগ্যক্রমে আশ্রমে তুমি কখনও বাস করিয়া থাক, তবে তাহা ত নিতান্তই সাময়িক। তোমার পক্ষে আশ্রমীয় জীবন যাপনের কোনও কল্পনা ছিল না, অবস্থার ফেরে পড়িয়া আশ্রমবাস করিতে গিয়াছিলে। নিজের প্রয়োজন মিটিয়া যাইবার পরে আশ্রম ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছ এবং দুনিয়া চষিয়া বেড়াইতেছ। তোমার ন্যায় যাহারা দু-দিনের জন্য আশ্রমে বাস করে নাই, চিরকালই আশ্রমটাতে পড়িয়া থাকিবে বলিয়া সঙ্কল্প করিয়া বসিয়া আছে, তাহাদের দোষ-ত্রুটী আমার নিকটে এত বিলম্বে বলিবার কি সার্থকতা থাকিতে পারে? আশ্রমে বাস-কালে নির্দ্দিষ্ট ব্রহ্মচারীকে তাহার দোষগুলি সংশোধন করিতে বল নাই কেন? তখন আমাকেই বা কিছু জানাও নাই কেন? এখন তুমি পাঁচ বছর না দশ বছর পরে লিখিতেছ, অমুক কর্ম্মীর অমুক দোষ ছিল।

কাহারও সহিত জীবনে দুই চারি দিন একত্র অবস্থানের সুযোগ ঘটিলে পরস্পর পরস্পরের দোষ-ত্রুটি সংশোধনের চেষ্টা করিয়া নিজেদের সংসর্গকে সৎসংসর্গে পরিণত করিবার চেষ্টা করিবে, ইহাই সঙ্গত রীতি। একের সহিত অপরে ছাড়াছাড়ি হইয়া যাইবার বহু বৎসর পরে সেই সকল দোষ-ত্রুটির আলোচনায় সংশোধনের উপায় ত কিছু হয় না! তবে কেন এই ব্যর্থ শ্রম করিয়াছ?

দোষ-ত্রুটি-যুক্ত মানুষের ভিতরেও অনেক মহৎ গুণ থাকে।

প্রেমের আঁখিতে তাকাইলে সেই গুণ চ'খে পড়ে। তোমরা যাহারা দুই চারি সপ্তাহের জন্য কোনও আশ্রমে গিয়া কর্ম্মী হইয়া বাস করিয়াছ, তাহারা এত ক্ষুদ্র প্রয়োজনের তাগিদে আশ্রমে গিয়াছিলে যে, দীর্ঘকাল আশ্রমে বাস সম্ভব জ্ঞান কর নাই। সেই সময়ে যদি প্রেম লইয়া আশ্রমে বিরাজ করিতে, তাহা হইলে তোমাদের দোষদর্শিনী দৃষ্টি গুণদর্শিকা হইত। ইহাতে তোমরা বিশেষ লাভবান্ হইতে।

এখন যেই পরিবেশে গিয়া পড়িয়াছ, সেখানেও বাবা মানুষকে প্রেমের চখেই দেখিও, দোষের চখে নহে। দোষ দেখিবে নিজের, গুণ দেখিবে পরের, তাহা হইলেই সহজে তুমি নিজেকে সুন্দর করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৪)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১৪ই আশ্বিন, ১৩৬৫

পরমকল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

এই সঙ্গে তোমার এক ভূতপূর্ব্ব সহকর্ম্মীর এক পত্র পাঠাইলাম। এই সহকর্ম্মীটা কাহার অনুমতি লইয়া আশ্রমে গিয়াছিল, বুঝিলাম না। আমি অনুমতি দিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। ইহার লিখিত পত্রখানা পাঠ করিলেই দেখিতে পাইবে যে, তোমার কতকগুলি ত্রুটির বিষয় এই পত্রে উল্লেখ করা আছে। ত্রুটি অমনোযোগিতা, কর্ত্তব্য কার্য্যে

অবহেলা, অকারণে আশ্রম ত্যাগ করিয়া বাহিরের লোকদের বাড়ীতে গল্প-স্বল্প করিবার জন্য আড্ডা জমান। একজন আশ্রমবাসীর পক্ষে এই দোষগুলি উপেক্ষণীয় নহে। এই দোষগুলি যদি তোমার থাকিয়া থাকে, তবে তাহা সংশোধন করিয়া চলিতে চেষ্টা করিও।

তোমরা আলস্য দূর কর। লোকের সঙ্গে গল্প করিয়া সময় নষ্ট করিবার অভ্যাস ত্যাগ কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৫)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১৪ই আশ্বিন, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তুমি রৌপ্য-নির্ম্মিত ওঙ্কার-বিগ্রহ তৈরী করাইয়াছ এবং বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার তারিখ জানিতে চাহিয়াছ। তারিখ সম্পর্কে বক্তব্য এই যে, যে-কোনও মঙ্গলবার সমবেত উপাসনা করিয়া বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা করিবে। পূর্ব্ববর্ত্তিগণের সংস্কার যাহাই থাকুক, আমার মতে প্রতিদিনই শুভদিন, প্রতিবারই শুভবার, প্রতি তিথিই শুভ তিথি। সব দিন, সব বার, সব তিথিকেই ভগবান পুণ্যময় করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। তথাপি যখন একটা বারের প্রতি পক্ষপাত করিতে চাহ, তখন মঙ্গলবারের প্রতিই করিও।

আমার মতে পূর্ণিমা তিথিই শ্রেষ্ঠ তিথি। যদি তিথি অনুসারে

বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিতে চাহ, তবে বারের দিকে না তাকাইয়া পূর্ণিমা তিথিতেই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিও। তবে, ইহা লইয়া বেশী পাঁজি ঘাটাঘাটি করিও না। পঞ্জিকার খুঁটিনাটিকে বেশী ঘাটাঘাটি করিবার অভ্যাস ঈশ্বর-বিশ্বাসকে দুর্ব্বল করিয়া দেয়।

পরমেশ্বরই জগতের বৃহত্তম সত্য। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার জন্য যে কাজ করিবে, তাহাতে হাঁচি-টিকটিকি, তিথি-নক্ষত্র প্রভৃতি ক্ষুদ্র-বৃহৎ কোনটাকেই প্রাধান্য দেওয়ার প্রয়োজন নাই। সর্ব্বাবস্থায় তিনিই প্রধান, ইহা মনে রাখিতে হইবে। তাঁহাকে তুষ্ট করিয়া চলিলে মঘা, অশ্লেষা, বারবেলা কিছুতেই আটকাইবে না। এই বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া থাক।

রৌপ্য-নির্ম্মিত বিগ্রহ তৈরী করাইয়াছ, ইহাতে সুখী হইলাম। ওঙ্কার-বিগ্রহ শুভ্রবর্ণই হওয়া উচিত। কারণ, ওঙ্কার যেমন সর্ব্বমন্ত্রের সমষ্টি, শুভ্র বর্ণ তেমন সর্ব্ববর্ণের সমষ্টি। বিগ্রহ সস্তা করিবার জন্য আমরা প্রথম সময়ে ইহা জার্ম্মাণ সিলভার দ্বারা তৈরী করাইয়াছি। চাবুয়া, তিনসুকিয়া প্রভৃতি স্থানে শ্বেত-পাথরের বিগ্রহ তৈরী করান হইয়াছে। শ্বেত পাথরের বিগ্রহ জার্ম্মাণ সিলভারের বিগ্রহ অপেক্ষা দেখিতে অনেক সুন্দর। চাবুয়ার বিগ্রহটি দেখিলে অন্তরে কেমন একটা বাৎসল্য ভাব আসিয়া যায়। এখন অনেক স্থানেই রৌপ্য-নির্ম্মিত বিগ্রহ তৈরী হইতেছে। কিন্তু যেখানেই বেশ কিছু পয়সা খরচ করিয়া বিগ্রহ তৈরী হয়, সেখানেই উপাসনান্তে রাত্রিকালে তস্করের ভয়ে পাহারা রাখিতে হয়। টাটানগরে কল্যাণীয়া লক্ষ্মীমণি অনেক খরচ করিয়া একটি রূপার বিগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু ৬ আষাঢ় হইতে ৮ আষাঢ় অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত এই বিগ্রহ পাহারা দিবার জন্য লোক রাখিতে হইয়াছে।

সুতরাং রৌপ্য-নির্ম্মিত বিগ্রহ অপেক্ষা মর্ম্মর-নির্ম্মিত বিগ্রহ অধিকতর বাঞ্ছনীয়। বিগ্রহ স্থাপন করিয়া তোমরা প্রেমেরই কর অনুশীলন, ভয় বা আতঙ্কের অনুশীলন করিয়া ত লাভ নাই। ইতি—

আশির্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৬)

কলিকাতা

হরি-ওঁ

১৪ই আশ্বিন, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু :—

স্নেহের বাবা,— আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র পাইলাম। জলপাইগুড়ি জেলায় এবার কল্পনাতীত পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। বন্যা, বৃষ্টি, অনিয়ম, অতিশ্রম, অনাহার ও অনিদ্রা ইত্যাদি মিলিয়া একটা কিম্ভূত-কিমাকার অবস্থা সৃষ্টি করিয়াছিল। তবে আত্মপ্রসাদ এই যে, কাজে আমরা ফাঁকি দেই নাই। যে কয়দিন শরীরটা আছে, এইভাবেই কাজ করিয়া যাইব, ফলাফল ঈশ্বরের হাতে।

প্রাক্-প্রচলিত কালীপূজা, দুর্গাপূজা প্রভৃতির কি ব্যাখ্যা হইতে পারে, তৎসম্পর্কে পত্রে লেখা সত্যই সুকঠিন। তুমি শারীর বিজ্ঞানের দিক দিয়া ব্যাখ্যা খুঁজিতে চাহিতেছ। হৃৎপিণ্ড হইতে যে বিশুদ্ধ রক্ত-স্রোত শিরা-উপশিরার মধ্য দিয়া হৃৎপিণ্ডের দশ দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে, তাহাকেই তুমি দশভূজা দুর্গা বলিয়া ভাবিতে চেষ্টা করিয়াছ। যেই দূষিত রক্তস্রোত ধমনী বাহিয়া দশ দিক হইতে একমুখী হইয়া

হৃৎপিণ্ডের দিকে প্রধাবিত হইতেছে, তাহাকে তুমি কালী বলিয়া অনুভব করিবার চেষ্টা পাইতেছ। ব্যাখ্যার দিক দিয়া ইহাতে বেশ একটা নূতনত্ব আছে। একই মহাশক্তি দশ দিকে বলধারা প্রবাহিত করিয়া করিতেছেন জীবন-সঞ্জীবন, আবার সেই মহাশক্তি দশ দিক হইতে যাবতীয় কালিমা আহরণ করিয়া হৃৎপিণ্ডে হইতেছেন আত্মস্থ। ইহাই হইতেছে তোমার দুর্গাপূজা ও কালীপূজা। দেহকে ব্রহ্মাণ্ড ভাবিয়া ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপিনীকে এইভাবে কল্পনা করার মধ্যে যথেষ্ট চমৎ-কারিত্ব রহিয়াছে। তোমার ব্যাখ্যাটি আমি পছন্দ করিলাম।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিতে গেলে কালীপূজা এবং দুর্গাপূজা এক সময়ের নহে, এমন কি এক জাতেরও নহে। লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক, গণেশ আর দুর্গা এই পাঁচজনের পূজাও এক সময়ের নহে কিম্বা এক জাতিরও নহে। খুব সম্ভবতঃ আদিম ধর্ম্মানুশীলন-কারীদের পেচক, মরাল, ময়ূর, মূষিক এবং সিংহ-পূজা হইতে ক্রমশঃ বিভিন্ন প্রাণীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে ইহাদের পৃথক পৃথক পূজা প্রচলিত হয়। এ পূজা পৃথক পৃথক দেশে পৃথক পৃথক কালে পৃথক পৃথক জাতির মধ্যে প্রতিষ্ঠা পায়। পরবর্ত্তী কোনও যুগসন্ধিক্ষণে আর্য্যজাতির সর্ব্বাত্মক ব্রহ্মবাদ এই সকল দেবদেবীর অর্চ্চনাকারীদের মধ্যে সংক্রামিত হয়। আর ঠিক তন্মুহূর্ত্তেই নবমহাভারতের হয় রচনা। ইহার পরে বিভিন্ন সম্প্রদায় নিজ নিজ আরাধিত দেবতার বিভিন্ন প্রকারের দার্শনিক ব্যাখ্যা প্রণয়ণের চেষ্টা করেন।

এই সকল দেবতার পূজায় বিরোধ করিবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু তুমি পূজা করিতেছ সর্ব্বদেবদেবের, যেই দেবতার ভিতর সর্ব্বদেব বিরাজিত, প্রতি দেবতার ভিতর যেই সর্ব্ব-দেবদেব বিরাজিত, যাঁহাকে

বেদাদি শাস্ত্র বলিয়াছেন বিশ্বদেব, উপনিষদাদি বলিয়াছেন ব্রহ্ম। তোমার সহিত কাহারও বিরোধ নাই। কাহারও প্রতি তোমার বিরোধ হওয়াও উচিত নহে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২৭)

কলিকাতা
১৪ই আশ্বিন, ১৩৬৫

হরি-ওঁ

পরমকল্যাণভাজনেষু:—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্র পাইলাম। তুমি লিখিয়াছ, তোমার স্বর্গীয় পিতামাতা প্রভৃতি পিতৃপুরুষগণের গয়াধামে শ্রাদ্ধাদি করা সত্ত্বেও এতদ্দেশীয় পণ্ডিত-মণ্ডলীর ব্যবস্থানুযায়ী অদ্যাবধি পিতামাতার পিণ্ডাদি সহ প্রতি বৎসর শ্রাদ্ধ এবং পিতৃপক্ষে তর্পণাদি করতঃ মহালয়া পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করিতেছ। কিন্তু তুমি আমার নিকটে অখণ্ড-দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছ, এখন তোমার কর্ত্তব্য কি ?

বৎসর বৎসর পিণ্ডাদি প্রদান করিয়া শ্রাদ্ধ করার প্রয়োজন আছে কিনা, তাহা নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করিবে। যাহারা উহাতে বিশ্বাস করে, তাহাদের উহা করাই উচিত। যাহাদের উহাতে বিশ্বাস নাই, তাহারা সমবেত উপাসনার দ্বারা পিতৃগণের শ্রাদ্ধ বৎসর বৎসর পালন করিবেন। আমি কাহারও বিশ্বাস-ভঙ্গ করিতে আসি নাই কিন্তু যাহারা প্রথাগত শ্রাদ্ধ-পিণ্ডাদি পদ্ধতিতে বিশ্বাসী নহে, তাহাদিগকে একটা নির্ভরযোগ্য অবলম্বন দিতে চাহি। সেই অবলম্বন হইতেছে সমবেত উপাসনা।

৫

প্রচলিত বিশ্বাস এই হইতেছে যে, গয়াধামে শ্রাদ্ধ হইলে মৃতব্যক্তির প্রেতত্ব ঘুচিয়া যায় এবং তিনি স্বর্গধামে গমন করেন বা মোক্ষপ্রাপ্ত হন। কিন্তু গয়াধামে শ্রাদ্ধ হইবার আগে যে শ্রাদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহাতে কি তাহা হইলে তাঁহার প্রেতত্ব ঘোচে নাই, মুক্তি হয় নাই? এই প্রশ্নটীও স্বাভাবিক ভাবেই সঙ্গে সঙ্গে মনে জাগিয়া উঠিবে। যদি মৃতাস্তিক শ্রাদ্ধে আত্মার মুক্তি না হয়, তাহা হইলে মৃত্যুর মাত্র কয়েক দিন পরে ঘটা করিয়া সেই শ্রাদ্ধটী করিবার আবশ্যকতা কি? সেই অশৌচান্ত শ্রাদ্ধ গয়ায় গিয়াই কেন করা হয় না?

গয়া পৃথিবীর অন্য অসংখ্য স্থানের ন্যায় একটা স্থান মাত্র। স্থানে মুক্তি নাই, মুক্তি মনে। এইস্থানে গয়াসুরের হরিপাদপদ্ম লাভ হইয়াছিল বলিয়া সকলকে এখানেই আসিয়া একবারের জন্য হইলেও পিতৃশ্রাদ্ধ করিতেই হইবে, শ্রদ্ধাসঞ্জাত এই বিধি একদা কাহারও মনে জাগিয়াছিল। পুরোহিত সম্প্রদায় তাহাকেই নিজেদের বিশেষ উদ্দেশ্য পূরণে প্রয়োগ করিয়া সর্ব্বজনের মনে এই ধারণা সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিলেন যে, এখানে আসিয়া একটী বার পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধ না করিলে পিতামাতার আর মুক্তি নাই। যাহা ছিল hero-worship বা বীরপূজা, তাহাই শেষে ভীতির শাসনে পরিণত হইল। কিন্তু আসল কথা হইল মনটীকে লইয়া। পিতৃমাতৃগণের প্রতি প্রেমিক মন লইয়া যেখানে বসিয়া শ্রাদ্ধ করিবে, সেখানেই তাঁহারা ইহার শুভফল পাইবেন। এই জন্য গয়াকে পেটেণ্ট করিয়া রাখিবার কোনও প্রয়োজন নাই। আধুনিক মন গয়ায় গিয়া পিতৃগণের প্রতি শ্রদ্ধায় অভিভূত হয় না, পাণ্ডার উৎপীড়নের সম্ভাবনার দিকে তাকাইয়া দিবা রাত্রিতে বিভীষিকা-গ্রস্ত হইয়াই মাত্র থাকে। যাহা চলিতেছে, তাহা ধর্ম্ম নহে, তাহা

বিভীষিকার রাজত্ব, অশরীরী ভয় দিয়া শরীরী যজমানকে কাবু করিয়া তাহার রুধির-শোষণের চেষ্টা।

গয়াতেই সব চুকিয়া গেলে, জন্ম, মৃত্যু, বিবাহাদি উপলক্ষ্য করিয়া যে পুরোহিত সম্প্রদায় সমাজ-মধ্যে সসম্মানে বাঁচিয়া আছেন, তাঁহাদের দিন চলার ব্যাঘাত হইতে পারে। খুব সম্ভবতঃ এই কারণেও গয়াশ্রাদ্ধের পরে পুনরায় বৎসর বৎসর পিণ্ডদানের প্রথাটীকে চালু রাখা হইয়াছে। চালু রাখার অন্যতম কারণ হইতেছে, পুরাতন ঐতিহ্যের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা। দুইটী কারণ পরস্পরের সহিত এমন ওতপ্রোতভাবে মিলিয়া গিয়াছে যে, কোন্‌টীর প্রাধান্য চলিয়াছে, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। কিন্তু এগুলি কর্ম্মকাণ্ড। কর্ম্মকাণ্ড জ্ঞানের ধার তত্তটা ধারে নাই, যতটা সম্মান করিয়া চলিয়াছে প্রথাকে। একটী কুলপ্রথার উপরে আর একটী কুলপ্রথা, একটী লোকপ্রথার উপরে আর একটী লোক-প্রথা চাপাচাপি ঠাসাঠাসি করিয়া যুগের পর যুগ ধরিয়া কেবল পুঞ্জীকৃত হইয়াছে। কেন এই পুঞ্জায়ন, জ্ঞানকে আসিয়া এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে বা এই প্রশ্নের জবাব দিতে অবসর দেওয়া হয় নাই। এই ভাবেই অতি আদিমকালের প্রথাংশের সহিত অতি আধুনিক প্রথাংশ সমূহ জড়াইয়া মিশাইয়া এক অবর্ণনীয় অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে, যাহাতে আচার আছে বিচার নাই, নিয়ম আছে লক্ষ্য নাই, কর্ম্ম আছে মর্ম্ম নাই। অবশ্য, অবিচলিত বিশ্বাস নিয়া এগুলি পালন করিলেও 'ধর্ম্ম নাই' এমন বলিতে পারিব না। কারণ বিশ্বাসই ধর্ম্মের জনক, ধারক, বাহক ও প্রবর্দ্ধক।

যুক্তির সঙ্গে মিলাইয়া চলিতে যে সকল প্রথা গলার কাঁটার মত ক্লেশকর বোধ হইবে, তাহা তোমরা নিজেদের প্রাণের তাগিদ বুঝিয়া

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, DHANBAD

পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন করিতে পার। কিন্তু শ্রাদ্ধের উদ্দেশ্য যে পিতৃগণের প্রতি অন্তরের অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, তাহা হইতে নিজেদের দূরে সরাইয়া নিতে পার না। কারণ, তাহা করিলে তোমাদের মনুষ্যত্ব খর্ব্ব হইয়া যাইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৮)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১৫ই আশ্বিন, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু:—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

পর পর তোমার দুইখানা পত্রই পাইলাম। তোমার পত্নী পুত্রকন্যা সহ পাঁচ বৎসর ধরিয়া তোমার শ্বশুরের গৃহেই বাস করিতেছেন এবং তোমাকেও সেখানেই নিয়া বসবাস করাইতে চাহেন, ইহাতে তুমি ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত হইয়াছ। তুমি স্বাবলম্বী থাকিতে চাহ।

নিশ্চয়ই স্বাবলম্বী থাকার মতন সুখ নাই। যে-কোনও প্রকারে বাবলম্বী থাকিয়া যেই ব্যক্তি অঋণী হইয়া একবেলা মাত্র শাকান্নও খায়, নের দিক দিয়া তার মত সুখী জগতে কেহ নাই।

আমি আশীর্ব্বাদ করি, স্বাবলম্বী থাকিয়া তুমি সুখী হও।

অনেক পুত্রহীন ব্যক্তি নিজ কন্যাকে বিবাহ দিয়া দূরে সরাইয়া দিতে ক্ষম হইয়া পড়েন। এ দেশটা বিলাত নহে যে পুত্রকন্যার বিবাহের রে পাখীর বাচ্চা মায়ের কুলায় হইতে উড়িয়া গিয়া ভিন্ন গাছে বাসা

বাঁধিল, মা-বাপের সঙ্গে আর কোনও সম্পর্ক রহিল না। পুত্রবান্ ব্যক্তি কন্যার বিরহ সহজে সহিয়া নিতে পারেন, কারণ কিছুদিন পরে পুত্রবধূরা আসিয়া কন্যার স্থান অধিকার করে কিম্বা করিবার চেষ্টা করে। পুত্রহীনের সম্পর্কে ব্যাপারটা তাহা নহে। এজন্য তাঁহারা জামাতাকে আনিয়া পুত্রের অভাবটা পূরাইতে চাহেন। মানবিকতার দিক দিয়া তাঁহাদের এই আকাঙ্ক্ষা খুব দোষণীয় নহে।

কিন্তু গোল বাঁধে অন্য দিক হইতে। পিতৃগৃহে বাসকারী কন্যাকে নিজ স্বামীর প্রতি খুব কমই অনুগত থাকিতে দেখা যায়। পিতৃধনের গর্ব্ব, শ্বশুর-গৃহের দারিদ্র্য-সম্পর্কিত অবজ্ঞা, পিতৃকুলের বিভিন্ন নর-নারীদের শ্রেষ্ঠতা সম্পর্কে অনেক কল্পিত ধারণা তাহাকে মনে মনে উদ্ধত করে। বাহিরে সে বিনয় প্রদর্শন করিয়া চলিবার চেষ্টা করিলেও সেই কৃত্রিম বিনয়ের মুখস সকল সময়ে ঠিক ভাবে বজায় থাকে না। ইহাতে স্বামী বেচারীর পক্ষে অনেক সময়ে মর্ম্মান্তিক মানসিক ক্লেশ পাইবার কারণ ঘটে। নিজগৃহের অবস্থার দীনতা সম্পর্কিত একটা হীনমন্যতার বোধ তাহাকে নিয়তই নিজের অজ্ঞাতসারেই কতকটা সহজে ব্যথা-প্রবণ করিয়া রাখিয়া দেয়। ফলে অকারণেও সে অনেক সময়ে ব্যথা পায় বা যেখানে ব্যথার কারণ নাই, সেখানেও একটা কারণ সৃষ্টি করিয়া লয়। স্ত্রী বুঝিতে পারে না, স্বামীর দুঃখটা কোথায় এবং তাহা কত গভীর। স্বামী বুঝিতে পারে না, স্ত্রীর সত্য সত্য কোথায় দোষ এবং সেই দোষ মার্জ্জনীয় কিনা। ভুল বোঝাবুঝির এই গোলক-ধাঁধায় পড়িয়া শেষে দুই জনেই নিরন্তর কেবল দুঃখ সূচনা করে ও দুঃখের সঙ্গে হোঁচট খাইয়া পড়িয়া পড়িয়া সর্ব্বাঙ্গ ক্লেদ-কর্দ্দমাক্ত হয়। এই দুঃখের আর অন্তও থাকে না, অবধিও থাকে না।

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, DHANBAD

এই কারণেই কোনও বিবাহিত ব্যক্তির উচিত নহে ঘর-জামাই হইয়া শ্বশুরগৃহে বাস করা। পল্লীগ্রামের অশিক্ষিত চাষাভূষাদের কথা স্বতন্ত্র বা শ্বশুরের বিত্ত লাভের জন্য আগ্রহী জামাতার কথাও আলাদা। পরন্তু আত্মসম্মানজ্ঞানসম্পন্ন নির্লোভ কোনও ব্যক্তির বৃথা বৃথা এই অমর্য্যাদাকর জীবন যাপনে রাজি হওয়া উচিত নহে।

স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্কটা বড়ই মধুর, বড়ই প্রেমরসাশ্রিত। সংসারে স্বামীর একটা সহজ প্রভুত্বের স্থান আছে, যাহা প্রভুত্ব হইলেও পীড়াদায়ক নহে। কিন্তু যে সংসারে স্বামীকে প্রতি পদে স্ত্রীর অভিপ্রায়ানুযায়ী চলিতে হয়, সেই সংসার সুখের হয় না। প্রেম আসিয়া গেলে একে অন্যের স্বাভাবিক প্রতাপ সহ্য করিয়া লয় এবং তাহাও প্রকারান্তরে প্রেমেরই পরিবর্দ্ধক হইয়া থাকে। কিন্তু পিতৃধনগর্ব্বিতা পত্নীর প্রভুত্ব স্বামীর পক্ষে সহিয়া লওয়া অসাধ্য।

এই কারণে তোমার স্ত্রীকে তোমার গৃহেই নিয়া আসার চেষ্টা করা উচিত। দরিদ্রের সহিত যখন তাহার বিবাহ হইয়াছে, তখন তাহাকে দরিদ্রোচিত জীবনই যাপন করিতে হইবে। ভারতীয় নারীর ইহাই আদর্শ যে, সানন্দ চিত্তে স্ত্রী স্বামীর দারিদ্র্যকে বরণ করিয়া লইবে। স্বামীর সংসারে আসিয়া সে স্বামীর দারিদ্র্য-মোচনের জন্য শ্রম স্বীকারও করিবে। স্বামীর গৃহের লক্ষ্মী হইয়া সে স্বল্প আয়ের সংসারের ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল অপচয় নিরোধ করিয়া সঞ্চয়ের ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া তুলিবে। ধর্ম্মে, কর্ম্মে, উৎসবে, ব্যসনে, সুখে, দুঃখে, উন্নতিতে, অবসাদে সর্ব্বাবস্থায় তাহাকে হইতে হইবে স্বামীর হৃদয়ে প্রেরণার উৎস-সঞ্চারিণী।

শ্বশুর-শাশুড়ী যদি কন্যার দীর্ঘ অদর্শনে বিশেষ কাতর হইয়া পড়েন, তাহা হইলে পত্নীকে মাঝে মাঝে তার পিতৃগৃহে অবশ্যই যাইতে দিবে

এবং ইহার আনন্দটুকুকে কাণায় কাণায় পূর্ণ করিবার জন্য মাঝে মাঝে তুমিও সহগামী হইবে। তুমি দরিদ্র বলিয়া শ্বশুর-গৃহে তোমার সমাদরে ঘাটতি হইলে তুমি মানুষের যোগ্যতায় যতটুকু সমাদর পাইতে পার, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিও। কাহারও কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছ বলিয়াই তাহার কাছে চিরকালই সমাদর প্রত্যাশা করিবে, চিত্তমধ্যে এই ক্যাংলামি রাখিও না। মানুষ হিসাবে তুমি পৃথিবীর একটী প্রাণীর চেয়েও কখনও ছোট না হও, তার দিকে তীব্র লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে পারিলেই তোমার কর্ত্তব্য সুষ্ঠুরূপে প্রতিপালিত হইল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২৯)

কলিকাতা
১৫ই আশ্বিন, ১৩৬৫

হরি-ওঁ

পরমকল্যাণভাজনেষু:—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

কর্ত্তব্যপালন করিতে গিয়া বিপদের সম্মুখীন হইয়াছ। তোমার নিজের কোনও স্বার্থলাভ বা প্রতিপত্তি বৃদ্ধির চেষ্টা-পথে এই বিপদ আসে নাই। তুমি একেবারে নিশ্চিন্ত হইয়া ভগবানের শরণাপন্ন হও। যাহাতে মঙ্গল, তাহা ছাড়া অন্য কিছু তিনি করিতে পারেন না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, DHANBAD

(৩০)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১৫ই আশ্বিন, ১৩৬৫

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

এক শ্রেণীর লোকেরা ভীতিপ্রদর্শনের ভিতর দিয়া অজ্ঞান মানুষকে দৈবকর্ম্ম করিতে বাধ্য করিয়া থাকে। তাহার অন্যতম উদ্দেশ্য, কিঞ্চিৎ দক্ষিণা-গ্রহণ কিন্তু অপর বা বৃহত্তর উদ্দেশ্য ঈশ্বর-বিমুখ মানুষকে তবু একটা উপলক্ষ্য করিয়া ভগবানের দিকে আকর্ষণ করা। প্রেমের প্রেরণায় ভগবানকে পূজা করে কয়জন? এই জন্যই ভীতির শাসনে ভগবানকে পূজা করিতে বাধ্য করার নীতি একদল লোক দ্বারা গৃহীত হইয়াছে। তাহারাই আসিয়া বিশ্বস্রষ্টার পূজার পরিবর্ত্তে বিশ্বের কয়েকটা জড়পিণ্ড রবি, বুধ, মঙ্গল. শনি আদিকে পূজা করিতে তোমাদের প্ররোচনা দিতেছে। বিরাট পরমেশ্বরকে যাহারা বোঝে না, জানে না. তাহাদের পক্ষে প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান জ্বলন্তকায় এক একটা গ্রহ কম বিস্ময়ের জিনিষ নহে।

কিন্তু তোমার গ্রহপূজার প্রয়োজন নাই। শনি, বুধ, রাহু, কেতু আদি সকলে যাঁহার নির্দ্দেশে চলে. তুমি তাঁহার সাধন করিবার অভয়-মন্ত্র পাইয়াছ। অজ্ঞান শিশুর আরাধিত গ্রহ-নক্ষত্র তোমার আরাধ্য নহে। রবি, শুক্র, বৃহস্পতি প্রভৃতিরও যিনি আরাধ্য, তিনিই তোমার আরাধ্য। সুতরাং গ্রহাচার্য্যের বিচারে যদি তোমার পুত্রের বুধের বা রাহুর দশাই পড়িয়া থাকে, তবে তাহার প্রতীকারের জন্য একটা সমবেত উপাসনাই মা যথেষ্ট। অন্য দিকে বৃথা মন দিও না। অন্তরের সমস্ত

প্রেমকে লগ্ন কর একমাত্র অখণ্ড-পরমেশ্বরে। সকল ভয়-ভীতি এবং তাহার কারণ ইহাতেই লয় পাইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩১)

কলিকাতা

হরি-ওঁ

১৫ই আশ্বিন, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু :—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। তোমার ৯ই ভাদ্রের পত্র পাইয়াছি।

প্রেমধনে যে ধনী, সে-ই জগতে প্রকৃত ধনী। আমি তাহাকে মানুষ বলিয়া মনে করি না, দেবতা বলিয়া গণনা করি। তোমরা প্রাণজনে সেই ধনে ধনী হও। প্রেম আসিলে স্বার্থত্যাগ অতি তুচ্ছ। যাহারা প্রেমিক নহে, তাহারা কি গায়ের জোরে কখনও ত্যাগ স্বীকার করিতে পারে? লক্ষ্মী চঞ্চলা, দেহ মরণশীল, সংসার অনিত্য,—তথাপি মানুষ সৎকার্য্যে ত্যাগ স্বীকার করিতে পারে না। চোরে সিঁধ খুঁড়িয়া সর্ব্বস্ব লইয়া গেলেও তাহা সহ্য হয়। পকেট-মার পকেট কাটিয়া হাজার টাকা অপহরণ করিলেও মনকে প্রবোধ দিবার রাস্তা থাকে যে, টাকাটা নসিবে ছিল না, তাই চলিয়া গেল। কিন্তু সৎকার্য্যে একটা পয়সা দান করিতে হৃৎপিণ্ড ছিঁড়িয়া যায়। মানুষ প্রেমহীন, তাই ত্যাগহীন তাহার জীবন। প্রেমহীন মানুষ পশুর পর্য্যায়ে নামিয়া যায়। আসল কর্ত্তব্য অপেক্ষা নকল দায়িত্বকে সে বেশী মনে করে। তোমরা যে

কয়জনে পার, প্রেমিক হও। অপ্রেমিকদের কথা ভাবিয়া কাহারও মন খারাপ করা উচিত নয়। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩২)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১৬ই আশ্বিন, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্রখানা পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম। তুমি আমার সূক্ষ্মশক্তির ক্রিয়ায় বিশ্বাসী হইয়া নীরবে তাহার ভিতর দিয়াই সমাজ-কল্যাণ কাজ করিয়া যাইতেছ, তোমার প্রেরিত এই সংবাদটুকু আমার নিকটে অমৃত-মধুর লাগিয়াছে। জগতের অধিকাংশ মহৎ কাজ সাধকদের একাগ্র ও একান্ত সাধনের ফলসঞ্জাত সূক্ষ্ম ক্রিয়ার দ্বারাই হইয়া থাকে, তোমার এই বিশ্বাস সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত। ইহাতে এক কণা ভ্রান্তি নাই। অবিকশিত সূক্ষ্ম শক্তিকে বিকশিত করিয়া তুলিবার চেষ্টাই আজ আমাদের প্রতিজনের প্রয়োজন।

নিজের সঙ্কল্প-বলে যেই ঘৃণাজনক কদভ্যাস মানুষ ত্যাগ করিতে পারে না, তাহাকে দিয়া তাহা ত্যাগ করাইতে হইলে শক্তিমানের সূক্ষ্ম শক্তির প্রয়োজন। আমাদের প্রত্যেককে জীব-কল্যাণ-কল্পে সেই সূক্ষ্ম শক্তিকে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। কেননা, জাতি ও জগতের হাজার বছরের জড়তা আমাদিগকে একদিনে দূর করিতে হইবে।

কিন্তু এই সূক্ষ্ম শক্তি ক্রিয়া করিবে কাহার উপরে? যে পুরুষকার-বর্জ্জিত, তাহার উপরে কি? এদেশে লোকের প্রত্যাশা এই যে, নিজেরা কিছুই করিবে না, আর মহাসাধকেরা হিমালয়ের পর্ব্বত-শিখরে বসিয়া দিব্য-মন্ত্রে সকলের সকল অভাব দূর করিয়া দিবেন। জ্ঞানাভাব, কর্ম্মাভাব, সচ্চরিত্রতার অভাব, সৎসাহস ও নির্ভীকতার অভাব, সবই তাঁহারা ম্যাজিকের বলে অপসারিত করিবেন। নিজের অজ্ঞানতা দূর করিবার জন্য নিজেরা কেহ চেষ্টা করিবে না। নিজের কর্ম্মক্ষেত্র নির্ম্মাণের জন্য নিজেরা কেহ প্রয়াস পাইবে না। কষ্ট করিয়া অপর সচ্চরিত্র ব্যক্তির চরিত্রের কেহ অনুসরণ করিবে না। নিজ কর্ত্তব্য-বোধের প্রেরণায় অন্যায়ের কেহ প্রতিবাদ করিবে না। ভয়কে জয় করিবার জন্য বারংবার ভয়ঙ্কর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া ভয়ের অবাস্তবতা উপলব্ধি করিবার জন্য একজনেও একটু উদ্যমের প্রয়োগ করিবে না। সকল প্রয়োজনের দাবী মিটাইয়া দিবেন, যোগী তপস্বী মহামনা মনীষীরা বনে-জঙ্গলে বসিয়া। এই যে হীন প্রত্যাশা, তাহা অনেক শক্তিশালী সূক্ষ্ম চিন্তাশীল মহামানবের তপঃপ্রভাবকে প্রত্যক্ষভাবে কার্য্যকরী হইতে বাধা দিতেছে।

সুতরাং আমি বা তুমি যেমন নিজেদের সূক্ষ্ম শক্তিকে বিকশিত করিবার জন্য অবিরাম তপস্যা করিয়া যাইব, তেমন আবার যাহাদিগের জন্য এই তপস্যা, তাহাদিগের মধ্যে নিজবলে নিজ দুর্ভাগ্য ঘুচাইবার প্রচণ্ড প্রেরণাও দিয়া যাইতে থাকিব। সাধক পুরুষদের সূক্ষ্ম শক্তির উপর বিশ্বাস থাকা জনসাধারণের পক্ষে খারাপ নহে। কিন্তু এই উপলক্ষে নিজেদের উন্নতি করিবার জন্য আত্মশক্তির প্রয়োগে অবহেলা করিয়া কেবল সাধু, গুরু, পীর, বৈষ্ণবের দুয়ারে ধর্ণা দেওয়া আর সিন্নি মানা মারাত্মক ব্যাধি। এই ব্যাধিকে প্রশ্রয় দেওয়া যাইতে পারে না।

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, DHANBAD

তুমি নিয়ত আমার সূক্ষ্ম শক্তির প্রভাবের ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছ। তোমার ভিতরের সূক্ষ্ম শক্তিকে জাগরিত করিয়া তোলার পক্ষে ইহা নিশ্চয়ই অন্যতম সদুপায়। একদিন সহসা উপলব্ধি করিয়া অবাক্ হইয়া যাইবে যে, তোমারও সূক্ষ্ম ইচ্ছাতে অনেক অসাধ্য কার্য্য সুসাধ্য হইয়া যাইতেছে। কিন্তু তখন সাবধান হইও। সূক্ষ্ম শক্তি তোমার ভিতরে জাগিলে তাহার প্রয়োগের ক্ষেত্র নির্ম্মাণের ভার বিধাতার উপরে দিও। তোমার শক্তিকে তিনি নিজের হাতিয়ার করিয়া লউন। অমুকের মনশ্চাঞ্চল্য দূর হউক, তমুকের অন্যায় আসক্তির ডোর ছিন্ন হউক, এই সকল সঙ্কল্প তুমি করিতে যাইও না। জগতের হউক মঙ্গল, ঈশ্বরের ইচ্ছা হউক পূর্ণ, এই সঙ্কল্পই করিও। দেখিও, ইহাতেই হাজার হাজার মাতাল মদ্যপান ত্যাগ করিবে, দুশ্চরিত্র লম্পট পরনারী ছাড়িবে, পাপিষ্ঠা কুলটা সৎপথে ফিরিয়া আসিবে। ইহা যদি আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না হইত, তবে আমি এত জোর দিয়া কথাটা বলিতাম না। তোমাদের প্রত্যেকের ভিতরে আত্মার সূক্ষ্ম শক্তি জাগিয়া উঠিবে, সেই সূক্ষ্ম শক্তির ক্রিয়ায় বহুজন-হিত বহুজন-সুখ প্রতিষ্ঠিত হইবে, অথচ তজ্জন্য তোমাদের সক্রিয় ইচ্ছা প্রয়োগ করিতে হইবে না। ভগবানের ইচ্ছাতে তোমাদের শক্তি উপযুক্ত স্থানে প্রযুক্ত হইবে।

শিক্ষিত লোক অপেক্ষা অশিক্ষিত লোকের ভিতরে ধর্ম্মভাব যে বেশী, তাহার দুইটী প্রধান কারণ রহিয়াছে। শিক্ষিতের শিক্ষাভিমান বৃথা তার্কিকতা সৃষ্টি করে। বিদ্যার অহঙ্কারে অনেক সময়ে তাহারা জ্ঞানতঃও সত্যপথ হইতে দূরে সরিয়া থাকে। তদুপরি অবিদ্যা-স্বরূপা তথাকথিতা বিদ্যা তাহাদিগকে সন্দেহ-পরায়ণ করে। অশিক্ষিতের

এই বালাই নাই। শিক্ষিত সম্প্রদায় নিজেদের প্রয়োজনের পরিমাণ এত বাড়াইয়াছে যে, তাহাদের জীবন-ভরা অভাব অভিযোগের কোনও ইয়ত্তা নাই। সন্তোষ বা অল্পে পরিতৃপ্তি তাহাদের স্বভাবের মধ্যেই নাই। প্রয়োজন-বোধ বাড়িয়াছে কিন্তু প্রয়োজনের দাবী মিটাইবার যোগ্যতা বাড়ে নাই। সুতরাং তাহাদের জীবন-সংগ্রাম অল্প-শিক্ষিত অল্প-সন্তুষ্ট লোকদের অপেক্ষা খরতর। তাই তাহারা ধর্ম্মের ডাকে সাড়া দিতে চাহে না। তথাকথিত অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের অবসর-বিনোদন পাঠ-কীর্ত্তনের দ্বারা হয়। কিন্তু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সৌন্দর্য্যানুভূতি এবং রস-পিপাসার স্তর এমনই জটিল যে তাহারা অবসর-বিনোদনের ঐটুকু ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট হয় না। ফলে রুচি পরিবর্ত্তিত হইতে হইতে তাহারা অনির্ব্বচনীয় সংস্কার কিম্ভূত-কিমাকার মনুষ্যে পরিণত হয়।

ইহাদের মধ্যে তোমার ভেদ-বিভাগ করিবার প্রয়োজন নাই। শিক্ষিত অশিক্ষিত যখন যাহাকে পাও, তখন তাহাকে লইয়াই তুমি ধর্ম্মানুষ্ঠান সমূহ করিতে চেষ্টিত হইও। তোমাদের এই সমবেত উপাসনা জগন্মঙ্গলের সাধন। সুতরাং ইহাতে দোষ-গুণ-বিচার-বর্জ্জিত ভাবে জগতের যতজনকে আমন্ত্রণ করিতে পার, ততই ভাল। কেহ শিক্ষিত বা অশিক্ষিত বলিয়া যেন আদৃত বা অনাদৃত না হয়। ধনী নির্ধনের বেলাও তাহাই। কেহ ধনী বা নির্ধন বলিয়া যেন আদৃত বা অনাদৃত না হয়। তবে উপাসনার মনটী লইয়া সকলকেই আসিতে হইবে।

সত্য পথে বহু কষ্ট আছে জানিয়াও সত্য পথে অটল থাকিবার আশীর্ব্বাদ চাহিয়াছ। এর চাইতে বড় প্রার্থনা আর কি হইতে পারে? সেই আশীর্ব্বাদ আমি তোমাকে সর্ব্বান্তঃকরণে করিতেছি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩৩)

হরি-ওঁ   কলিকাতা

১৬ই আশ্বিন, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

দীক্ষা নিবার পরে যখন তোমার পূর্ব্ব পূর্ব্ব অভ্যস্ত আট দশটী দেবতার স্তোত্র-পাঠে আপনি অরুচি আসিয়াছে, তখন সেইগুলি বর্জ্জন করিলে কোনও ক্ষতির কারণ নাই। দীক্ষা জীবনের একটা পরম সংস্কার। অন্য কথায় ইহাকে নবজন্ম বলিতে পার। দীক্ষা গ্রহণের পরে, পূর্ব্বে নিজের অভিরুচি অনুযায়ী যাহা যাহা করিয়াছ, তাহা পরিহার করিয়া দীক্ষা দ্বারা লব্ধ পথে সমস্ত মনঃপ্রাণ লইয়া চলা শুভপ্রদ। অবশ্য পূর্ব্বে যাহা যাহা করিয়াছ, তাহার শুভফল তোমার উপরে কিছু না কিছু পড়িতেছেই। সুতরাং তাহার ঋণ অস্বীকার করিতে পার না। বাল্যকালে শিশু মাতৃস্তন্য পান করে। কৈশোর-যৌবনে আর মাতৃস্তন্য চলে না। তখন তাহাকে নূতন খাদ্য গ্রহণ করিতে হয় এবং পরিণত বার্দ্ধক্যে মৃত্যুর দিনটী পর্য্যন্ত সেই নবগৃহীত খাদ্য-রীতিই চলিয়া থাকে। দীক্ষা নিবার পরেও ব্যাপারটা কতকটা তদ্রূপ। আগে যাহা যাহা করিয়াছ, তাহাকে মিথ্যা বলিয়া গালি দিবার বা অসম্পূর্ণ বলিয়া অশ্রদ্ধা করিবার কোনও প্রয়োজন নাই, তবে দীক্ষার পরে দীক্ষালব্ধ পথে পরিপূর্ণ একনিষ্ঠার প্রয়োজন আছে।

তুমি একখানা ভগ্ন গৃহে বাস কর। রান্না, খাওয়া, শোওয়া, উঠা-বসা সব একই ঘরে করিতে হয়। এ অবস্থায় দেওয়ালে বিগ্রহ টানাইয়া তুমি তোমার কাজ চালাইতে পার। তাহাতে দোষ নাই।

উপাসনা-প্রণালী বহিতে ব্রহ্মগায়ত্রী 'পাঠ' না লিখিয়া 'জপ' লেখা আছে। ব্যক্তিগত উপাসনায় ব্রহ্মগায়ত্রী মনে মনে জপ করিতে হইবে, জোরে জোরে উচ্চারণ করিয়া নহে। জপ, পাঠ এবং গানে পার্থক্য অতি সামান্য। মনে মনে উচ্চারণ করিলে তাহা জপ হইল। সুর না করিয়া স্পষ্ট উচ্চারণ করিলে তাহা পাঠ হইল। সুর করিয়া উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিলে তাহা গান হইল। ব্যক্তিগত উপাসনায় ব্রহ্মগায়ত্রী মনে মনে স্মরণ করিবে। উহাই জপ। তিনবার জপ করিতে কর বা মালা লাগে না। সমবেত উপাসনায় ব্রহ্ম-গায়ত্রী নির্দ্দিষ্ট সুরে এবং লয়ে বহুকণ্ঠে গীত হইবে। প্রচলিত সংস্কারানুগ সজ্জনেরা ইহাতে তোমাদের বাধা দিতে পারেন বা নানা যুক্তি-তর্ক তুলিতে পারেন। তোমরা সেই সকলের দিকে কর্ণপাত করিও না। তোমাদের নিকটে গুরুবাক্যই প্রামাণ্য শাস্ত্র। আমি তোমাদিগকে গায়ত্রীতে অধিকার দিয়াছি। তোমাদিগকে গায়ত্রীর অধিকার দানের ক্ষমতা আমি অর্জ্জন করিয়াছি—এইটুকু যুক্তিই তোমাদের পক্ষে যথেষ্ট। ইহাতে যাঁহারা সন্তুষ্ট হইবেন না, তাঁহা-দিগকে বস্তাপচা শাস্ত্রবচন এবং টাট্‌কা তৈরী প্রক্ষিপ্ত অনুষ্টুপ লইয়া নিজের ঘরে বসিয়া কাঁদিতে বলিও। তাঁহাদের মরা-কান্নায় তোমাদের কর্ণপাত করিবার প্রয়োজন নাই। স্ত্রীলোক এবং অব্রাহ্মণদিগকে প্রণবাধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া শত শত বর্ষ ধরিয়া যাঁহারা হিন্দু সমাজকে কেবলই পঙ্গু করিয়া চলিয়াছেন, নবযুগের বিপ্লবী ধর্ম্ম তাঁহাদের হা-হুতাশ শুনিয়া বিচলিত হইতে রাজী নহে। গুরু, পুরোহিত এবং ব্রাহ্মণেরা হিন্দু-সন্তানদিগকে নানা মন্ত্রে দীক্ষা দিয়া ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম গ্রহণ হইতে যে বিরত রাখিয়াছিলেন, তাঁহাদের এই কৃতিত্ব আমরা অস্বীকার

করি না। সপ্রেম হৃদয়ে তাঁহাদের সেই কৃতিত্বকে অভিনন্দন দেই। কিন্তু আজ যখন অতীতের উত্থানের দাবী আসিয়াছে, তখন ধর্ম্ম গেল, জাতি গেল, এই সকল দুর্ব্বল চীৎকারে কর্ণপাত করা হইবে না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৪)

কলিকাতা

১৬ই আশ্বিন, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু:—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র পাইয়া দুঃখিত হইলাম। সমবেত উপাসনায় উপস্থিতি-সংখ্যা খুব কম এবং যাহারা আসে, তাহারাও তাড়াতাড়ি উপাসনা শেষ করিবার জন্য আগ্রহী হয়। দুইটাই অসুন্দর সংবাদ।

যাহাতে সকলেই সমবেত উপাসনায় আসে, তাহার জন্য তোমাদের চেষ্টাও আন্তরিক হওয়া আবশ্যক। হয়ত তোমাদের চেষ্টার ভিতর ত্রুটি আছে, তাই লোক কম আসে। সমবেত উপাসনার উপযোগিতা সকলকে বুঝান প্রয়োজন। উপাসনায় আসিয়াই যে লোকেরা তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইতে চাহে, তাহারও হয়ত কারণ থাকিতে পারে। নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপাসনা আরম্ভ না হইলে এবং অকারণে উপাসনার সঙ্গে অবান্তর কতকগুলি কাজকর্ম্ম জুড়িয়া দিলে উপাসনা শেষ হইতে হইতে অসময় হইয়া যায়। ইহাও একটা কারণ হইতে পারে।

তোমরা সময়ানুবর্ত্তিতা এবং প্রেম এই উভয়ের অনুশীলন কর। এই দুইটা জিনিষের অভাবে তোমাদের অনেক সদ্গুণ মাঠে মারা যাইতেছে। সদ্গুণের এই অপচয়কে তোমরা প্রতিরোধ কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৫)

কলিকাতা

হরিওঁ

১৬ই আশ্বিন, ১৩৬৫

কল্যাণীয়াসু:—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

নার্সের কাজকে আমি খারাপ কাজ বলিয়া মনে করি না। এক সময়ে খ্রীষ্টান মেয়েরা ছাড়া নার্স হইত না এবং খ্রীষ্টানদের সম্পর্কে জনসাধারণের অনেক বিরুদ্ধ ধারণাও ছিল। সেই জন্যই নার্সের কাজটাকে অপছন্দের মনে করা হইত। কিন্তু মানুষের সেই সমস্ত কুসংস্কার এখন দূর হইয়াছে। সুতরাং তুমি ভাল একজন নার্স হইলে তাহাতে আজকাল আর নিন্দা কিছু হইবে না। তুমি লোক-নিন্দার ভয় করিও না।

শুশ্রূষাকারিণীর কাজ মায়ের কাজ। মায়ের মতন মন হইলে এ কাজ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে করা যায়। এ কাজকে জঘন্য মনে না করিয়া পবিত্র মনে করা উচিত। হয়ত কোনও একটি শুশ্রূষাকারিণী দুশ্চরিত্রা, সেজন্য সকল শুশ্রূষা-কারিণীই নিন্দনীয়া হইতে পারেন না।

স্বামি-সন্ন্যাসী নামধারী দুই এক জন সন্ন্যাসীকেও ত দুশ্চরিত্র হইতে দেখা গিয়াছে, তজ্জন্য সকল স্বামি-সন্ন্যাসীরাই দুশ্চরিত্র নহেন। দুই একজনের বহুল কুকীর্ত্তি সত্ত্বেও সাধারণ ভাবে স্বামি-সন্ন্যাসী নামধারীদের প্রতি লোকের অপরিসীম শ্রদ্ধাই রহিয়াছে। কারণ, প্রকৃতই যাঁহারা স্বামী বা সন্ন্যাসী, তাঁহাদের জীবন সর্ব্বজীবের কুশলের জন্য। ইহাই তাঁহাদের আদর্শ।

শুশ্রূষাকারিণীদের জীবনও প্রধানতঃ পরহিতার্থে। পেট চালাইবার জন্য তাঁহারা কয়েকটী টাকা মাসে মাসে নেন বলিয়াই তাঁহাদের আদর্শটা তুচ্ছ নয়। এই জন্যই নার্সের কাজ শিক্ষা করা নিন্দনীয় নহে।

তুমি তোমার বান্ধবীদের কাছে "কুমারীর পবিত্রতা" বহি পরিবেশন করিয়া যাইতেছ শুনিয়া সুখী হইলাম। যে ভালভাবে উপদেশগুলি নিবে, সে লাভবতী হইবে। যে নিবে না, তাহার সম্পর্কেও হাল ছাড়িয়া দিও না সৎকথা সকলকে শুনাইতে হইবে। ভাল লাগিলেও শুনাইবে, ভাল না লাগিলেও। সৎকথা সকলেরই ভাল লাগিবে, এমন হইতে পারে না। যাহাদের ভাল লাগে না, তাহাদেরও সৎকথা শুনিবার প্রয়োজন আছে। প্রয়োজন যখন আছে, তখন সকলের নিকট সৎকথা পৌঁছাইবার চেষ্টা তুমি নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রেম-সহকারে চালাইয়া যাইতে থাক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৮)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১৬ই আশ্বিন, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

ভাড়াটে বাড়ীতে আছ, মাসে মাসে নিয়মিত ভাড়া দিয়া সেখানে থাক, এমতাবস্থায় বাড়ীর মালিক কোন্ অধিকারে তোমাদের কীর্ত্তন ও উপাসনায় বাধা দিতে পারেন, তাহা বুঝিলাম না। তোমরা বর্ত্তমানে বাড়ীওয়ালার ভয়ে ক্ষীণকণ্ঠে গুণগুণ করিয়া কীর্ত্তন-উপাসনা কর, শুনিয়া প্রাণে বড় বাজিল।

শব্দবহুল ধর্ম্মানুষ্ঠানাদি প্রতিবেশীদের শান্তির ব্যাঘাত না করিয়া করা কর্ত্তব্য। এই জন্যই রাত্রি নয়টার পরে এমন কি গান-বাজনা করিতে হইলেও পৌর কর্তৃপক্ষের বা পুলিশের অনুমতি লইতে হয়। অনুমতি লইতে বাধ্য করিয়া আইন ইহাই স্বীকার করিয়া নিতেছে যে প্রতিবেশীদের অসুবিধা করিয়া অধিক রাত্রিতে উচ্চ শব্দাদি করা যেমন চলিবে না, তেমন অন্য সময়ে সদুদ্দেশ্যে কৃত অনুষ্ঠানাদিতে কাহারও বাধা দিবারও অধিকার নাই।

প্রতিবেশীর গৃহে গুরুতর পীড়াগ্রস্ত কোনও ব্যক্তি থাকিলে, আইন তোমাকে অধিকার দিলেও, অধিক ধ্বনিবহুল অনুষ্ঠানাদি কাহারও করা উচিত নহে।

প্রতিবেশীদের বা বাড়ীওয়ালার এই সকল অসুবিধার দিকে তাকাইয়াই তোমরা চলিয়াছ। তথাপি তোমাদের উপাসনা-কীর্ত্তনে নিষেধাজ্ঞা?

মধ্যযুগীয় সংস্কার বশতঃ তোমার ব্রাহ্মণ-বংশীয় বাড়ীওয়ালা অব্রাহ্মণ-বংশধর তোমাদের মুখে প্রণব-গায়ত্রী উচ্চারিত হইতে দেখিয়া উষ্ণ হইয়াছেন। কিন্তু তোমরা ত কীর্ত্তন-উপাসনা ত্যাগ করিতে পারিবে না! ইহা তোমাদের গুরুদত্ত ধন। সুতরাং প্রথম সুযোগে তোমরা এই বাড়ী ত্যাগ কর।

এই বাড়ী ত্যাগ করিলেই তোমাদের কর্ত্তব্য শেষ হইয়া যাইবে না। যে পাড়ায় যাইবে, সেই পাড়ার প্রতিটি প্রাণীর ভিতরে প্রণব-গায়ত্রীর সাধনাকে অনুপ্রবিষ্ট করিয়া দিবার জন্য তোমাদের ব্রতী হইতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিজনের চরিত্রে প্রকৃত ব্রাহ্মণোচিত সদাচারকে এমন ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে যেন, যেই সকল ব্রাহ্মণ-কুল-তিলক নিজেদের কৌলিক অধিকারের প্রণব-গায়ত্রী হইতে অন্য সকলকে বঞ্চিত করিয়া রাখিবার আগ্রহে নিজেরাও তাহার প্রকৃত সাধনা হইতে দূরে সরিয়া রহিয়া অন্যতর ভিন্নতর নিকৃষ্টতর স্তরের সাধনায় মজিয়া রহিয়াছে, তাহারা ইহাদের ভিতরে এক একজন নব বিশ্বামিত্রকে দেখিয়া চমকিয়া ওঠে। মনে রাখিও, চালাকী দিয়া তোমরা কিছুই করিতে পারিবে না। তোমাদের প্রকৃতই সাধক হইতে হইবে এবং সর্ব্বশক্তি দিয়া নিজেদের ভিতরে ব্রাহ্মণ্যকে জাগাইয়া তুলিয়া সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র পরিবেশ পরিবর্ত্তন করিয়া দিতে হইবে। তোমরা অনেকেই আমার নিকটে ব্রাহ্মণোচিত সাধনায় দীক্ষিত হইবার পরে শূদ্রোচিত কদাচার সমূহ এখনও পরিহার কর নাই। তোমাদের কীর্ত্তন-উপাসনায় যে এখনও অযোগ্য যজ্ঞোপবীতধারীরাও হুঙ্কার করিয়া প্রতিবাদ করিতে আসিতে সাহস পায়, তাহার প্রকৃত কারণ তোমাদের এই অসাধারণ দৌর্ব্বল্য।

যে ব্রাহ্মণ বাড়িওয়ালার অত্যাচারে তোমরা তাহার গৃহ-পরিত্যাগই শেষ পন্থা বলিয়া বুঝিয়াছ, গৃহত্যাগের পরে তাহাদের পল্লীতে ঘন ঘন হরি-ওঁ নামের নগর-সঙ্কীর্ত্তন চালাইতে থাক। ইহাতে ঐ পল্লীর আবহাওয়া আস্তে আস্তে পরিবর্ত্তিত হইতে থাকিবে এবং ভবিষ্যতে অন্য কোনও অখণ্ড ঐ বাড়ীতে ভাড়াটে আসিলে তোমাদের তিক্ত অভিজ্ঞতাগুলি হইতে তাহারা রক্ষা পাইবে। বিরুদ্ধবাদীদের পুত্র-কন্যাকে বা তাহাদের পরিবারস্থ বালক-বালিকাদিগকে তোমাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত করিবার চেষ্টা অতি উত্তম পন্থা।

তুমি তোমার ব্যক্তিগত কয়েকটা কথা লিখিয়াছ। মোহে পড়িয়া নিজেকে তুমি জীবনে একদিন প্রতারণা করিয়াছিলে, আজ বঞ্চনার বেদনায় তুমি বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছ। তোমার এই সুগুপ্ত ব্যক্তিগত জীবনের গভীর দুঃখটা আমার প্রাণে বড়ই ব্যথার সঞ্চার করিয়াছে। কেন বাবা তুমি আশা করিতে গেলে? আশা কেবল কুহকিনীই নহে, আশা পিশাচিনীও বটে। সে মায়ায় ভুলায় এবং দুঃখ দেয়, কিন্তু নিজে আসিয়া পূর্ণ কুম্ভের মত কাহারও কাঁখে বসে না। নিজেকে তুমি নিজেই শেষ করিয়াছ বলিয়া দুঃখ করিয়াছ। কিন্তু বাবা, এত ভুলের পরেও তোমার আবার শুদ্ধ, তপ্তকাঞ্চননিভ সুন্দর, সদ্যঃপ্রস্ফুটিত ফুলের মত সৌরভামোদিত দিব্য জীবন যাপনের পথ খোলা আছে। এক আশা তোমাকে অতলে ডুবাইয়া দিয়াছিল, অপর এক আশা তোমাকে টানিয়া তুলিবে। এক আশা তোমাকে পশু করিয়াছিল, আর এক আশা তোমাকে দেবতা করিবে। আশা কেবল মায়াবিনীই নহে, নবজীবনদায়িনীও বটে। আশা কেবলই পিশাচি নহে, আশা দিব্যবলবিধায়িনীও বটে। এক আশা তোমাকে নরকে নামাইয়াছিল

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, DHANBAD

বলিয়াই আশা করায় দোষ ধরিয়াছি। কিন্তু সেই আশা দুরাশা। অপর এক আশা তোমাকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতার প্রতীকে পরিণত করিবে। সেই আশা, নিজেকে ভগবানের সেবক করিবার আশা। ইহা সু-আশা। এই আশায় দোষ নাই। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩৭)

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী আশ্রম
২৯শে আশ্বিন, ১৩৬৫

পরমকল্যাণীয়েষু:—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

সকল কাজের চিন্তা আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছে। একমাত্র চিন্তা পুপুন্‌কী আশ্রমের জলাশয় মঙ্গলবাঁধ। তাই আমি ছুটিয়া ছুটিয়া পুপুন্‌কী আসিতেছি। থাকিব দুইটা দিন, সারাদিন করিব শ্রম, রাত্রে লেখনী লইয়া বসিব। বনের ভিতরে বিদ্যুতের আলো আসিয়াছে, লিখিতে পড়িতে আগের কষ্ট নাই। তাই বাঁধের কাজে বিরাম দিয়া রাত্রি এগারটায় আশ্রমে পৌছিয়াই কলম ধরিয়াছি।

আমার রচিত গানগুলি যে সুরে পার, সেই সুর বসাইয়াই গাহিও। এ গান কবিত্ব প্রকাশের জন্য রচিত হয় নাই, অন্যকে শুনাইবার জন্যও নহে। নিজে নিজেকে শুনাইবার জন্য এগুলির রচনা। তালে বেতালে সুরে বেসুরে যে যেই ভাবে পার, গাহিও, তাহাতেই এইগুলি রচনার পূর্ণ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। তোমাদের কণ্ঠে আমার কণ্ঠ,

তোমাদের সুরে আমার সুর, তোমাদের প্রাণে আমার প্রাণ নিত্য-বিরাজিত রহিয়াছে। আমার গান তোমাদেরই গান। কবিযশোলোভী অক্ষর-ব্যবসায়ীর ইহা রচনা নহে। এ রচনা লিখিতে বসিয়া শব্দ কাটাকুটি করি নাই, মিলের জন্য চিন্তা করি নাই, একবার যাহা লেখনী-মুখে বাহির হইয়াছে, তাহাকেই অন্তরের ভাবের সত্য প্রতিচ্ছবি জানিয়া সমাদর করিয়া রাখিয়া দিয়াছি। সাহিত্যিকগণ পরিমার্জ্জন করিতে পারেন, আমি যে সাধক, সাহিত্যিকের নিয়ম আমি অনুসরণ করি নাই।

জীবনের প্রতিটি সংগ্রামে আমার প্রেমগাথা তুমি নিঃসঙ্কোচে গাহিও। কারণ আমার প্রেম শুধু তাঁহার সহিত, যাঁহার প্রেম নিখিল বিশ্বের সহিত। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩৮)

পুপুন্‌কী আশ্রম
২৯শে আশ্বিন, ১৩৬৫

হরি-ওঁ

কল্যাণীয়েষু:—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমরা সর্ব্বশক্তি লইয়া তেমন কাজে ব্রতী হও, যাহার ফলে মানুষের পরানিষ্টমুখী মন অনায়াসে ঈশ্বরমুখী হয়। ঈশ্বরমুখী হইলে সেই মন সর্ব্বজনে প্রেম না দিয়া পারিবে না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩৯)

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী আশ্রম
৩০শে আশ্বিন, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

সমবেত উপাসনার জন্য বিগ্রহ স্থাপন করিয়া তাহা চারি প্রহর বা অষ্টপ্রহর সেই একই স্থানে রাখিতে হইবে, এমন বাধ্যকর নিয়ম তোমাদের ওখানে কে প্রচলিত করিল? এই সকল নিত্যনূতন নিয়ম প্রণয়নের ঠেলায় পড়িয়া তোমাদের আসল জিনিষটুকু না তোমরা হারাইয়া ফেল। সমবেত উপাসনা হইয়া যাইবার পরে নিশ্চয়ই বিগ্রহ তোমরা তুলিয়া নিয়া যাইতে পার, ইহাতে বাধার কিছু নাই। ইচ্ছা করিলে দুই চারি প্রহর বা দুই চারি দিন রাখিতেও পার। তাহাতেও বাধা নাই। তবে, মণ্ডপে বিগ্রহ যতক্ষণ থাকিবেন, ততক্ষণ কতকগুলি নিয়ম অবশ্য প্রতিপাল্য। যথা,—পাদুকা লইয়া প্রবেশ চলিবে না, চা-পান, ধূমপান, তাম্বূল-চর্ব্বণ প্রভৃতি বর্জ্জন করিতে হইবে ইত্যাদি।

একটা করিয়া সমবেত উপাসনার অনুষ্ঠান করিবে আর এক একটা করিয়া নূতন নূতন নিয়ম করিবে, ইহা বড়ই মারাত্মক কথা। জনে জনে নিয়মের প্রণেতা হইলে বহু-সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট হইয়া যাইবে। তোমরা একের উপাসনা করিতেছ, শৃঙ্খলার ব্যাপারেও তোমাদিগকে যথাসাধ্য এক হইতে হইবে। তাহা হইতে হইলে পরস্পরের প্রভুত্ব-বোধ পরিহার করিয়া প্রেমময় ভ্রাতৃত্ববোধের প্রয়োজন। তোমরা এই পরম প্রয়োজনীয় কথাটুকু ভুলিয়া যাইও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪০)

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী আশ্রম
২৯শে আশ্বিন, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

আত্মোন্নতি এবং জনসেবা এই দুইটী কাজ যাহাতে যুগপৎ চলে, একটী অপরটীর হয় পরিপূরক ও উত্তর-সাধক, তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলিও। সংসারের ক্ষুদ্র স্বার্থের চিন্তায় সমস্ত জীবনটা কাটাইয়াছ। আত্মোন্নতিও কিছু হয় নাই, জনসেবাও না। এখন কাজের মত কাজ কিছু করিবার জন্য চেষ্টিত হও।

বহুখ্যাত কোনও কোনও মঠ, আশ্রম বা ধর্ম্মসঙ্ঘের জনগণপূজ্য নেতা ও চেলারা প্রতি পদে তোমাদের বিরুদ্ধতা করিয়া কৌশলে তোমাদের প্রতিকূলে জনমত গঠন করিয়া নানা অবাঞ্ছিত অবস্থার সৃষ্টিতে লাগিয়াছেন বলিয়াই তোমাদের ভাবিবার কিছু নাই। ইহাদের এই উদ্যমের জোয়ার দীর্ঘকাল থাকিবে না, ভাটা আসিবেই। বিরুদ্ধতাকে বিরুদ্ধতা দিয়া জয় করিতে না চাহিয়া তোমরা উপেক্ষা ও কালপ্রতীক্ষা দ্বারা জয় কর। মাথা নত করিতে হয় ত সত্যের নিকটই করিবে, গোঁড়ামি, ভ্রূকুটি বা অহঙ্কারের নিকট নয়। বক্ষ স্ফীত করিয়া দাঁড়াও, কিন্তু তোমাদের অস্ত্র যে প্রেম, ইহা তোমরা ভুলিয়া যাইও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

ধ্রুবং প্রেম্না

(৪১)

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী আশ্রম
২৯শে আশ্বিন, ১৩৬৫

পরমকল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

ঘন ঘন আমার পত্র পাও না বলিয়া কেন দুঃখ করিতেছ? আমি যতজনকে যত আশীর্ব্বাদ করিয়াছি, তাহা সকলের জন্যই করিয়াছি। একজন আমার উপলক্ষ্য মাত্র। আমি যতকালে যত আশীর্ব্বাদ করিয়াছি, সবই নিত্যকালের জন্য করিয়াছি, একটা নির্দ্দিষ্টকাল উপলক্ষ্য মাত্র। তোমরা যে-কাহারও নিকটে প্রদত্ত যে-কোনও সময়ে প্রেরিত উপদেশ বা আশীর্ব্বাদকে তোমারই নিকটে প্রেরিত উপদেশ বা আশীর্ব্বাদ বলিয়া গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিও।

তোমার যতগুলি সহকর্ম্মী আছে, তাহাদের প্রতি জনকে জ্ঞানের বলে বলীয়ান্ করিয়া তোল। জ্ঞানহীনের মঙ্গল-প্রয়াস অনেক সময়ে অমঙ্গলই প্রসব করিয়া থাকে। তোমার প্রতিটি ভ্রাতা ও ভগিনীকে এই বার্ত্তা শুনাও যে, তাহারা সৈনিক,—তাহাদের প্রতিজনকে জগতের অন্ধকার দূর করিবার জন্য আপ্রাণ সংগ্রাম করিতে হইবে। সেই সংগ্রামের হাতিয়ার হইতেছে জ্ঞান। তোমাদের যেখানে যে কয়টী ভাইবোন্ আছে, তাহাদের সকলকে অন্তরের ভাবগুলিকে পুষ্ট করিবার জন্য সহায়তা কর।

দীক্ষা লইয়া তারপরে একনিষ্ঠ হইয়া সাধন করাই সঙ্গত। গুরুদত্ত মহাবস্তুতে একেবারে সমগ্র মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিয়া লাগিয়া যাইতে

হয়। সাধন করিতে হইলে মন মুখ এক করিয়া এক দিকে প্রচণ্ড বিক্রমে লাগিতে হয়। যতটা পার, তাহাই কর। পূর্ব্বেকার সংস্কার তোমাকে নানা দেবতায় নানা বিগ্রহে টানিতে পারে, তাহা লইয়া সংগ্রাম সুরু করিবার দরকার নাই। গুরু-বাক্যে বিশ্বাস লইয়া সাধন করিতে থাক। সাধন করিতে করিতে পূর্ব্বসংস্কার সমূহ আপনিই দুর্ব্বল হইয়া যাইবে। জোর করিয়া পূর্ব্বসংস্কার নাশ হয় না। সাধন করিতে করিতেই পূর্ব্বসংস্কার দূর হইয়া যায়। তোমরা সাধনেই নির্ভর কর। সাধন করিলে সকল দুর্ব্বলতাই দূর হইয়া যায়। তর্ক করিয়া দুর্ব্বলতা দূর করা যায় না। চিরকালের পোষিত বিশ্বাস হইতে এমন অনেক দুর্ব্বলতা আসিয়া থাকে, যাহা সাধনের বিঘ্ন। পিতৃপিতামহ হইতে প্রাপ্ত সকল ধারণাই মঙ্গলকর হইবে, তাহা নহে। সাধনের বিঘ্ন তোমরা দূর করিবে সাধন করিয়াই।

চতুর্দ্দিকের অজ্ঞানতা বিদূরণ করিবার ব্রত তোমরা লও। তোমরা একটী প্রাণীও এই বিষয়ে এক কণা অলসতা অবলম্বন করিবে না, ইহাই আমার বিশেষ নির্দ্দেশ। একটী ঘর থাকিবে না, যেখানে তোমরা প্রেমের বাণী না বর্ষণ করিবে, জ্ঞানের আলো না বিতরণ করিবে। একটী নরনারী জগতে থাকিবে না, যাহার কাছে তোমরা সান্ত্বনা ও সাধনা লইয়া অগ্রসর না হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, DHANBAD

(৪২)

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী আশ্রম
২৯শে আশ্বিন, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

ট্রেণে ধানবাদ আসিতে লোকের ভিড়ে আমাদের পিঠের চামড়া কুমড়াইয়া গিয়াছে। এই চোট সামলাইতে কয়েক দিন লাগিবে। তবু তোমার পত্রখানা পাঠমাত্র জবাব না দিয়া পারিলাম না। তুমি পঙ্ক হইতে উঠিতে চাহিয়াছ। সর্ব্বপ্রযত্নে তোমাকে সাহায্য করিব।

পাপ, কদভ্যাস, অন্যায়াসক্তি, মনের দুর্ব্বলতা এবং অবসাদ তোমাকে তোমার নিজের সঙ্কল্পের বলেই জয় করিতে হইবে। অনেকে তাহা করিয়াছেন, তুমিও সেই চেষ্টায় সফল হইবে। অদৃষ্টে নির্ভর করিয়া নয়, পুরুষকারের বলে তুমি মানুষ হইবে। জীবনের উন্নতির আশা কখনও পরিহার করিও না,—ক্ষণকালের জন্যও না।

পথের সন্ধান পাইতেছ না, তাই অত উদ্‌ভ্রান্ত হইতেছ। হিংস্র-জন্তুসঙ্কুল অরণ্য-প্রদেশে কেহ নিশ্চিন্তে দাঁড়াইয়া, বসিয়া বা ঘুমাইয়া কাল কাটাইতে পারে না। তাহাকে অবিরাম চলিতেই হয়। কিন্তু ধ্রুবতারার দিকে দৃষ্টি না থাকিলে এই চলা ক্রমশঃ অচল অবস্থা সৃষ্টি করে। বন-পাহাড়ের মাঝখানেও মাঝে মাঝে গাছপালার ফাঁক দিয়া আকাশ দেখা যায়। তাহারই মধ্য দিয়া ধ্রুবতারার পানে তাকাইতে চেষ্টা কর। একবার যদি তারাটি চিনিতে পার, আর তোমার পথভ্রম হইবে না।

এই আকাশ তোমার হৃদিমধ্যে অবস্থিত। কখনো কখনো এই

আকাশের মধ্যাহ্ন-সূর্য্য ভ্রূমধ্যে আত্মপ্রকাশ করেন। এই আকাশের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নিশীথ-পথিক তাহার ধ্রুবতারা চিনিয়া নেয়।

ভগবান তোমার অন্তরে বসিয়া নিয়ত তোমাতে আত্মারাম হইয়া বিরাজমান রহিয়াছেন, এই বিশ্বাসকে দৃঢ় হইতে দৃঢ় কর। আলোর কল্পনা করিতে করিতে অন্ধকারেও আলো দেখা যায়,—ইহা কেবল কল্পনারই মহিমা নহে, আলোরও মহিমা। কল্পনা সত্যের অপভ্রংশ বা ছন্দাংশ মাত্র, অসত্য নয়। শ্রীভগবান্ যে তোমার প্রাণারাম, তোমাতেই করিতেছেন অবস্থান, এই ধ্যানকে নিরন্তর জাগাইয়া রাখ। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪৩)

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী আশ্রম
২৯শে আশ্বিন, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমাকে চাকুরী দিবার প্রলোভন দেখাইয়া এবং নানাভাবে জবরদস্তি করিয়া যাঁহারা মিছামিছি একটা দীক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তুমি তাঁহাদিগের সহিত যদি কোনও কপটতা বাধ্য হইয়া করিয়াই থাক, তাহা হইলে তজ্জন্য তোমার অনুতাপ করিবার কিছু আছে বলিয়া আমি মনে করি না। কপটতা তুমি স্বেচ্ছায় কর নাই। দীক্ষার মত একটা পবিত্র জিনিষকে যাঁহারা সাংসারিক সর্ত্তের

অধীন করেন, তাঁহারা ধর্ম্মপ্রচারক নহেন, তাঁহারা পাষণ্ড : কারণ, ইহা দ্বারা দীক্ষার মর্য্যাদা-নাশ করা হইয়া থাকে। নারীমর্য্যাদানাশ ও দীক্ষার মর্য্যাদা-নাশকে আমি সমপর্য্যায়ভুক্ত বলিয়া মনে করি।

দরিদ্র হইলেই কেহ ছোট হয় না। আত্মার বলে যে বড়, সেই প্রকৃত বড়। তুমি প্রকৃত বড় হইবার চেষ্টা করিও। কে কবে তোমার দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়া তোমাকে জোর করিয়া মন্ত্রদীক্ষা দিয়া সাময়িক ভাবে শিষ্য করিয়াছিলেন, অতীতের সেই সকল দুঃস্বপ্নের কথা আর ভাবিও না বাবা।

দল বাড়াইবার বুদ্ধি লইয়া যাঁহারা কুপথ আশ্রয় করিয়াছে, তাঁহাদের কুদৃষ্টান্ত তোমাকে তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধাহীন করিয়াছে। কিন্তু বিদ্বেষ কাহারও প্রতিই পোষণ করিও না। ইঁহারা অজ্ঞান, তাই মানুষকে নিজেদের দাবার বোড়ে করিতে চেষ্টা পাইতেছেন। তুমি ব্রত লও যে, প্রত্যেক মানুষের অজ্ঞানতা তুমি দূর করিবে। সে জন্য যে সাধন, যে তপস্যা, যে পুরুষকার প্রয়োজন, তাহার অনুশীলন করিবে।

তুমি নিজে যদি মনঃপ্রাণ দিয়া সাধন কর, তাহাতেই সমস্ত জগদ্বাসী তোমার প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হইবে। বড়শী ফেলিয়া টোপ গিলাইয়া মাছ ধরিবার মত করিয়া মানুষ ধরিবার কৌশল শুভপ্রদ নহে। তোমরা এই সকল কৌশল-জাল-বিস্তারকে নিজেদের পন্থা বলিয়া কখনও গ্রহণও করিও না, স্বীকারও করিও না।

ত্যাগে ও সেবায় তোমরা অতুলনীয় ও দৃষ্টান্ত-স্থানীয় হও এবং দৃষ্টান্তের বলে মনের মানুষদিগকে আকর্ষণ কর। আর, তোমরা যে দৃষ্টান্তস্থানীয় হইতে পারিয়াছ, তাহার দরুণ যেন তোমাদের অন্তরে এক কণা অহমিকাও উপজাত না হয়। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ত্যাগী বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবক

হইবার মধ্যে এই একটা মস্ত বড় বিপদ সকল সময়েই লুকাইয়া রহিয়াছে। এই অহমিকাকে শুধু সর্প বলিলে ভুল হইবে, ইহা পুষ্পাচ্ছাদিত-তনু নয়নমনোবিভ্রামক কালসর্প।

একা একা সাধন করিয়া সিদ্ধি অর্জ্জন সুকঠিন বলিয়াই জগতে সমবেত সাধনার নানা পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। যেখানে একাধিক বা সমধিক ব্যক্তির মিলনের ফলে নিজের কর্ত্তব্যে নিষ্ঠা বাড়ে, সে স্থানে একা একা দূরে সরিয়া থাকা নিজের হাতে নিজের ক্ষতি করা ছাড়া আর কিছুই নহে।

কিন্তু সকলে মিলিয়া সাধন করিবার নাম করিয়া শেষে যাহারা কর্ত্তৃত্ব নেতৃত্ব নিয়া কলহ করিয়া উপাসনার আনন্দকে মাটি করে, তাহারা নিজেদের পায়ে নিজেরা কুড়াল মারে।

প্রেমের পাথেয় লইয়া নিয়ত পথ চল।

এই প্রসঙ্গে তোমাদের অঞ্চলের স্থানীয় ভক্তদের সকলের অবগতির জন্য কয়েকটা অতি জরুরী কথা লিখিতেছি। সমবেত-উপাসনাতে যদি এমন লোকেরা যোগদান করিতে আসেন, যাঁহারা আমার মন্ত্র-শিষ্য নহেন, তখন কি উপাসক-উপাসিকারা বলিবেন,—"চলিয়া যান মহাশয়, আপনারা আমাদের গুরুভাই বা গুরুভগিনী নহেন, এ উপাসনায় আপনাদের যোগ দিবার অধিকার নাই"—? দুই এক স্থানে এইরূপ ঘটিয়াছে। সেই সংবাদ শুনিয়া আমি গভীর মর্ম্মপীড়া অনুভব করিতেছি। প্রেমের পাথেয় লইয়া যাঁহারা পথ চলে, তাহাদের কি ইহাই আচরণ?

কর্ত্তৃত্বের নেশা, নেতৃত্বের মোহ, অন্ধ সাম্প্রদায়িকতা, সর্ব্বজনে অপ্রেম ও অপ্রীতি,—সাধারণতঃ এই সকল কারণ হইতেই এই জাতীয়

ঘটনার উদ্ভব হইয়া থাকে। জ্ঞানের অভাব, গুরূপদেশ অনুধাবনের শক্তির অভাব বা ব্যক্তিগত আক্রোশ হইতেও এই জাতীয় ঘটনা ঘটিয়া থাকে। না,—সমবেত উপাসনায় যোগ দান করিবার পবিত্র সঙ্কল্প নিয়া শুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন শরীর-মনে যাহারা আসিয়াছে, তাহাদিগকে জাতি, বর্ণ, ধর্ম্ম, সম্প্রদায় বা ইষ্টগোষ্ঠীর পার্থক্য হেতু সমবেত উপাসনায় বঞ্চিত করা চলিবে না। নিজ সম্প্রদায়ের বাহিরের লোককে তোমাদের সমবেত উপাসনায় যোগ দিতে দিবে না, এই কথার প্রকৃত অর্থ এই হইবে যে ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকদিগকে তোমরা অস্পৃশ্য, অপাংক্তেয়, অমানুষ বলিয়া গণনা কর।—ইহা অপ্রেমের এক অতিশয় প্রকট লক্ষণ জানিবে। ইহা তোমাদের যোগ্য হইবে না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৪)

হরি-ওঁ

পুপুন্কী আশ্রম

২৯শে আশ্বিন, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র পাইলাম। তোমার যাহা অবস্থা, দেশের লক্ষ লক্ষ লোকের তাহা অবস্থা। এই অবস্থা প্রতিজনকে সংগ্রাম করিয়া দূর করিতে হইবে। করুণা ভিক্ষা করিয়া দেশব্যাপী দারিদ্র্য দূর হইতে পারে না। সহস্র বিপর্য্যয়কর অবস্থার মধ্যেও তোমাদিগকে আত্ম-

শক্তির প্রয়োগ করিয়াই দারিদ্র্য-ব্যাধির বিনাশ সাধিতে হইবে। অক্ষমের করুণ ক্রন্দনে কোনও লাভ হইবে না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৫)

হরি-ওঁ

পুপুন্কী আশ্রম

৩০শে আশ্বিন, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

ডিব্রুগড় হইতে সুধাংশু আসিয়াছে। পুপুন্কী আশ্রম দেখিবে। কি দেখাইব? ভিক্ষা করি নাই, চাঁদা তুলি নাই, শিষ্য-ভক্তদের নিকট হইতে টাকা তুলি নাই, অথচ মরুভূমির বুকে জলাশয় করিয়াছি, সিকি মাইল পথ তাহাতে সাঁতার কাটিতেছি। এই মাটিতে চুঁয়া খুঁড়িতে খুঁড়িতে একদা বরদার হস্ত রক্তাক্ত হইয়াছে, একদা এক বিন্দু তৃষ্ণার বারির জন্য শ্রমক্লান্ত শরীর আমার মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে লুটাইয়াছে। সেইখানে আজ বত্রিশ বৎসরের পরিশ্রমে সিকি মাইল লম্বা জলাশয় হইয়াছে। সুধাংশুর পক্ষে ইহা দেখিবার মত জিনিষ।

কিন্তু তোমাদের পক্ষে ইহা কি? তোমরা ত দেখিতেছ, এখানে কলেজ হয় নাই, হাসপাতাল হয় নাই, দানসত্র বসে নাই, আকাশচুম্বী একটা মন্দির হয় নাই। সুতরাং বত্রিশ বছরে এখানে কিছুই হয় নাই। অতএব দেখিবার মত এখানে কিছুই নাই।

তোমাদের যুক্তিতে কোনো ভুল নাই কিন্তু বুদ্ধিতে ভুল রহিয়াছে।

কিজন্য এই বত্রিশ বৎসর ব্যাপী নিদারুণ কৃচ্ছ্র ও দুঃখবরণ, তাহা তোমরা বুঝিতে পার নাই। হাজার টন কথার চাইতে এক রতি কাজের দাম বেশী, আবার হাজার টন কাজের চাইতেও এক রতি নিখুঁত আদর্শের দাম বেশী। আমি স্বাবলম্বনের মহিমা জানিতে, বুঝিতে, জানাইতে, বুঝাইতেই অভিক্ষার ব্রত লইয়াছি। আমার এই সুদীর্ঘ-কালব্যাপী শ্রম একদা সেই তোমাদেরই কাজে আসিবে, যাহারা আজ আমাকে বারংবার বিচিত্র ভাষায় পত্র লিখিতেছ যে, কেন আমি জন-কল্যাণে অনেক কিছু করিলাম না। জনকল্যাণ আমি করিবই, এমন কোনও প্রতিশ্রুতি তোমাদের আমি দিতে পারিতেছি না; জনকল্যাণ হইতে আমি বিরত থাকিব, এমন কথাও বলিতেছি না। আমার একমাত্র বক্তব্য এই যে, আমি আমৃত্যু ইহাই চেষ্টা করিব যে, ভিক্ষা না করিয়া, চাঁদা না তুলিয়া ক্ষুদ্র বা বৃহৎ কতটুকু কাজ করা যায়। আমি ভিক্ষা চাহিয়া জনসাধারণকে বিব্রত করি নাই, এজন্য তাঁহারা আমাকে ধন্যবাদ দিতে পারেন। কিন্তু তোমরা তাহার বিপরীত মনোভাব পোষণ করিতেছ। একথা ভাবিয়াই তোমাদের আফশোষের অন্ত নাই যে, আমি ভিক্ষা করিলে অনেকগুলি কলেজ ও হাসপাতাল গড়িতে পারিতাম।

তোমরা কিন্তু বেজায় ভুল বুঝিয়াছ বাবা। ভিক্ষা করা অপেক্ষা ডাকাতি করা অনেক ভাল। ভারতের অনেক ধনকুবের দিন-দুপুরে ডাকাতি করিয়া কোটি কোটি মুদ্রা অর্জ্জন করিতেছেন এবং নিজেদের ঐহিক প্রয়োজনকে লক্ষ্যে রাখিয়া কলেজ ও হাসপাতালের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা দিতেছেন। যে-কোনও প্রকারেই কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিতে না পারিলে যদি তোমাদের দৃষ্টিতে আমার মূল্য এক

কাণাকড়ির অধিক না হয়, তাহা হইলে তোমরা আমাকে ভিক্ষুক হইবার আশীর্ব্বাদ না করিয়া ডাকাত হইবার আশীর্ব্বাদ কর। তাহা হইলে বহু ডাকাতের নিকটে চাঁদার জন্য না গিয়া একা একটা ডাকাতই কোটি কোটি টাকা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের জন্য দিতে পারিবে।

কিন্তু পাপের অর্থে সৎকাজ হয় না। এক পাপ অন্য পাপকে প্রসব করে। পাপের অর্থ পাপী সৃষ্টি করে। অপরের প্রতিষ্ঠা হরণ করিয়া নিজেকে বিরাট জনকল্যাণ-প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া জাহির করার চেষ্টা এদেশে হইয়াছে কিন্তু সকলের অজানিত গুপ্ত প্রতারণা প্রতিষ্ঠানের আশ্রিতদের চরিত্রগত ক্ষতির মধ্য দিয়া নিজেকে প্রকাশ করিয়াছে। যেন-তেন-প্রকারেণ একটা প্রতিষ্ঠান গড়াকেই খুব সুবুদ্ধির কাজ মনে করিও না।

এই বত্রিশটা বৎসর ধরিয়াই ত' তোমরা আমাকে দেখ নাই। একাদিক্রমে এতগুলি বছর কোথায় আমি কি করিয়াছি, তাহা তোমরা জান না। আমি কি বসিয়া রহিয়াছিলাম? কেবল কাজই আমি করিয়া গিয়াছি। তবে সে কাজ দশজনের পছন্দমত হইল কিনা, তাহা আমি খোঁজ করিতে যাই নাই। এই বত্রিশ বৎসরের বহুপূর্ব্ব হইতে যেই কাজ আমি নীরবে এবং একাকী করিয়া যাইতেছিলাম যুবক-সমাজের মধ্যে, ঠিক সেই কাজটাই আমি এই সময়েও করিয়াছি। আজও করিতেছি। আশ্রম স্থাপন তার তুলনায় অপেক্ষাকৃত গৌণ কাজ। সারা বৎসরই মানুষ কেবল দেশের পর দেশ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে পারে না। তার মাঝে মাঝে এক স্থানে দাঁড়াইতে হয়। আমার সেই দাঁড়াইবার স্থানগুলিই আশ্রম। আমি যে দেশের পর দেশ বেড়াইয়াছি, তাহার জন্য জনসাধারণের স্কন্ধে ব্যয়-ভার চাপাই

নাই। সমালোচনার ক্ষুরধার যুক্তিগুলি প্রয়োগ করিবার আগে তোমরা এই কথাটুকু চিন্তা করিও। এই সেদিন পর্য্যন্ত আমার নিজের কেনা পেট্রোম্যাক্সটা না জ্বলিলে সন্ধ্যার পরে জনসভায় আলো হইত না। এই সেই দিন পর্য্যন্ত ভাষণ দিবার হলের ভাড়া নিজে মিটাইয়াছি। মাসেক পরে আমাকে একটা ভ্রমণে বাহির হইতে হইবে, যাহাতে কয়েকটা স্থানে হল, আলো, বিছানা ও মাইক্রোফোণের ভাড়ার ব্যবস্থা আমাকেই হয়ত করিতে হইবে। লোকে আমার বক্তৃতা শুনিতে ভাল-বাসেন কিন্তু তাই বলিয়া এই জিদ আমি করি নাই যে, অধিবেশনের ব্যয়-ভার তাঁহাদেরই বহন করিতে হইবে, ভাষণকালে নিজের আশ্রমের প্রয়োজন বা অবস্থার কথাও বলি নাই। আমি সকলের কাছে বলিয়া আসিতেছি সকলের প্রয়োজনীয় কথা, আমার প্রয়োজনের কথা বলিবার জন্য ত যাই নাই। তোমরা অন্ধ, তোমরা অজ্ঞান, তাই আফশোষ করিয়া মরিতেছ যে, আমি কেন লক্ষ লক্ষ টাকা চাঁদা তুলিয়া একটা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়া গেলাম না। তোমাদের বালসুলভ এই সকল ভ্রম কবে দূর হইবে?

তোমাদের ওখানে সম্প্রতি দুইটী উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ঘটিয়া গেল। একটী হইতেছে, তোমাদের জনৈক গুরুভ্রাতার মাতার অখণ্ডমতে শ্রাদ্ধ। অপরটী হইতেছে, তোমাদের সাংস্কৃতিক সম্মেলন। এই দুইটী অনুষ্ঠান সম্পর্কে আমি আমার বক্তব্য বলিতে চাহিতেছি। মনঃপূত না হইলেও চিন্তা করিয়া আমার কথাগুলির বিচার করিও।

পিতৃ-মাতৃ-ভ্রাতৃ-পরিজন-বিয়োগে শ্রাদ্ধ অবশ্যই কর্ত্তব্য। স্মার্ত্ত-বিধিমতে শ্রাদ্ধ করিতে যাঁহার শ্রদ্ধা আছে, তাঁহাকে তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করা ভাল নহে। কিন্তু ঐরূপ শ্রাদ্ধ এবং পৌরহিত্যমন্ত্রে

যাঁহার শ্রদ্ধা-বিশ্বাস নাই, তাঁহাকে অন্য যে-কোনও বিধিতে শ্রাদ্ধ করিতেই হইবে। কেহ যদি স্বেচ্ছায়, সাগ্রহে, নিজের অন্তরের শ্রদ্ধা-বুদ্ধি হইতে অখণ্ডমতে শ্রাদ্ধ করেন, তবে তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকার সহায়তা দিতে হইবে। এই শ্রাদ্ধকার্য্য সুষ্ঠুরূপে অনুষ্ঠিত হইবার পরে মনে তোমরা কখনও এমন ভাব পোষণ করিও না যে, কুলপ্রথানুযায়ী কাজে যাঁহাদের শ্রদ্ধা, তাঁহাদের উপরে তোমরা একটা টেক্কা মারিলে। পৃথিবীর নানা জাতি নানা মতে শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হইলে সকল প্রথাতেই ফল এক। এই কারণে কাহারও শ্রাদ্ধ প্রভৃতিকে নিন্দা করা বা হেয় জ্ঞান করা উচিত নহে। মৃত্যুর পরে আত্মা কোথায় যান, কি ভাবে থাকেন, ইহা নিয়া নানা মুনির নানা মত কিন্তু মৃতের কল্যাণ ও তৃপ্তি সাধনের জন্য শ্রাদ্ধীয় অনুষ্ঠান শ্রাদ্ধকারীর ভক্তি, বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার মধ্য দিয়া অনুষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। প্রত্যেক জাতিই অনন্ত অতীতের অনেক সংস্কার এখনও সঙ্গে করিয়া বহন করিতেছে। অতীতের প্রেতপূজা ব্রহ্মসাধনে রূপান্তরিত হইতে কয়েক লক্ষ বৎসর প্রয়োজন হইয়াছে। পরস্পরের সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত ভিন্ন ভিন্ন দেবদেবীদের বেদের মন্ত্রে স্থান পাইতে অনেক শতাব্দী পার হইয়াছে। বৈদিক ঋষিদের দেবতাদের সহিত অবৈদিক ঋষিদের দেবতাদের কলহ, দ্বন্দ্ব ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়া মিলন-সাধন হইতেও কত শতাব্দী চলিয়া গিয়াছে। প্রস্তর-যুগের অন্ধ সংস্কার বর্ত্তমান অ্যাটম-যুগের মানুষের মনে এখনও জোঁকের মত লাগিয়া আছে। এমত অবস্থায়ও কাহারও রুচি না হইলে সে স্মার্ত্তবিধি মতে শ্রাদ্ধ না করিতে পারে, অখণ্ড মতেই করিতে পারে, কিন্তু স্মার্ত্তবিধির অনুসরণকারী-দিগকে সে নিন্দা-বিদ্রূপ করিতে পারে না। স্মার্ত্তবিধি প্রচলনের পূর্ব্বে

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, DHANBAD

কি কি বিধিতে শ্রাদ্ধ হইত, তাহা নিয়া গবেষকেরা পরিশ্রম করিতেছেন। সকল ব্যাপারেই বিধির পরিবর্ত্তন যুগে যুগে হইয়াছে। ইহাকে পুরাতনের উপরে নূতনের বিজয় বলিয়া ব্যাখ্যা করা ভুল হইবে। ইহাকে পুরাতনের নবীকরণ বলা যাইতে পারে। প্রাচীন সত্যই নূতন ভাবে আত্মপ্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

তোমরা যে সাংস্কৃতিক সম্মেলনটী করিয়াছিলে, তৎসম্পর্কে তোমাদের প্রচারিত আমন্ত্রণ-পত্র এবং স্থানীয় সাপ্তাহিক পত্রিকা-বিশেষের মন্তব্য পাঠ করিলাম। দুইটী কর্ম্মীর কাছ হইতে দুইখানা বিবরণ আসিয়াছে। তাহাদের লেখার মধ্যে কিছুটা স্বতোবিরোধ লক্ষ্য হইল। আমি যাহা অনুভব করিয়াছি, তাহা আর পত্রে নাই লিখিলাম। তোমাদের মুখে সব শুনিয়া নিজ মন্তব্য বলিব। অনুমান হইল, অনুষ্ঠান সফল হয় নাই। অসফলতার কারণ রূপে তোমরা অতিথি-বিশেষের অনুপস্থিতি এবং বিকাল বেলার বৃষ্টিকে দায়ী করিয়াছ। প্রভাবশালী অতিথি অনুপস্থিত হইলে অনুষ্ঠানের ক্ষতি হয়ই, ইহা অস্বীকার করি না। বৃষ্টির ফলে কিছু লোকসংখ্যা কমে, তাহাও সত্য। কিন্তু তোমাদের আসল ত্রুটিটা কোথায়, তাহা কি তোমরা লক্ষ্য করিয়াছ? প্রচার তোমরা উপযুক্ত ভাবে কর নাই। যাহারা কেবলই প্রতিশ্রুতি দিয়াছ যে খুব প্রচার করিবে, কার্য্যকালে তাহারা অনেক অবান্তর কাজে নিজেদের ব্যাপৃত রাখিয়াছ। দ্বিতীয়তঃ তোমরা তোমাদের আমন্ত্রণ-পত্রে তোমাদের উদ্দেশ্যকে প্রচার না করিয়া নিজ নিজ নাম প্রচার করিয়াছ। কে সভার কাজে সভাপতিকে সহায়তা করিবে, কে সঙ্গীতের সময়ে গায়ক-গায়িকাদের নাম ডাকিবে, কে মঞ্চের রূপসজ্জা করিবে, কে অভ্যাগতদের স্বাগত জানাইয়া নিজ নিজ স্থানে বসাইবে, কে প্রচার-সচিবের কাজ

করিতেছে, কে সকলের মধ্যে সমন্বয় করিবে, ইত্যাদি করিয়া বহু মামুলী ও অভিনব পদ ও অধ্যক্ষতার সৃষ্টি করিয়া ছাপার হরফে তোমরা তোমাদের তালিকা নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের গৃহে পৌছাইয়াছ। এ কথা মনে করিলে কি ভুল হইবে যে, তোমাদের আত্মপ্রচারের বহর দেখিয়া কিছু কিছু বুদ্ধিমান লোক আগে হইতেই স্থির করিয়া বসিয়াছিলেন যে, এই অনুষ্ঠানে তাঁহারা আসিবেন না?

প্রচার ভাল ভাবে হইলে এবং অনুষ্ঠানে পাওয়ার মত জিনিষ পাওয়া গেলে জনতার ভিড় বৃষ্টিতে আটকাইতে পারে না। এই ত সেদিন আমরা প্রবল বৃষ্টিতে ভিজিয়া কুচবিহার, আলিপুরদুয়ার ও ধর্ম্মপুরে ভাষণ দিয়া আসিলাম। জনতা ত কম হয় নাই। বৃষ্টিতে ভিজিয়াও ত লোকেরা কথা শুনিয়াছেন। খোলা আকাশেই ত মহিলা এবং ভদ্রলোকেরা অবস্থান করিয়াছেন। কয়েক বৎসর আগে ডিব্রুগড়ে ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যতর ব্যাপার ঘটিয়াছে। মুষলধারে বর্ষণ আর বজ্র-গর্জ্জন চলিতেছে, তিন তিনটা মাইক আমাদের মুখের সম্মুখে দেওয়া হইয়াছে, শ্রোতৃমণ্ডলীর পায়ের গোড়ালি কাদায় ডুবিয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে সন্তান কোলে লইয়া জননীরা পর্য্যন্ত ভাষণ শুনিতেছেন। অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তারা নিজেদের প্রচার করেন নাই। প্রচার করিয়াছেন তাঁহাদের উদ্দেশ্যকে। ইহাই তাঁহাদের অনুষ্ঠান-সাফল্যের প্রধান কারণ।

তোমাদের কাজগুলি হইতে তোমরা আত্মপ্রচারকে নির্ব্বাসন দাও। মানুষকে আকর্ষণ কর প্রেমে। অন্য আকর্ষণ মিথ্যা। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৬)

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী আশ্রম
১লা কার্ত্তিক, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্রে তোমার পুত্রের অন্নপ্রাশন সংবাদে অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। আড়ম্বর করিয়া ছেলের মুখে অন্ন দেওয়াকেই অন্নপ্রাশন বলে না, অন্নকণা তাহার মুখে তুলিয়া ধরিবার কালে উপস্থিত সকলের অন্তরে প্রবল ভাবে এই প্রেরণা জাগরিত হওয়া প্রয়োজন যে, এই শিশু যেন জীবন ভরিয়াই প্রতি কণা অন্নের সহিত বিপুল সঙ্কল্পে জগৎ-কল্যাণের সাধন করিয়া যায়। আর, অন্নপ্রাশনের পরদিনই যেন পিতা-মাতার ও প্রতিবেশীদের মন হইতে এই কথাটী মুছিয়া না যায়, তার-পরেও যেন সুদীর্ঘকাল এই কথাটী তাহাদের প্রাণে অহরহই জাগিয়া থাকে। আশীর্ব্বাদ করি, এই শিশু দীর্ঘজীবী হউক এবং জগদ্বাসী সকলের প্রতি প্রেমের অমিয় অকাতরে বর্ষণে হউক তৎপর ও সুসমর্থ। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪৭)

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী আশ্রম
১লা কার্ত্তিক, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

সমবেত উপাসনাতে যেখান হইতেই যে উপস্থিত হও, প্রত্যেকেই লক্ষ্য রাখিও, তোমাদের কাহারও কোনও ত্রুটিতেই যেন মিলনের এই আনন্দ-কেন্দ্রটী বৃথা চাঞ্চল্যে বা কলহে বিষাক্ত না হয়। সকলে সকলকে সহিয়া চলিও, সকলে আত্মসংশোধনের চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে অপরাপরকে সংশোধিত করিতে প্রয়াসী হইও। উপাসনার গাম্ভীর্য্য-নাশক চপলতাকে সকলেই শক্ত ভাবে শাসন করিও কিন্তু ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির রেষারেষি যেন এই উপলক্ষ্যে আবার দানা না বাঁধিয়া ওঠে। মনকে তোমরা ছোট হইতে দিও না। মনকে সর্ব্বদা প্রশান্ত এবং প্রসন্ন রাখিও। অপরের অতীত জীবন লইয়া আলোচনা তোমরা যত্নপূর্ব্বক বর্জ্জন করিও। সমবেত উপাসনার পবিত্র আসর তোমাদের ক্ষমার, প্রেমের ও সত্যিকারের মিলনের মঞ্চ হউক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪৮)

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী আশ্রম
১লা কার্ত্তিক, ১৩৬৫

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমাদের অঞ্চলের অধিকাংশ লোকই অশিক্ষিত। এইজন্য এখনও সাধারণ লোকেরা বয়স্ক ব্যক্তির মুখের কথা বেদবাক্য বলিয়া জ্ঞান করে। ইহার একটা শুভফল এই আছে যে, লোককে ইচ্ছা

করিলে তোমরা বয়স্কেরা সত্যই শুভপথে চালিত করিতে পার। কিন্তু ইহার অশুভ ফল এই যে, তোমরা নিজেদের ব্যক্তিগত কর্তৃত্ববোধ হেতু যখন লোককে বিপথে চালিত কর, তখন তাহারা তাহা বুঝিতে অক্ষম হয় এবং গড্ডলিকা-প্রবাহের ন্যায় না বুঝিয়া অপথে পদার্পণ করে।

সম্প্রতি তোমাদের গ্রামের চতুষ্পার্শ্ব হইতে কয়েকখানা গ্রামের কয়েকজন ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি এই এক অভিযোগ করিয়া পত্র পাঠাইয়াছেন যে, তুমি নিজের কর্তৃত্ব-বুদ্ধিতে অন্ধ হইয়া সমবেত উপাসনার মধ্যে নিত্য-নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তন করিতেছ এবং নিরীহ লোকদের সরল অসন্দিগ্ধ মনে সংশয় ও দ্বিধা জাগ্রত করিয়া ঐক্যের পরিবর্ত্তে অনৈক্যের সৃষ্টি করিতেছ।

অভিযোগ কতটা সত্য আর কতটা মিথ্যা, তাহা নিরূপণ করিবার জন্য আমি ব্যগ্র নহি। আমি চাহি যে, তোমাকে এখন হইতে এমন ভাবে চলিতে হইবে, যাহাতে কেহ কোনও অভিযোগ করিবার কারণ না পায়। মনে রাখিও, তুমি যে সমবেত উপাসনায় যোগ দিতে পারিয়াছ, ইহা তোমার মহৎ ভাগ্য এবং যাঁহারা আসিয়া যোগদান করাতে ইহা সমবেত মূর্ত্তি পাইল, তাঁহাদের নিকটে তোমার থাকিতে হইবে কৃতজ্ঞ। নিজের জন্য যে যশ বা কর্তৃত্বের প্রয়োজন, এই ধারণা মন হইতে দূর করিয়া দাও। ভগবানের প্রতি পরম প্রেম তোমার কার্য্যের প্রেরয়িতা হউক। কর্ত্তা হইতে চাহিলেই অনৈক্য আসিবে। হাজার সেবক এক সঙ্গে কাজ করিতে পারে কিন্তু দুই তিনজন কর্ত্তা জুটিলে দেখিতে না দেখিতে অশ্বমেধ-রাজসূয় দক্ষযজ্ঞে পরিণত হয়।

সমবেত উপাসনার মধ্যে নিত্য-নূতন প্রথা ও নিয়মের সৃষ্টি হইতেও তোমরা বিরত হও। আমার নির্দেশ বুঝিতে তোমাদের ক্লেশ হইলে

তার জন্য আমাকেই জিজ্ঞাসা করিতে পার। জনে জনে নূতন নূতন প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়া তোমরা ভাবী সাধককুলের মহতী ক্ষতি সাধন করিতেছ আর আধুনিক সাধকদিগকে দিতেছ দ্বিধা-উপহার। ইহা আমার সন্তানের যোগ্য কাজ নহে। ভাবী মানবকুলের প্রতি তোমরা প্রেমশীল হও। তাহাদিগকে দ্বিধাদ্বন্দ্বমুক্ত, সংশয়-বিবর্জ্জিত ও নিষ্ঠাবান্ রাখিবার জন্য তোমাদের মধ্যে নিয়ম ও নিষ্ঠার আবশ্যকতা অত্যধিক। এমন একটা জরুরী কথা তোমরা ভুলিয়া যাইও না।

সমবেত উপাসনার প্রসাদ-বিতরণ-কালে হৈ-হল্লোড় ও হুড়াহুড়ি একটা জীবন্ত বর্ব্বরতার পরিচয় বহন করে। তোমরা এই বর্ব্বরতাটা তোমাদের মধ্যে প্রবেশ করিতে দিও না। কিন্তু যদি দেখা যায় যে, কাহারও গৃহ দূরে, পথ চলিতে হইবে একাকী, আবার মূর্চ্ছা-রোগ আছে, এই জাতীয় ক্ষেত্রে দুই একজনকে আলাদা করিয়া দ্রুত বিদায় দিবার ব্যবস্থা দোষের নহে। কিন্তু এইরূপ ব্যবস্থায় অনেক সময়ে অবুঝ লোকদের অকারণ উত্তেজনা সৃষ্টি হওয়াও বিচিত্র নহে। সুতরাং রুগ্ন অসুস্থ দুর্ব্বল লোকদের সম্পর্কে প্রসাদ বিতরণের বিশেষ ব্যবস্থা সকল সময়ে সম্ভব নহে। কিন্তু কাহারও প্রতি কটুবাক্য না কহিয়া কাহারও প্রতি অনুরাগ-বিরাগ না দেখাইয়া অপক্ষপাত ধীরতা সহকারে বচন-বিন্যাস করিলে তাহা অনেক উত্তেজনার কারণ প্রশমিত করিয়া থাকে। তুমি সেই দিকে লক্ষ্য দিও। সমবেত উপাসনা করিলে কলহ বাড়াইবার জন্য, প্রসাদের ব্যবস্থা করিলে লোকের মর্ম্মান্তিক ক্লেশ উৎপাদনের জন্য, ইহা কোনও লাভজনক কথা নহে। যেই প্রেম, যেই মমতা, যেই আত্মীয়তাকে প্রগাঢ় করিবার জন্য তোমাদের সমবেত প্রযত্নে উপাসনা, তাহা হইতেই যদি দূরে সরিয়া গেলে, তাহা হইলে

আর উপাসনাই বা কেন, প্রসাদের আয়োজনই বা কেন। ভোগ-নৈবেদ্য ছাড়াও উপাসনা হয়, এই কথাটি তোমরা প্রত্যেকে জানিয়া লও। প্রসাদের ব্যাপার লইয়া সমবেত উপাসনায় কলহ জন্মিলে ভোগ-নৈবেদ্যের ব্যবস্থা তুলিয়া দিতে হইবে। উপাসনায় ভক্তিই আসল নৈবেদ্য, আর সেই ভক্তিকে বাড়াইবার জন্য পুষ্প-বিল্বপত্র-তুলসী-চন্দনই যথেষ্ট শক্তিশালী। ভোগ-নৈবেদ্য সাজাইয়া কতকগুলি লোভী রসনা-বিবশ দুর্ব্বলচেতা অভাজনকে আকৃষ্ট করিয়া তাহার উপলক্ষ্যেই নানা ঝগড়া-কলহ ভাল নহে।

এতাবৎ যাহা কহিলাম, তাহাতে এরূপ মনে করিও না যে, তোমরা যাহারা সমবেত উপাসনাকালে বসিবার ব্যবস্থা কর, বেশী পয়সা খরচ কর, উপাসনার সুর ভাল জান মনে করিয়া প্রথম পংক্তিতে বস, প্রসাদ-বিতরণের ব্যাপারে কর্ত্তালি কর, তাহাদের মধ্যে যে সকল দোষ প্রায়ই আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে, সেগুলিকে আমি সমর্থন করিতেছি। সেগুলি তোমাদের নিজেদের চেষ্টায়ই সংশোধন করিতে হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪৯)

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী আশ্রম
১লা কার্ত্তিক, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

গৃহে নিরাপদে পৌঁছিয়াছ জানিয়া সুখী হইলাম। পিতামাতা

ও অন্যান্য গুরুজনদিগকে সুবিনীত সেবা দ্বারা তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করিবে। ব্রহ্মচর্য্য-পালন জীবনের প্রথম তপস্যা, দ্বিতীয় হইতেছে হিতকারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা।

মাত্র কয়েক মাস আশ্রমবাস করিয়া গিয়াছ। জীবন এখনও সেবার ব্রতে অর্পণ কর নাই। এখনই তোমার নামের পিছে "ব্রহ্মচারী" শব্দটী ব্যবহার করিবার অনুমতি আমি দিতে পারি না। পরমেশ্বরে নিজের সত্তাকে ডুবাইয়া রাখিবার চেষ্টা অহর্নিশ চালাও। একদা ব্রহ্মচারী হইতে পারিবে।

সাংসারিক কর্ত্তব্যকে অবহেলা করিয়া ত্যাগী যোগী সন্ন্যাসী হইয়া আশ্রমবাস করিতে আমি কাহাকেও উৎসাহ প্রদান করি না। তবু তোমরা অনেকেই এখানে আসিয়াছ। সংসারে ফিরিয়া গিয়া বিবাহ তোমরা প্রতিজনেই না করিতে পার, কিন্তু বীর্য্যবান্ সমাজ-সেবক রূপে তোমাদের আত্মপ্রকাশ করা চাই। আমার আশ্রমে তোমরা ভিক্ষান্ন খাইবার সুযোগ পাও নাই। আমার শ্রমার্জ্জিত অন্ন তোমাদের মুখে তুলিয়া ধরিয়াছি। তোমরাও নিজেদের শ্রমের দ্বারা আমার অন্ন বাড়াইয়াছ। এমন পবিত্র অন্নে যাহারা দুইটা দিনও প্রাণরক্ষা করিয়াছে, সমাজের সেবায় তাহাদের পৌরুষপূর্ণ আত্মদান আমি প্রত্যাশা করিতে পারি।

জীবনে সার্থকতা শুধু একটী জিনিষে। তাহা হইতেছে পরার্থে আত্মবিসর্জ্জন। তাহার যোগ্যতা আসে সর্ব্বজীবে অকৈতব প্রেম থাকিলে। সেই প্রেম জন্মে ভগবানের চরণে নিজেকে নিঃশেষে সমর্পণ করিলে। ভগবানে আত্মনিমজ্জন সম্ভব হয় নিয়ত তাঁহার পুণ্যনাম

স্মরণ ও অনুস্মরণের দ্বারা। সেই স্মরণ ও অনুস্মরণ সৎসঙ্গের ফলে সহজ হয়। তেমন সৎসঙ্গ নিয়ত করিও।

জীবনে একটী মুহূর্ত্তের জন্যও আলস্য আর ভয় এই দুই জিনিষকে প্রশ্রয় দিও না। একটী ঘুণের মত সকল সদ্‌গুণ বিনাশ করে, অন্যটী অজগর সর্পের ন্যায় সর্ব্বস্ব গ্রাস করিয়া অস্তিত্ব-লোপ করিয়া দেয়। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫০)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১৫ই আশ্বিন, ১৩৬৫

পরমকল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

কে তোমার নামে কি অভিযোগ করিল, আর লোকে তজ্জন্য কি বলিল, তাহার উপরে গুরুত্ব আরোপ করিও না। অপরের মনে ক্লেশ উৎপাদন না করিয়া নিজ কর্ত্তব্য প্রতিপালনের চেষ্টায় সর্ব্বদা সর্ব্বথা যতমান রহিও।

ভারত সরকারের দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনার মধ্যে কোথায় যেন একটু ফাঁক, ভুল বা বিভ্রান্তি রহিয়াছে। তাহা কেহ ধরিতে পারিতেছে না। কিন্তু এই পরিকল্পনার মধ্য দিয়া পুনর্ব্বাসন যাহাদের পক্ষে সম্ভব, তাহাদের পক্ষে সাগ্রহে সুযোগকে গ্রহণ করা উচিত। তোমাদের মজ্জাগত বিশ্বজনীনতা তোমাদিগকে ডাকিতেছে, ইহাই মনে করিয়া লও।

দণ্ডকারণ্যে গিয়া তোমরা খর-দূষণে পরিণত হইবে না, তোমাদের মাতা, ভগিনী ও কন্যারাও সূর্পনখা হইবে না। রামচন্দ্র সেই বনে গিয়াছিলেন কিন্তু সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করিয়া আসিতে পারেন নাই, কেবল রাক্ষস-বধ, কবন্ধনিপাত আর সীতা-বিরহই সৃষ্টি করিয়াছেন। তোমরা যাইয়া অভিনব সৃষ্টির পত্তন কর। ইহা যদি তোমাদের ধ্বংস করিয়া ফেলিবারই ষড়যন্ত্র হইয়া থাকে, তোমরা গিয়া প্রমাণ কর যে, তোমাদের ধ্বংস করা যায় না। ইহা যদি তোমাদের যোগ্যতার প্রতি চ্যালেঞ্জ হইয়া থাকে, তোমরা প্রমাণ কর যে, তোমাদের যোগ্যতাকে হেয় বলিয়া দেখাইবার অধিকার কাহারো নাই। ভারত সরকারের চেষ্টায় ভ্রান্তি বা দুর্ব্বলতা থাকিতে পারে, কিন্তু তাঁহাদিগকে হেয় করিবার জন্য যে সকল রাজনৈতিক দল উদ্বাস্তুদিগকে ক্ষেপাইতে চাহিতেছে, তাহাদের বুদ্ধিতে চলিবার কোনও প্রয়োজন নাই।

তোমাদিগকে আমি এই শিক্ষাই দিয়াছি, সর্ব্বাগ্রে তোমরা মানুষ,—পরিবারের মানুষ, সমাজের মানুষ, দেশের মানুষ এবং সর্ব্বশেষে জগতের মানুষ। একটা মানুষের ভিতরে বিশ্বের মানব লুকাইয়া আছেন, তোমরা সেই মানুষ। বিদেশ বলিয়া কোনও দেশকে তোমরা ভয় পাইতে পার না। বিজাতি বলিয়া কোনও জাতির পরিবেষ্টনে পড়িতে তোমাদের আতঙ্ক হওয়া উচিত নহে! তোমরা যে পূর্ব্ববঙ্গ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছ, ইহাই ত তোমাদের এক নম্বর ভুল হইয়াছে। জোর করিয়া জন্মভূমিতে তোমাদের বসিয়া থাকা উচিত ছিল। তাহা যখন পার নাই, তখন আজ আন্দামান বা দণ্ডকারণ্যকে ভয় করিলে চলিবে কেন? তোমাদের বঙ্গীয় সংস্কৃতিকে নষ্ট করিবার জন্যই যদি কেহ তোমাদিগকে দূর-দূরান্তরে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন,

তাহা হইলে কিছুকাল পরেই তাঁহারা দেখিবেন যে তাঁহারা নিদারুণ ভ্রান্ত। বরং দেখিতে না দেখিতে দিকে বিদিকে তোমাদের চিরস্থায়ী গৌরব-পতাকা উড্ডীন হইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহুদিদের মতন নিজেদিগকে তোমরা গৃহবিতাড়িত বলিয়া কেন মনে করিতেছ। তোমরা নূতন ইহুদি নহ, তোমরা নূতন যুগস্রষ্টা। এই বোধ লইয়া তোমরা নূতন নূতন দেশে নির্ভয়ে ছুটিয়া যাও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫১)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১৫ই কার্ত্তিক, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। তুমি এক্ষণে আশ্রমীয় পরিচয় ধুইয়া ফেলিয়া সংসারের পরিচয়ে জগতে চলিতে চাহিতেছ দেখিয়া সুখী হইয়াছি। সংসারে যাহার প্রয়োজন আছে, তাহার পক্ষে আশ্রমীয় ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া চলিতে থাকা সত্যই লোক-প্রবঞ্চনাকর। আশ্রমের ব্রহ্মচারী পরিচয়ে একদা তুমি জনসমাজে যে সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলে, সরল সহজ অনাড়ম্বর অকপট সংসারী জীবন যাপন করিলে মানুষ তোমাকে তাহা অপেক্ষা কম সম্মান বা প্রতিপত্তি দিবে না। লোকে পূজা করে মানুষটাকে, গেরুয়াকে নহে, কৌপীনকে

নহে, জটাজুটকে নহে, গগনচুম্বি-উপাধি-সম্বলিত বিরাট বিশাল নামটাকে নহে। জগতে চিরকালই মানুষের পূজা, জগতে মানুষই পরম সত্য। তুমি সেই মানুষটী হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫২)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

২৪শে কার্ত্তিক, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

হাজার পত্র জমিয়া আছে, কাহার পত্র বা পড়ি, কাহার পত্রের বা জবাব দেই। এই কয়দিন মনের সাধে কেবল চিঠি পড়িয়াছি আর ছিঁড়িয়াছি। যে যাহা প্রার্থনা করিয়াছে, তাহার সেই প্রার্থনা পূরণ হউক, এই আশীর্ব্বাদটী অকপট ও সরল মনে করিয়া তাহার পত্রখানা ছিন্ন করিয়াছি। এজন্য বিগত দশ বারো দিন খুব অল্প লোকেই পত্র পাইয়াছে। আর যাহারা পত্র পাইয়াছে, তাহাদের জবাব নিতান্তই দুই চারি কথাঙ্ক সারিয়া দিয়াছি। ইহাতে অনেকে মনঃক্ষুণ্ণ হইবে। কিন্তু ইহারা যদি বিশ্বাস করিত যে, আমাকে পত্র লিখিয়া পত্রখানা ডাকে দেওয়া মাত্রই প্রার্থনা পূরণ সুরু হয়, তবে ইহাদের অনেকেরই মনঃক্ষোভের কারণ থাকিত না। আজকাল লোকে গুরু করে হঠাৎ এবং হুজুগে কিন্তু গুরুবাক্য বিশ্বাস করে না। এজন্যই গুরুর আশীর্ব্বাদ

৮

জীবনের উপরে প্রত্যক্ষ ভাবে ফলিতে দেখিয়াও তাহার পরে আবার ডজন ডজন পত্রের জন্য অনর্থক ও অসার্থক ব্যাকুলতা প্রদর্শন করিয়া থাকে।

তোমার পত্রখানা মামুলি ধরণের নহে। এই জন্য ইহার জবাব বিস্তারিত দিতেছি। আজই আমি কয়েক ঘণ্টা পরে মালদহ জেলায় রওনা হইতেছি, সুতরাং যতটা বলিবার কহিবার আছে, তাহা বলিতে পারিব না। সংক্ষেপে যতটুকু বিস্তার হইল, নিজে সত্য সত্য সাধন করিয়া তাহার অতিরিক্ত তত্ত্ব অনুধাবন ও উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিও।

পরমেশ্বরকে ব্রহ্ম, পরব্রহ্ম, পরমব্রহ্ম, পূর্ণব্রহ্ম ইত্যাদি নানা শাখা-পল্লবিত বিস্তারিত নামে ডাকিলেও তিনি এক এবং অদ্বিতীয়। জীব যখন ব্রহ্মকে চিনিত না কিন্তু কোনও অত্যাশ্চর্য্য শক্তিধর অব্যক্ত ব্যক্তিত্বের নিকট আত্ম-সমর্পণের প্রয়োজন অনুভব করিত, তখন সে ভিন্ন ভিন্ন দেশে সেই অখিল পরমেশ্বরকে ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়াছিল। সেই নামের অনেকগুলি জগৎ হইতে লোপ পাইয়া গিয়াছে, আবার কতকগুলি বহু-সমাদৃত হইয়া বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত চলিতেছে। যখন জীব ব্রহ্মকে দেখে নাই, তখন তাঁহাকে যে সকল ভিন্ন নাম দিয়া তাঁহার যে সকল ভিন্ন ভিন্ন রূপকে কল্পনা করা হইয়াছিল, তাহাকে অবলম্বন করিয়া অনেকগুলি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু যাঁহারা ব্রহ্মদর্শন সর্ব্বপ্রথমে করিলেন, তাঁহারা ঈশ্বরকে কল্পনা করেন নাই,— প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলিতে ঈশ্বরের বিভূতি দর্শন করিয়া মনকে ঈশ্বরে মগ্ন করিয়াছিলেন। তাহাদেরও এক একটী দেবতা ঐ প্রাকৃতিক দৃশ্যের পশ্চাতে অনুভূয়মান হইয়াছিলেন; কিন্তু সেই দেবতা-মূর্ত্তি, প্রতিমূর্ত্তি,

প্রতীকাশ্রিত দেবতা নহেন। সেই দেবতার একটীর মধ্যেই তাঁহারা বিশ্বদেবতাকে যুগপৎ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ইহাই পৃথিবীর আধ্যাত্মিকতার ইতিহাসে সর্ব্বাপেক্ষা স্মরণীয় ঘটনা এবং ইহারই বলে তাঁহারা ভারতের নানা স্থানে নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত বিভিন্ন দেবোপাসকদিগকে জয় করিয়া সকলকে একের পথে পরিচালিত করিয়াছিলেন। তাঁহারা তাঁহাদের ব্রহ্মজ্ঞান ও বিশ্বদেবতত্ত্ব দ্বারা পরস্পর যুধ্যমান আচরণের অনুসরণকারীদিগকে এক বলিয়া দেখিতে, এক বলিয়া বুঝিতে, এক বলিয়া দেখাইতে এবং এক বলিয়া বুঝাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

তাহারই পরে তন্ত্রশাস্ত্র নিবন্ধ রচনা করিলেন যে অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের পরমনাম প্রণব যে তিনটী ধ্বনির সমন্বয়ে উদ্ভূত বলিয়া কর্ণদ্বারা অনুভূত হয়, তাহা হইতেছে একাধারে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের নাম। কিন্তু বেদে বিষ্ণু বলিতে চতুর্ভুজ মানব-সদৃশ বিগ্রহধারী কাহাকেও বুঝায় নাই। বেদে রুদ্র আছেন, শিব নাই। সকলেই জানে যে শিব ঠাকুর অনার্য্যদের দেবতা, দক্ষযজ্ঞকাণ্ড করিয়া তাঁহাকে আর্য্যদের সমাজে ঢুকিতে হয়। সুতরাং তন্ত্রের ঐ প্রণব-ব্যাখ্যা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবকে সমর্থনের চেষ্টা মাত্র, প্রণবের প্রকৃত ব্যাখ্যাদান নহে।

শিবলোক, বিষ্ণুলোক, ব্রহ্মলোক সব আলাদা বলিয়া যে কল্পনা করা হইয়া থাকে, তাহা অন্ধের পথপর্য্যটন মাত্র। পরম আনন্দময় একটী মাত্রই ধাম আছে এবং বিভিন্ন সম্প্রদায় নিজ নিজ সাম্প্রদায়িক রুচি-প্রবৃত্তি অনুযায়ী সেই ধামটীর গুণ বর্ণনা করিয়া থাকেন। বিষ্ণু-নাম করিলে বিষ্ণু লোক পাইবে। শিবনাম করিলে শিবলোক পাইবে, আর ব্রহ্মনাম করিলে তৃতীয় আর একটী

স্থানে যাইবে যাহার নাম ব্রহ্মলোক, এসব শিশুর বাক্যালাপ। একটী মাত্রই ঈশ্বর আছেন, তাঁহাকে অনেক নামে ডাকা হইয়া থাকে। একটী মাত্রই লোক আছে, ভাগ্যবান সিদ্ধসাধক মাত্রেই সেই একটী লোকই লাভ করেন। লোক বলিতে এখানে অবস্থা বুঝিবে। বিষ্ণু-লোক বোম্বাইয়ের মত সহর, শিবলোক কলিকাতার মত সহর আর ব্রহ্ম-লোক আন্দামানের মত এক নীরস সুদূর দ্বীপপুঞ্জ, ইহা ভাবিও না।

আসল কথা সাধন করা। সাধন করিলে মীমাংসা আপনি আসিবে। যে নামে সর্ব্ব-সম্প্রদায়ের নাম মিলিত হয়, তাহার নাম প্রণব।

আর দুই ঘণ্টা সময় মধ্যে আমাকে শিয়ালদহে ট্রেণ ধরিতে হইবে। সুতরাং আজ এই পর্য্যন্তই রহিল। যদি বিশ্বাসের বল থাকে, তবে পত্র ছাড়া তোমার অন্তরেই নিয়ত আমার বাণী শুনিতে পাইবে। তার জন্য চাই এক কণা ভালবাসা। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৩)

হরি-ওঁ কলিকাতা

২৪শে কার্ত্তিক, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

লালংদের ডাকিলে কাছাড়ীরা আসে না, কাছাড়ীদের ডাকিলে

লালংরা আসে না,—ইহা তুমি কোনও আশ্চর্য্য সংবাদ পরিবেশন কর নাই। তোমরা শিক্ষিত লোক, তোমাদের মধ্যেও এই সঙ্কীর্ণতা অনেক স্থানে দেখা যায়। কি কারণে লালং এবং কাছাড়ীদের মধ্যে এত পারস্পরিক অবিশ্বাস, অবিলম্বে তাহার অনুসন্ধান কর। জ্ঞানই শক্তি। যে যাহার সম্পর্কে কিছু জানে না, সে তাহার কোনও সেবা করিতে পারে না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৪)

হরি-ওঁ রণবাড়ী (মালদহ)

২৫শে কার্ত্তিক, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

অসুখ-অশান্তিতে মন দমিয়া যাওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তোমরা মানুষ। তোমরা ইহার মধ্য দিয়া পথ কাটিয়া চলিবে। উত্তুঙ্গ পর্ব্বত-মালার বাধা, গর্জ্জনময় সমুদ্র-তরঙ্গের আক্রোশ মানুষের মত মানুষকে স্তব্ধ করিতে পারে না।

সংসারের প্রত্যেকটী ঘটনার মধ্যে পরমেশ্বরের মঙ্গল-হস্ত দেখিবার চেষ্টা করিও। তিনি রোগ, শোক, বাধা, বিঘ্ন যাহা কিছুই দিতেছেন, তোমাকে শক্ত করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্যই দিতেছেন, এই বিশ্বাসটুকুকে মন হইতে দূরে সরিয়া যাইতে দিও না। তাঁহারই সেবার জন্য মানব-তনু পাইয়াছ, ইহাকে তাঁহারই প্রিয় মহাকার্য্যের

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, DHANBAD

সাধনে ক্ষয়িত করিতে হইবে। সেই মহাকার্য—জীব-মাত্রের প্রতি প্রেম। সর্ব্বজীবে ভালবাসা দিয়া তুমি তোমার নশ্বর জীবনকে অবিনশ্বরত্বে মণ্ডিত কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৫)

হরি-ওঁ

হরিশ্চন্দ্রপুর (মালদহ)
৩০শে কার্ত্তিক, ১৩৬৫

পরমকল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। আমি এক্ষণে মালদহ জেলার কয়েকটা স্থানে ভ্রমণ করিতেছি। এই জেলাতে পূর্ব্বে কখনও আসি নাই, কল্যাণীয়া সাধনাও এই ভ্রমণে সঙ্গে নাই। নূতন নূতন অপরিচিত স্থানে আমাকে ধারণার অতীত শ্রম করিতে হইতেছে। এই জন্য পত্রাদি লিখিবার অবসর পাই না।

কলিকাতায় আমি কখন থাকি, তাহা "প্রতিধ্বনি" পাঠেই অবগত হইবে। কলিকাতায় একমাত্র রবিবার ব্যতীত অন্য দিন আমার সহিত কেহ সাক্ষাৎ করিতে আসিও না। এই বিষয়ে আমি বারংবার তোমাদের বলিয়াছি এবং লিখিয়াছি, কিন্তু এই কথার প্রতি কেহই কর্ণপাত করিতেছ না। আমাকে দেখিতে তোমাদের ইচ্ছা হয়, কারণ তোমরা আমাকে ভালবাস। কিন্তু ইহাই বা কোন্ দেশী ভালবাসা, যাহা আমার সুবিধা-অসুবিধার বিষয় চিন্তা করিবে না? আমি

সপ্তাহের ছয়টা দিন অজস্র কাজের মধ্যে ডুবিয়া থাকি। একটা লোক আসিয়া বসিলে তাহাকে কুশলপ্রশ্নটুকু করিবারও অবসর হয় না। এমন দিনে আমার সহিত দেখা করিতে আসিবার তাৎপর্য্যই বা কি? লাভই বা কি?

আমি তোমাদিগকে আমার বাধ্য হইবার জন্য কোনও শিক্ষা, উপদেশ বা নির্দ্দেশ প্রদান করি নাই। আমি তোমাদের বিবেককে মানিয়া চলিতেই চিরকাল নির্দ্দেশ দিয়াছি। আমার অনুগত লক্ষ লক্ষ পুত্তলিকার জন্য আমি কখনও কামনা করি নাই। আমি চাহিয়াছি যে, তোমরা প্রতিজনে স্বাধীন চিন্তার বলে বিবেকপ্রবুদ্ধ হও। কিন্তু তাহা তোমরা হইতেছ না। তোমাদের বিবেক-বুদ্ধি তোমাদিগকে সকল দিক চাহিয়া চলিতে প্রেরণা দিতেছে না। তোমরা ক্ষুদ্র সাময়িক আবেগকে অনন্ত অক্ষয় বস্তু বলিয়া ভাবিয়া কাজের দিনেও বৃথা কলিকাতায় আসিয়া হট্টগোল করিতেছ। ইহা হইতে তোমরা প্রতি জনে বিরত হও। নতুবা আমি আমার কাজগুলি সম্পন্ন করিতে পারিব না।

ব্যক্তিগত জিদকে বৃহত্তর স্বার্থ বা মহত্তর কর্ত্তব্যের কাছে খাটো করিতে না পারাটা যে চরিত্রের কত বড় একটা ত্রুটি, তোমরা তাহা বুঝিতে শিখ। শৃঙ্খলা ব্যতীত পৃথিবী চলে না। কেবল তোমরাই চাহিতেছ বিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়া একটা মহৎ প্রত্যাশার সফলকাম হইতে। কিন্তু জগতের নিয়ম তাহা নহে। সর্ব্বজীবের প্রতি প্রেমানুশীলনকে জীবনের পরম লক্ষ্য কর আর জীবসেবায় যাঁহারা নিজেদের উৎসর্গ করিবার অকৃত্রিম প্রয়াসে রত, তাঁহাদের সহিত নিজেদের সম্বন্ধ নির্ব্বিরোধ ভাবে গড়িয়া তোল। জীবসেবাব্রতে ব্রতী কোনও ব্যক্তির একটা

মুহূর্ত্ত সময়ও তোমারি ব্যক্তিগত ভেদের দরুণ না অপচয়িত হয়, তাহার দিকে লক্ষ্য দাও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৫৬)

হরি-ওঁ

হবিবপুর (মালদহ)
১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানেই পরনিন্দাকারী লোকের সংখ্যা অধিক। অহঙ্কার ও ঈর্ষ্যা হইতে পরনিন্দার প্রবৃত্তি আসিয়া থাকে। অপরে পরনিন্দা করিতেছে দেখিলে তোমরা নিজেরা সংযত হইয়া যাইবে। অপরের অহঙ্কার দেখিয়া নিজেদের অহমিকাকে শাসন করিবে। অপরের আচরণের ত্রুটি হইতে নিজেদের আচরণকে ত্রুটিহীন করিতে প্রয়াসী হইবে।

পৃথিবীর যেখানেই যাও, সৎকর্ম্ম-বিরোধী একদল লোক পাইবেই পাইবে। ইহাদের সহস্র বিরুদ্ধতার মধ্য দিয়াই তোমাকে তোমার কাজ করিয়া যাইতে হইবে। অনেকে প্রত্যক্ষ বিরোধ না করিয়া বাহ্যতঃ তোমার সহযোগী হইয়া তোমারই আরব্ধ কর্ম্মে নামিয়া কৌশলে তোমার ব্রতের প্রতি তোমার আস্থা নষ্ট করিতে চেষ্টা করিবে। প্রত্যক্ষ বিরোধ-কারীদের অপেক্ষা ইহারা অধিকতর মারাত্মক শত্রু। কিন্তু ইহাদের

শত বিরুদ্ধ প্রযত্ন সত্ত্বেও তোমাকে তোমার ব্রত উদ্‌যাপন করিতে হইবে। জগৎ-কল্যাণকারী গুরু তোমাকে জগৎকল্যাণের ব্রত দিয়াছেন। জীবন-মরণ তুচ্ছ করিয়া এই ব্রত তোমাকে পালন করিতে হইবে। বিশ্বাস করিও, সেই যোগ্যতা তোমার আছে।

জনসমাজকে জগৎকল্যাণে আকৃষ্ট করিবার জন্য তোমাদের সর্ব্ব প্রথমে যাহা প্রয়োজন, তাহা হইতেছে, নিজেদের অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে জগৎকল্যাণের আকাঙ্ক্ষাকে পরিপূর্ণ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করা। এই ব্যাপারে তোমার অন্তরে এক কণা কুণ্ঠা, দ্বিধা, সংশয়, সন্দেহ বা দো-টানা ভাব থাকিলে চলিবে না। তাহার পরে তোমাদিগকে এই ভাবানুযায়ী কাজে একটু একটু করিয়া হাত বাড়াইতে হইবে। শুধু দার্শনিকবৎ চিন্তা দ্বারা জীবন সার্থক হয় না। চিন্তানুযায়ী কাজ এবং কর্ম্মানুযায়ী চিন্তার পারম্পরিক যোগ-সম্বন্ধ অটুট রাখিয়াও চলিতে হয়। একদল লোক জগতে কেবল মহচ্চিন্তা পরিবেশন করিয়াই যাইবেন, আর একদল লোক তাহা কর্ম্মে রূপায়িত করিবেন, এইরূপ উপন্যাসের স্থান জগৎকল্যাণকারীর জীবন-মধ্যে নাই। কল্যাণকর্ম্মে বাহু-প্রসারণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে তোমরা অপরের মনে এই কল্যাণ-প্রেরণা জাগাইবার জন্যও প্রয়াসী হইবে। কেননা, তাহা দ্বারা তোমাদের কর্ম্মের পক্ষে একান্ত আবশ্যক এক অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে পারিবে। প্রতিকূল আবহাওয়াতে কাজ ব্যাহত হয়, অনুকূল আবহাওয়াতে কাজ প্রবর্দ্ধিত হয়। এই কারণেই বৈধ ভাবেই নিজ মত প্রচারের অধিকার তোমাদের আসিয়া যায়। তবে একটা বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিও যে, তোমাদের আদর্শ-প্রচার-প্রয়াস যেন অন্য কোনও সদাদর্শ-প্রচারকারীর সমাজহিতকর কাজের সহিত বৃথা সংঘর্ষে লিপ্ত না হয়। সাধিয়া সংঘর্ষে

যাইবে না। যেখানে নিতান্তই সংঘর্ষে লিপ্ত হইতে হয়, সেখানেও আদর্শ রক্ষার জন্য যতটুকু প্রয়োজন, তাহার অধিক আগ বাড়াইও না।

তোমাদের স্থানীয় সহকর্ম্মীদের মধ্যে অনেক নির্গুণ পুরুষ রহিয়াছেন। তাঁহারা সভার শোভা মাত্র, কার্য্যকালে তাঁহাদের উপরে নির্ভর করা চলে না। কিন্তু তোমাদের সহকর্ম্মীদের মধ্যে অনেক গুণবান্ পুরুষও রহিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে অনেককে সভাস্থলে সমাদৃত হইতে দেখা যায় না কিন্তু কার্য্যকালে ইঁহারা নির্ভরযোগ্য সৈনিক। এই উভয় শ্রেণীর সহকর্ম্মীদিগকেই কাজে লাগাইবার যোগ্যতা তোমাদের সঞ্চয় করিতে হইবে। নির্গুণকে দিয়াও অনেক গুণের কাজ করান যায়। নিজেদের গুণকে ঢাকিয়া রাখিয়া যাঁহারা চলিয়াছেন, তাঁহাদেরও কর্ম্মশক্তিকে প্রকাশ করিয়া ধরিবার উপায় আছে। তোমরা সহজেই হতাশ হইয়া পড়িও না।

তোমরা আমার বাক্যগুলিকে বিশ্বাস করিও। আমি বারংবার তোমাদের বলিয়াছি যে, চিন্তার শক্তি তুলনাহীন। একাগ্র ভাবে যে চিন্তাটুকু করিবে, তাহা তোমার ভিতর দিয়া বা অপর কোনও ব্যক্তির মধ্য দিয়া জাগ্রত জীবন্ত পৌরুষদীপ্ত কর্ম্মে রূপ পাইবেই পাইবে। আজ না পায়, কাল পাইবে। কাল না পায়, পরশ্ব পাইবে। পরশ্ব না পায়, এক শতাব্দী পরে পাইবে। সত্য চিন্তার মৃত্যু নাই। তোমরা চিন্তার শক্তিতে বলীয়ান্ হইয়া তেজীয়ান পুরুষের মত কাজে লাগ। এক কণা কর্ম্মের পশ্চাতে তোমাদের লক্ষ টন চিন্তার সমর্থন বিরাজমান থাকুক।

আমার বাণীগুলিকে তোমরা অবাধে প্রচার করিতে পার। আমার বাণী প্রচার করিলে আমাকে প্রচার করা হয় না। আমি পূজা বা প্রচারের প্রতীক্ষা রাখি না। কিন্তু আমার বাণীতে বিশ্বসংসারের

প্রয়োজন আছে। প্রেম-প্রয়োজনে প্রতিটি বাণী আমি উচ্চারণ করিয়াছি, এই বাণী প্রচার করিতেছ বলিয়া লোকে তোমাদের সাম্প্রদায়িক বলিয়া গালি দিবে, এমন দুর্ব্বলতা তোমরা মনের কোণেও রাখিও না। ঘরে ঘরে গিয়া এ বাণী তোমরা শোনাও। জনে জনে ইহা শোনাও। প্রতিটী কর্ণকুহরে আমার বাণীসমূহ তোমরা ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত কর। আমি কহিয়াছি শাশ্বত প্রেমের বাণী, আমি বলিয়াছি মানবাত্মার স্বাধীনতার বাণী আমি শুনাইয়াছি পরমেশ্বরের সহিত জীব মাত্রের নিত্য সম্বন্ধের বাণী, আমি উচ্চারণ করিয়াছি জীবে জীবে পরম প্রেমের বাণী। এ বাণী প্রচারে সাম্প্রদায়িকতা হয় না, ইহাতে সাম্প্রদায়িকতা নাশ পায়। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৫৭)

[কম্পোজিটারদের অসতর্কতায় ৪২৯ হইতে ৪৩৩ সংখ্যা পর্য্যন্ত পাঁচখানা পত্র এবং এই পত্রখানার প্রথমাংশ হারাইয়া যাওয়াতে তাহা মুদ্রণ সম্ভব হইল না।

তোমাদের ওখানেও ষাট পঁয়ষট্টি জন নরনারী দীক্ষিত হইয়াছেন, ইহা এক হিসাবে আনন্দের বিষয় হইলেও ইহাতে উদ্বেগেরও কারণ রহিয়াছে। বালুরঘাটে দুই শতের উপরে নরনারী দীক্ষিত হইয়াছেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আগরতলাতে এক দিনে চারি হাজার পঁচিশ জন দীক্ষা নিয়াছিলেন। এগুলি কেবলই সুখের সংবাদ নহে, দায়িত্বেরও সংবাদ। যাঁহারা দীক্ষা নিলেন, তাঁহারা দীক্ষানুযায়ী সাধন করিবেন

তা? সাধন না করিলে দীক্ষাগ্রহণ একটা অতি হাস্যকর ব্যাপার। প্রতিটি নবদীক্ষিতকে এই কথাটি স্মরণ করাইয়া দিতে ভুলিও না।

আর একটী কথা স্মরণ করাইয়া দিতেও ভুলিও না যে, দলবৃদ্ধি যেন তোমাদের লক্ষ্য না হয়। বলবৃদ্ধি কর। সমদীক্ষিতের সংখ্যা না বাড়াইয়াও তোমরা তোমাদের সঙ্ঘের শক্তি কল্পনাতীত ভাবে বাড়াইতে পার। পৃথিবীর লোক যতগুলি পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্মগুরুরই শাসনাধীনে থাকুন না কেন, এমন একটা স্থান আছে, যেখানে ইঁহারা প্রত্যেকে জগদ্গুরু পরমেশ্বরের অধীন। ঠিক সেই স্থানটীর মর্ম্মদেশে তোমরা তোমাদের সকল আবেগ, আবেদন ও আকর্ষণকে পরিচালিত কর। জগতে সহস্র সহস্র ধর্ম্মসম্প্রদায় থাকিলেও আমরা তাহাদের অন্তর্ভুক্ত প্রতিজনের আপনার আপন হইতে পারি। আমাদের মতে, পথে, সাধনে, আদর্শে, ধ্যানে, ধারণায়, অনুশীলনে ও প্রচারণায় কোথাও কাহারও সহিত সংঘর্ষ নাই। আমরা যেন আমাদের আদর্শ না ভুলি। এই বিষয়ে নবদীক্ষিত ও পূর্ব্বেকার অখণ্ড সকলকেই অবহিত করিয়া দিও।

তোমাদের প্রতিজনকে প্রচারকার্য্যে নামিতে হইবে। সেই প্রচার আমার ব্যক্তিগত জীবনের নহে, আমাদের আদর্শের। আমাকে তোমাদের প্রচারের লক্ষ্য কখনই করিও না। মানুষের অন্তরের সুপ্ত ব্রহ্মকে জাগাইবার দিকেই তোমাদের সকল শক্তি প্রযুক্ত করিতে হইবে। পূজা বা প্রতিষ্ঠার আমার কোনও প্রয়োজন নাই। প্রত্যেকটী দুর্ব্বল মানুষ আমা অপেক্ষা মহত্তর বৃহত্তর শক্তির অধিকারী হইয়া জগতে পরমেশ্বরের মহিমাকে প্রকাশ করিয়া সকলের চখের সম্মুখে তুলিয়া ধরুক, ইহাই তোমাদের কাম্য হউক। জীবন ভরিয়া আমি এই কথাই

লক্ষ লক্ষ পত্রে, সহস্র সহস্র ভাষণে বলিয়া আসিয়াছি। ইহা আমার প্রাণের কথা, বাহিরের লোকের কাছে নিজেকে সুকৌশলে জাহির করিবার জন্য ইহা একটা কৃত্রিম pose (ভঙ্গী) নহে। একথা তোমরা বিশ্বাস করিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৮)

হরি-ওঁ

কালিয়াগঞ্জ

১২ই অগ্রহায়ণ, ১৩৬৫

পরমকল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

এবার তোমরা তোমাদের সামর্থ্যের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছ। একটী দুইটী ছেলে সহর হইতে অত দূরে থাকিয়াও সহরের সভাস্থলে আট নয় হাজার শ্রেষ্ঠ শ্রোতার সমাগম সম্ভব করিয়াছ। তোমাদের ভিতরে ইহা অপেক্ষা অনেক গুণ অধিক সামর্থ্য রহিয়াছে। আগামীতে তাহার পরিচয় তোমাদের কাছে পাইবার প্রত্যাশায় আমি রহিলাম। আমি জীবন ভরিয়া কথাই কহিয়াছি কিন্তু কেবলই কথা কহি নাই, কাজও সঙ্গে সঙ্গে করিতে আপ্রাণ প্রয়াস পাইয়াছি। আমার যদি অযাচক-বৃত্তি নামে একটী সুকঠিন ব্রত না থাকিত, তাহা হইলে তোমরা আমার কর্ম্মের প্রয়াসকে আজ কয়েক হাজার প্রাসাদ-তুল্য হর্ম্যে শোভিত নানা প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া স্পষ্ট দেখিতে পাইতে। আমি যদি আযৌবন কেবল কোদাল, গাইত, খন্তা আর শাবল লইয়া না কাটাইতাম, তাহা হইলে হয়ত আমাকে কাব্যকুঞ্জে বা সাহিত্যের সায়রে পিক-মরালের

মূরতিতে দেখিতে পাইতে। কিন্তু এসব তোমরা চর্ম্মচক্ষে দেখিতে পাইতেছ না বলিয়াই মনে করিও না, আমি কেবল কথাই বলিয়াছি, কাজ করি নাই। যত কথা আমি কহিয়াছি, যত সময় আমার কথায় ব্যয়িত হইয়াছে, তার চেয়ে অনেক গুণ কাজ আমি করিয়াছি, অনেক বেশী সময় আমার কর্ম্মে অতিবাহিত হইয়াছে। ছোট্ট কাজটুকুকে তুচ্ছজ্ঞান করি নাই বলিয়াই আমি বড় বড় কাজ অপেক্ষা ছোট ছোট কাজে বেশী মনোনিবেশ করিতে প্রয়াসী হইয়াছি। তোমরা আমার সন্তান। আমি তোমাদের কথা বন্ধ করিয়া দিতে চাহি না। কিন্তু এইটুকু চাহি যে, তোমরা যেন কাজে অবহেলা করিও না। প্রতিজনে কাজে হাত দাও। কর্ম্ম তোমাদের ধর্ম্ম হউক, সেই ধর্ম্মের মধ্য দিয়া প্রেমের হউক পূজা। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৯)

হরি-ওঁ

রায়গঞ্জ (পশ্চিম দিনাজপুর)

১৩ই অগ্রহায়ণ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের ......বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

কাল সন্ধ্যায় এখানে বারো হাজার নরনারীর এক সমাবেশে ভাষণ দিয়াছি। শুনাইয়াছি ধর্ম্মের কথা, ধর্ম্মের প্রতি স্বাভাবিক প্রয়োজনীয়তার কথা, ধর্ম্মের নামে তাহার অপব্যবহারের কথা, ধর্ম্মের মহিমার কথা। সকালে সমস্ত সহরটা দেখিয়াছি। এখনি কিছুক্ষণ মধ্যে ছুটিতে

হইবে কাটিহারের ট্রেণ ধরিবার জন্য। অথচ দীক্ষার্থীরা অঙ্গন জুড়িয়া বসিয়া আছেন, প্রাতঃস্নান সমাপন করিয়া এত ছুটাছুটির মধ্যেও তোমাদের কয়েকজনের সেবা-মধুর সুন্দর মুখচ্ছবিগুলি প্রাণের কোণে কোণে উঁকি মারিতেছে। কোনো দিন বালুরঘাট অঞ্চলে যাই নাই, শুধু নাম শুনিয়া আকৃষ্ট হইয়া তোমরা তোমাদের ওখানে জনসভার আয়োজন করিয়াছিলে। কি অক্লান্ত পরিশ্রম তোমরা করিয়াছিলে, তাহা প্রাত্যহিক দশ হাজার করিয়া নরনারীর নিয়মিত সমাগম হইতে অনুভব করিয়াছি। তোমাদের শ্রম ধন্য, তোমাদের প্রেম ধন্য।

এই প্রেমকে স্থায়ী করিতে হইবে। ছুটিয়া যাও তোমরা সমগ্র জেলার প্রত্যেক প্রান্তে, সমগ্র মহকুমার প্রত্যেক অঞ্চলে প্রত্যেকটী ছোট-বড় পল্লীতে, প্রত্যেক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কুটিরে। মানবাত্মার মুক্তির বার্ত্তা তোমাদের শুনাইতে হইবে, যেই মুক্তি মানুষ নিজের সাধনায়, নিজের তপস্যায়, নিজের পুরুষকারে অর্জ্জন করে, যেই মুক্তি আধ্যাত্মিক জীবনের শৃঙ্খল মোচন করিবার কালে পার্থিব জীবনেরও সকল গ্লানি ও কালিমা ধুইয়া মুছিয়া লইয়া যায়, যে মুক্তি সংসারকে সন্ন্যাসের সহিত, সন্ন্যাসকে সংসারের সহিত প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করে, যে মুক্তি দার্শনিক যুক্তি-তর্কের ধোঁয়াটে বুদ্ধিকে জীবনের দৈনন্দিন কর্ম্মসমূহের মধ্য দিয়া স্বচ্ছ ও সহজ-দৃশ্য করে, যে মুক্তি স্পষ্ট, সুন্দর ও চিরবাঞ্ছনীয়।

এই বাণীর বর্ত্তিকা ধারণ করিয়া তোমরা দিকে দিকে নিজেদের কর্ম্ম-শক্তিকে পরিচালিত কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬০)

হরি-ওঁ

কাটিহার (পূর্ণিয়া)
১৩ই অগ্রহায়ণ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

সমস্ত জেলাটা একেবারে চষিয়া ফেলিবার জন্য এখন হইতেই লাঙ্গলে হাত দাও। ঘরে ঘরে গিয়া তোমরা আমাদের সেই আদর্শবাদ পরিবেশন কর, যাহা নূতন নূতন অবতার সৃষ্টিতে শক্তিক্ষয় করে না, যাহা প্রতিটি জীবের ভিতরে ঈশ্বরের অবতারত্বকে প্রতিষ্ঠিত করে। দুর্ব্বল, ক্লীব, রাজনৈতিক পরাধীনতাগ্রস্ত কর্ম্মবিমুখ জাতি নিত্যনূতন অবতার সৃষ্টির ভিতরে যে আত্মপ্রসাদ পায়, তাহাতে আধ্যাত্মিক পরিতৃপ্তি যতই থাকুক, জাতির মহনীয়ত্ব-বর্দ্ধনে তাহা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। পরাধীন ভারতেই মনীষী পুরুষদের দৃষ্টির সমক্ষে এই সত্য উদ্ঘাটিত হইয়াছিল, যদিও অনেক মেধাবীর মেধা কেবল অবতার সৃষ্টির কাজে ব্যয়িত হইতে বাধা পায় নাই। তোমরা প্রত্যেক মানুষের অবতারত্ব প্রচার কর। প্রত্যেক জীবের ব্রহ্মত্ব উপলব্ধির অধিকারকে তোমরা বিস্তারিততর কর। তোমরা সর্ব্বজীবের মুক্তির মধ্য দিয়া প্রতি জীবের মুক্তির সাধনাকে প্রসারিত কর। নির্ভীক, নিরুদ্বেগ, নিশ্চিন্ত মন লইয়া প্রতি জনে তোমরা কাজে নাম। দেশে আজ অন্ধকার যদি সূচীভেদ্যই হইয়া থাকে, তবে পূর্ণ-চন্দ্রমার জ্যোৎস্না বিকীরণের দায়িত্ব আজ তোমাদেরই। দেশে আজ অধঃপতন যদি তাহার পরাকাষ্ঠায় আসিয়া থাকে, তাহা হইলে এই তোমাদেরই সর্ব্বস্ব যজ্ঞানলে আহুতি দিয়া দেশের অতুলন অভ্যুদয়ের অশ্বমেধ-যজ্ঞ

সম্পন্ন করিতে হইবে। তোমরা একজনেও আর বসিয়া থাকিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৬১)

হরি-ওঁ

কাটিহার
১৪ই অগ্রহায়ণ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমাদের কাজের সাফল্যে আমি গর্ব্বিত। যেখানে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী বিধান চন্দ্র রায় আসিলে পাঁচ হাজার জনতাও হয় নাই, সেখানে আমার আগমন উপলক্ষ্যে তোমরা দশ হাজার জনতাকে সভাস্থলে আনয়ন করিতে পারিয়াছ এবং তোমাদের ব্যবস্থার গুণে দুই আড়াই ঘণ্টা সকলকে সভাস্থলে বসিয়া নিঃশব্দে ভাষণ শুনিতে বাধ্য করিয়াছ, ইহা তোমাদের অশেষ কৃতিত্ব ও অসাধারণ সংগঠনী শক্তির পরিচায়ক, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বাবা, তোমাদের এই যোগ্যতাকে অভিনন্দিত করিবার কালে তোমাদের দৃষ্টি আর একটী সম্ভাবিত স্থানের প্রতি আমি আকৃষ্ট করিতে চাহি। তোমাদের সাফল্য ও যোগ্যতায় তোমাদের যেমন গৌরব অনুভব করিবার প্রয়োজন আছে, তেমন আবার এই বিচার ও বিশ্লেষণের বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে যে, অনুষ্ঠানগুলি আরও সুন্দর, আরও নিখুঁত, আরও নির্দ্দোষ কি করিয়া হইতে পারিত। তোমাদের আত্মত্রুটি আবিষ্কারের চেষ্টাও করিতে

হইবে। হয়ত তোমাদের বিরাট সাফল্যে সকলেই তোমাদিগকে আমারই মতন অকুণ্ঠ প্রশংসা দ্বারা সম্বর্দ্ধিত করিতেছেন কিন্তু তোমাদের আজ খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে যে, কোথায় কোন্ দিকে কোন্ যোগ্যতাটুকু আরও একটু বাড়িলে তোমাদের কাজ শুধু লোক-বিস্ময়করই হইত না, বরঞ্চ হইতে পারিত দেববিস্ময়কর। স্বর্গেও যেমন ঘটনা ঘটে না, এই ক্ষণভঙ্গুর মর্ত্ত্যে তোমাদিগকে সেই অঘটনই ত বাবা ঘটাইতে হইবে।

স্থানীয় লোকেরা তোমাদের ওখানে আমার প্রিয় হরি-ওঁ নামগান করিতে সম্মত হইলেন না, গোঁ ধরিয়া বসিয়া রহিলেন যে এই নাম তাঁহারা গাইবেন না,—তোমাদের ওখানকার বিরাট আনন্দানুষ্ঠানের মধ্যে এই একটুকু খুঁত আমার চোখে পড়িয়াছে। যাঁহারা কুসংস্কার বশতঃ এইভাবে অপ্রত্যাশিত অসহযোগ করিলেন, তাঁহাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইবার প্রয়োজন নাই কিন্তু হাজার কণ্ঠ হরি-ওঁ নামগান গাহিবার অনুশীলনে লাগিয়া যাউক। কি ভাবে কণ্ঠবান্ বা কণ্ঠবতী মাত্রেরই মনে হরি-ওঁ নামগান গাহিবার প্রেরণা সৃষ্টি করিতে পার, তাহার পন্থা স্থানোচিত ভাবে তোমরাই আবিষ্কার করিয়া লও। সঙ্গে সঙ্গে কাজেও নামিয়া পড়। বুদ্ধি-পরামর্শ অনেক করিতে যাইও না। কথায় বলে, অতি-বুদ্ধির গলায় দড়ি। অল্প কথায় সঙ্কল্প স্থির করিয়া সঙ্গে সঙ্গে কাজে নামিয়া পড়িবে। হরি-ওঁ কোনও সাম্প্রদায়িক নাম নয়। হরি-ওঁ কীর্ত্তন কোনও সাম্প্রদায়িক কীর্ত্তন নয়। হরি-ওঁ দ্বারা তোমরা বিশ্বনাথের বিশ্বনাম কীর্ত্তন করিতেছ। সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা বশতঃ যাঁহারা তোমাদের বিরোধিতা করিবেন, তাঁহারা লাভবান্ হইবেন না। কিন্তু তাঁহাদের সম্পর্কে একেবারে উদাসীন থাকিয়া তোমরা

তোমাদের কাজে সর্ব্বশক্তি লইয়া লাগ। তোমরা যে সংগঠনী শক্তির পরিচয় মাত্র সাতটী দিন আগে দিয়াছ, তাহার দশ, বিশ বা পঞ্চাশ গুণ শক্তির পরিচয় তোমরা আগামী বৈশাখে দিবে, ইহা আমি প্রত্যাশা করি।

তবে, এই প্রসঙ্গে একটী অতি জরুরী কথা তোমাদের বলিয়া রাখি। জগতের কোনও ধর্ম্মসম্প্রদায়কে লোক-প্রতিষ্ঠা হইতে বঞ্চিত করিবার কোনও লক্ষ্য আমাদের যেন না থাকে। মুখে অনেকেই বিশ্বপ্রেম বা অসাম্প্রদায়িকতার বুলি কপচাইয়া থাকেন। কিন্তু কাজেও তাহার পরিচয় দেওয়া দুর্ব্বলের সুসাধ্য নয়। আমার ভাষণ হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপিত করিয়া ম—শহরে যে সকল প্রাচীর-পত্র সমস্ত জনপদ জুড়িয়া লাগান হইয়াছিল, কোনও কোনও সর্ব্বলোকমান্য ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানের শিষ্যগণ সেই সকল প্রাচীর-পত্র সঙ্গে সঙ্গে স্থানচ্যুত করিয়া এই ভাবিয়া মনে মনে হয়ত বিমল আত্মপ্রসাদ অর্জ্জন করিয়াছিলেন যে, খুব জব্দ হইবে লোকটা। কিন্তু জব্দ ত আমি হইলামই না, বরং আমার প্রথম দিনের ভাষণ দ্বিতীয় দিনে, শুনিয়াছি, এক মাত্র জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ব্যতীত সহরের সকল গণ্যমান্য শিক্ষিত সাধারণকে আকর্ষণ করিয়াছিল। জনতা কমপক্ষে আট হাজার হইয়াছিল। কিন্তু বিরুদ্ধভাবের ভাবুক লোকদের এই সকল হেয় প্রচেষ্টা ইহাদিগকেই আস্তে আস্তে লোকচক্ষে হেয় করিতেছে। আমাদের কিন্তু এই সকল অপকার্য্যকারীদের বিরুদ্ধে কিছুই করিবার নাই। আমাদিগকে চখ মুখ বুজিয়া ইহাদের সম্পর্কে অন্ধ থাকিতে হইবে। আমরা যেন ভ্রমেও ইহাদের বিরুদ্ধে জনমত লেলাইয়া দিবার চেষ্টা না করি। আমরা যেন স্বপ্নেও ইহাদের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হইতে না যাই। আমরা যেন এই সকল অনুচিত

ও অনুদার আচরণের প্রকৃত প্রত্যুত্তর দিতে পারি আমাদের পৌরুষপূর্ণ জনসেবার মধ্য দিয়া। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬২)

হরি-ওঁ

কাটিহার

১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু:—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। ভগবদ্ভক্তি লাভ করিতে হইলে অকপটে নামের সেবা করিতে হয়, জীবিকা হইতে পাপ, মিথ্যাচার ও প্রবঞ্চনা দূর করিতে হয়, জীবন হইতে দুর্নীতি ও পরপীড়নকে নির্ব্বাসন দিতে হয়, আর অন্তরভরা ব্যাকুলতা নিয়া ভগবানের চরণে ভক্তি-প্রার্থনা করিতে হয়। জীবিকার মধ্যে পাপকে সযত্নে পোষণ করিয়া কেবল ফোঁটা-তিলকের জোরে ভগবদ্ভক্তি লাভ হয় না। তোমরা এই কথাগুলি প্রতিজনে স্মরণে রাখিও। অন্যেরা পাপের দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিয়া অন্যায়ার্জ্জিত অর্থে দালান-পাকা তুলিয়া জগৎ-সংসারে গণ্যমান্য হইতেছে দেখিয়া এবং টাকার জোরে পাপকে গোপন রাখিয়া বাহিরে ভগবদ্ভক্তির অভিনয় করিয়া ভক্তি-শাস্ত্রী বা প্রেমসিন্ধু উপাধি লাভ করিতেছে দেখিয়াই মনে করিও না যে, তাহাদের ভক্তিলাভ হইতেছে। ভক্তি আসে শুদ্ধচেতার মনে, একান্ত আর্ত্ত হইয়া যে ভগবানের চরণে শরণাগত হয়, তার মনে,

ভগবানকে ভালবাসিবার অধিকারটুকু লাভ করিবার জন্য সহস্র প্রলোভনের শিরোদেশে যে পদাঘাত করে, তার মনে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৩)

কাটিহার

হরি-ওঁ

১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু:—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। আলিপুরদুয়ার ও কুচবিহারে মেলা উপলক্ষ্যে গিয়াছিলে এবং সেখানে যত কিছু আহ্লাদজনক ব্যাপার দেখিয়াছ, তাহার একটাও তোমাকে আনন্দ দিতে পারে নাই, তুমি চাহিয়াছ কেবল আমারই দর্শন, এই সংবাদে বড়ই সুখী হইয়াছি। রঙ্গ-রস, আমোদ-প্রমোদ সবই যাহার নিকটে ইষ্ট-অদর্শনে আলুনি লাগে, সেই ত প্রকৃত ও সার্থক ভক্ত। তুমি বাবা, মন দিয়া প্রাণ দিয়া শ্রীভগবানের গুরুদত্ত নাম নিরন্তর জপিয়া যাও। নামে প্রেমে তোমার জীবনকে মধুময় করিয়া লও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৪)

হরি-ওঁ

কাটিহার
১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৬৫

পরমকল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পর পর বহু বিপদের কথায় বড়ই ব্যথিত হইলাম। ভগবান্ দুঃখ দিতেছেন, সহ্য না করিয়া উপায় কি? তাঁর নাম করিয়া যাও এবং নামের বলে দুঃখ জয় কর।

তোমার শুচিবায়ুর প্রধান কারণ এই যে, তোমার মনে এখনও বিশ্বাস আসে নাই যে, সর্ব্ববস্তুতে ব্রহ্ম বিরাজমান। তুমি তোমার নামব্রহ্মে বিশ্বাস কর। নামব্রহ্মকে সর্ব্ববস্তুতে দর্শন করিতে চেষ্টা কর। এই চেষ্টার মধ্য দিয়া তোমার মনের মোহ কাটিয়া যাইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৬৫)

হরি-ওঁ

কলিকাতা
১৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৬৫

পরমকল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্রের প্রতি ছত্রে যেন ভগবদ্ভক্তির কিরণ-মালা খেলা করিতে থাকে। এই জন্য তোমার পত্র আমার অত ভাল লাগে। তোমাদের প্রাণের এই ভক্তির পরশে নিখিল ভুবন তুমি নন্দিত কর

এবং ইহারই মহিমায় তুমি আমার প্রকৃত নন্দিনী হও। তোমার শরীরের প্রতিটি পরমাণুতে একটা করিয়া মহাতীর্থ বিরাজ করিতেছে। এই প্রত্যয়ে সুস্থির হইয়া তুমি নিজের ভিতরের পুঞ্জীকৃত প্রেমরসে নাম-যোগে ডোব মা। তোমরাই জগদুদ্ধার করিবে।

একটী বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী বা একটী ছাত্রীনিবাসের তত্ত্বাবধায়িকা যে কত শক্তি ধরে, তাহা সে জানে না বলিয়াই ত নিজেকে ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ মনে করে। তোমাকে যেই সুযোগ শ্রীভগবান্ দিয়াছেন, তাহার প্রকৃষ্ট সদ্ব্যবহারের দ্বারা তুমি শত শত বালিকার প্রাণে নব-ভাব-ধারা করিবে প্রবাহিতা। এ কাজ তোমার চাকুরী নয়, ইহা তোমার সেবা। সেবার সুযোগ পাইয়াছ, তাহাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া ব্রত রূপে গ্রহণ করিয়া উদ্যাপন কর। প্রত্যেকটি বালিকার প্রাণে এই বিশ্বাস গভীর-প্রবিষ্ট করিয়া প্রতিষ্ঠা কর যে, তাহার ভিতরে বিরাজ করিতেছেন আদ্যাশক্তি মহাকালী, যাঁহাকে বেদান্তবিদেরা নাম দিয়াছেন ব্রহ্ম, বৈষ্ণবেরা নাম দিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণ, নানা আর্য্যেতর সভ্যতার উত্তরাধিকারী ধর্ম্মসম্প্রদায় সমূহ নাম-নিরুক্তি করিয়াছেন নিজ নিজ ভাবনার উপযোগী করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাবে। মুখে অসাম্প্রদায়িকতার কথা অনেকেই কহিয়া থাকে, তুমি তাহা না করিয়া অন্তরে অন্তরে অসাম্প্রদায়িক হইয়া ইহাদের প্রাণের গভীরতম দেশে প্রতিষ্ঠা কর ভেদ-বিসম্বাদ-বিবর্জ্জিত সর্ব্বাত্মক ব্রহ্মবাদ। এই সেবার সুযোগ তোমার জীবনের মহত্তম সৌভাগ্য জানিও।

তোমার ছাত্রীনিবাসের মেয়েরা ভক্তিভরে প্রণব-বিগ্রহে প্রণাম করিয়া বার্ষিক পরীক্ষা দিতে স্কুলে গিয়াছে শুনিয়া বড়ই সুখী হইলাম। আমি কোনও মানুষ, দেবতা বা অবতারকে প্রচার করি নাই,—

করিয়াছি সর্ব্বমানব, সর্ব্বদেবতা, সর্ব্ব অবতার, সর্ব্ব সত্য, সর্ব্ব উপলব্ধি সর্ব্ব দিব্যতার পরম আধার চরম সমন্বয় একান্ত সামঞ্জস্য প্রণবকে। অসাম্প্রদায়িকতা প্রচার করিতেছি কহিয়া আমি অন্য অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ প্রচারও করি নাই; প্রশ্রয়ও দেই নাই। আমি জানি, তোমরাও জান, প্রণবমন্ত্রে সর্ব্বমন্ত্রের স্থিতি, প্রণব হইতে সকল ধ্বনির সৃষ্টি, প্রণবই মূল ও সব কিছুর পরম আহরণকারী অক্ষয় অব্যয় সত্য। এই কারণে প্রণবের উপাসক সর্ব্ব ধর্ম্ম সম্পর্কে একেবারে বিদ্বেষ-বর্জ্জিত সহজ মানুষ। প্রণবকেও জোর করিয়া, ছল করিয়া, কৌশল ফাঁদিয়া, প্রলোভন দেখাইয়া, ভয় প্রদর্শন করিয়া, জোর খাটাইয়া, জবরদস্তি করিয়া জনগণের উপরে আমরা চাপাইতে চাহি নাই। জানিয়াছি, পূর্ব্ব পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত সমূহের অনুবর্ত্তী খণ্ড দেবতার পূজার প্রতি কোটি কোটি মানুষের আজ আর আস্থা নাই, লক্ষ লক্ষ লোক সন্দেহ-দোলায় দোলায়মান, সহস্র সহস্র নরনারী সেই সকল প্রচলিত পদ্ধতির মধ্যে অসঙ্গতি বা অবিশ্বাস্য যুক্তি দেখিতে পাইয়া জীবন-গতি-পথে থমকিয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহারা কোনও খণ্ড দেবতার বা নূতন অবতারের পূজা করিতে প্রস্তুত নহে। ইহাদের আভ্যন্তর জীবনটাই হইতেছে আমার কর্ম্মস্থল। ইহাদের আমি আলম্বন দিতে গিয়া প্রণব-মন্ত্র দিয়া যাইতেছি। প্রচলিত কোনও ধর্ম্মসাধনবিধির প্রতি ইহা দ্রোহ নহে, প্রচলিত ধর্ম্মাচার্য্যদের জনসেবার অপূরিত অংশে ইহা আমার অতীব স্বাভাবিক অনুপূরণ মাত্র। যেখানে কেহই কিছু দিতে পারিতেছিলেন না, আমি সেখানে খণ্ড মন্ত্র না দিয়া অখণ্ড মন্ত্র দিয়াছি। কিন্তু ইহাদের সংখ্যা দিনের পর দিন কেবল বাড়িতেছে বলিয়াই মনে করা

বড় ভ্রম যে আমরা অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বিষ্ট। নিজমত নিজপথ প্রচার করিবার আগ্রহ যাহাদের নাই, দলে দলে লোক যদি তাহাদের মত ও পথ গ্রহণ করিবার জন্য দীক্ষার গৃহে ভিড় করে, তবে তাহাকে ভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ বলিয়া কেন বর্ণনা করিতে হইবে? আগরতলায় একদিনে চারি হাজার পঁচিশ জন লোক প্রণবমন্ত্রে দীক্ষা নিয়াছিল। কেন নিয়াছিল? দীক্ষা নিবার জন্য আমরা তাহাদিগকে ডাকিয়াছিলাম কি?

দীক্ষা ব্যতীতও অনেক নরনারী আমাদের আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ গৃহে গৃহে প্রণব-বিগ্রহ স্থাপন করিয়া পূজা করিতেছেন। তোমার ছাত্রীরাও হয়ত সেইরূপ ভাবেই ভক্তিমতী হইয়াছে। তাহাদের কাহাকেও কখনও বলিতে যাইও না যে, আমরা প্রণবের মাধ্যমে ঈশ্বরোপাসনা করি বলিয়াই তাহাদেরও তাহাই করিতে হইবে। আমরা অনুবর্ত্তী চাহি না। আমরা চাহি স্ববিবেকপ্রবুদ্ধ জাগ্রত আত্মার স্বাধীন আত্মানুসন্ধান। জগতের প্রতি জনে নিজের মত, নিজের পথ, নিজের রুচি ও নিজের সাধনা দিয়া খুঁজিয়া বাহির করিয়া লউক।

তথাপি, তোমার হোষ্টেলের মেয়েরা প্রণব-বিগ্রহ প্রণাম করিয়া পরীক্ষা দিতে হলে গিয়াছে শুনিয়া সুখী হইয়াছি। সে সুখ তাহাদের দিকে তাকাইয়া যতটা নহে, তোমার দিকে তাকাইয়া ততোধিক। নিষ্ঠা নিষ্ঠাকে বাড়ায়, সংশয় প্রশ্রয় দেয় সংশয়কে। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার নিষ্ঠা বাড়ুক, কেননা ইহার ফলে তোমার সকল ছাত্রীদের নিষ্ঠা বর্দ্ধিত হইবে। গাছের গোড়ায় জল দিলে তাহার ফলেই শাখা প্রশাখা, পত্র, পুষ্প সব সঞ্জীবিত হয়। এজন্যই ছাত্রীদের

শিক্ষয়িত্রীটিকে আমি বেশী করিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছি। কারণ, তাহাতে প্রত্যেকটী ছাত্রীর উপরে আশীর্ব্বাদের ফল বর্ত্তাইবে।
ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৬৬)

রি-ও

কলিকাতা
১৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৬৫

ল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

হিন্দুধর্ম্ম সম্পর্কে অধিকাংশ হিন্দুরই অজ্ঞাতপ্রসূত কতকগুলি ধারণা আছে। তাই তাহারা হিন্দুধর্ম্মের স্রষ্টা কে, এই প্রশ্ন করিয়া বিহ্বল য়। লোকের প্রচলিত ধারণা এই যে ইহুদি ধর্ম্ম মোজেসের সৃষ্ট, খ্রীষ্টান ধর্ম্ম যীশুর প্রবর্ত্তিত এবং ইস্‌লাম ধর্ম্ম মহম্মদের প্রদত্ত। হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে মোজেস, যীশু এবং মহম্মদ প্রভৃতি মহান ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকেরা প্রত্যেকে নিজ নিজ ধর্ম্মমতের অঙ্কুর এবং অনেক সময়ে শাখা-প্রশাখা পর্য্যন্ত পূর্ব্ব-প্রচলিত ধর্ম্মমত সমূহ হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই দৃষ্টিতে দেখিতে হইলে ইঁহারা কেহই নূতন কোনও ধর্ম্মমতের প্রবর্ত্তক নহেন পরন্তু অনাদিকাল হইতে প্রচলিত সনাতন ক সত্যের উপলব্ধির ব্যাপারে অভিনব সংস্কার-সাধক মহাপুরুষ মাত্র। কিন্তু আমরা একথা বলিতে গেলে ইহুদি, খ্রীষ্টান এবং মুসলমান বিরক্ত হইবেন, ক্রুদ্ধ হইবেন। সুতরাং সে কথা আমরা বলিতে চাহি না।

তাঁহারা যদি মনে করেন যে তাঁহাদের ধর্ম্ম একটি নির্দ্দিষ্ট মহাপুরুষের দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে এবং সেই জন্যই ইহা পূর্ব্ববর্ত্তী প্রচলিত ধর্ম্ম সমূহ হইতে শ্রেষ্ঠ, তাহা হইলে এই বিষয়ে আমার বা তোমার বলিবার কিছুই নাই। কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম সম্পর্কে একথা স্বীকার করিতে হইবে যে হিন্দুধর্ম্ম কোন নির্দ্দিষ্ট মানুষের সৃষ্ট নহে। ভগবানের নির্দ্দেশে সৃষ্টির আদি হইতে জীবের ভিতরে আপনা আপনি প্রকটিত হইয়াছে এবং হিন্দু বিভিন্ন আধারের প্রকটনকে ঈশ্বরের ধর্ম্ম বলিয়া সম্মান করিয়াছে। জীবে জীবে বিধাতার অপার করুণা ঈশ্বর-দর্শন রূপে স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে এবং সেই সকল ঈশ্বর-দর্শী পুরুষদের একের বা বহুজনের বিধান বা দার্শনিক চিন্তা মনু, ব্যাস, জৈমিনী, গৌতম, কণাদ, কপিল প্রভৃতি বিবৃত করিয়াছেন। তাঁহারা প্রতিজনেই হিন্দুধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা স্বয়ং ভগবান। প্রত্যেক জীবের মধ্যে ভগবান তাঁহার পূর্ণস্বরূপে প্রকটিত হইবার সামর্থ্য রাখেন এবং এই সকল উত্তম আধারের মধ্য দিয়া ভগবান নিজের লীলাকে বিকশিত করিয়াছেন। এই পরম সত্যকে হিন্দু স্বীকার করিয়াছে এবং জানিয়াছে। এইজন্যই ভগবানকে লক্ষ্য রাখিয়া যিনি যে ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, সে সকল ধর্ম্মের প্রতি হিন্দুধর্ম্ম পরম উদার এবং সহিষ্ণু।

হিন্দুধর্ম্মের অনুসরণকারীদের কেহ নিজেদের বৈষ্ণব বলিয়াছে, কেহ বলিয়াছে নিজেদের শাক্ত, কেহ গাণপত্য, কেহ ব্রাহ্ম। কিন্তু সকলকে একটা সূত্রে গ্রথিত করিয়া রাখিবার ক্ষমতা আছে ঈশ্বরানুরাগের,— সেই ঈশ্বরানুরাগ, যাহা ঈশ্বরের ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল ভক্তকেই প্রাণের প্রাণ করিয়া দেয়।

তোমাদের ধর্ম্ম সেই ধর্ম্ম। জ্ঞান এবং কর্ম্মের সামঞ্জস্যময় ভিত্তিক

উপরে দণ্ডায়মান মধুর, কোমল, সর্ব্বসুষমামণ্ডিত, অপূর্ব্ব-শ্রীদীপ্ত, দিব্য-লাবণ্য-বিলসিত সর্ব্বালিঙ্গনকারী তোমাদের প্রেমধর্ম্ম। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৭)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৬৫

পরমকল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। তোমরা অল্প দুই চারি জন কর্ম্মী মিলিয়া রায়গঞ্জের ধর্ম্মসভাতে একেবারে বার হাজার নরনারীকে শ্রোতারূপে আনিয়া হাজির করিলে, ইহা তোমাদের এক অত্যাশ্চর্য্য সংগঠন-শক্তির পরিচায়ক ব্যাপার। কখনও ওখানে আমি আর যাই নাই, কেহ সেখানে আমার নামও শুনেন নাই, এমন অবস্থায় ধর্ম্মের নামে তোমরা মানুষ টানিয়া আনিতে পারিয়াছ, ইহা একটা অসাধারণ কৃতিত্বের কথা। আমি তোমাদিগকে দ্বিধাহীন কুণ্ঠাহীন ভাষায় প্রশংসা করিতেছি। কিন্তু একটা কথা মনে রাখিও, প্রশংসা যেমন কর্ম্মের উৎসাহ বর্দ্ধন করে, তেমন আবার অহমিকা প্রবর্দ্ধিত করিয়া কর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাতও করে। আমার প্রশংসার ফল যেন তোমাদের পক্ষে শুভদায়কই হয়।

তোমার বাড়ীতে একটি গুরুজন কুলগুরুর দীক্ষিত, অপর গুরুজন বহু-বিগ্রহে বিশ্বাসী আশ্রম-বিশেষে দীক্ষিত, পরিবারস্থ অন্যান্য বহুজনের দীক্ষা-সংস্কার না হইয়া থাকিলেও তাঁহাদেরও নিজ নিজ অন্তরের

ব্যক্তিগত রুচি ঠাকুর-ঘরে গিয়া এক একটি বিভিন্ন দেবতার চিত্ররূপে স্থান লইয়াছে,—এইরূপ পরিবেশ তোমার পক্ষে এক সঙ্কট ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই স্থলে আমার উপদেশ এই যে, গুরুজনদের সহিত কলহ না করিয়া উপস্থিত অবস্থা অনুযায়ী সাময়িক ব্যবহাররূপে যাহা করিতে হয় করিবে কিন্তু বহুপ্রতীক বর্জ্জনটাকে আদর্শরূপে অন্তরে ধরিয়া রাখিও। অতীতের প্রবর্ত্তন সমূহের সঙ্গে অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদের মতন লড়াই দিয়া সময় নষ্ট করা আমি নিষ্প্রয়োজন মনে করি। কিন্তু বহু-প্রতীক বর্জ্জন সম্পর্কিত তোমাদের আদর্শটাকে একটা কথার কথায় পর্য্যবসিত হইতে দিতে পার না। স্বল্পতম বিরোধের মধ্য দিয়া বৃহত্তম সাফল্য অর্জ্জন হইবে তোমাদের নীতি কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকদিগের মনোরঞ্জন করিবার প্রয়োজনে নিজের খুঁটি ছাড়িয়া চলা অন্যায়। নিজের রীতি, নীতি ও আদর্শে পূর্ণ প্রতিষ্ঠাবান্ থাকিয়াও অপরের সহিত আপনত্ব স্থাপন সম্ভব যেই প্রেমের বলে, সেই প্রেমের তোমরা অনুশীলন কর।

চারিবার উপাসনা কষ্টকর লিখিয়াছ। এই সম্পর্কে আমার বক্তব্য এই যে, নিজের সুবিধা মত সময়ে দুইবার পেট ভরিয়া খাও আর দুইবার টিফিন কর। দুইবার বসিয়া সর্ব্বশক্তি লইয়া নাম কর, দুইবার বরং অতি সংক্ষেপে নিয়মটি মাত্র রক্ষা কর।

চতুর্দ্দিকের বহু সম্প্রদায়ের লোকের সঙ্গে তোমাদের এখন কত প্রকারের যোগাযোগ হইবে। মনে রাখিও, সর্ব্বসম্প্রদায়ের প্রতি তোমাদিগকে প্রেমভাব রাখিতে হইবে। তোমাদের নির্দ্দোষ এবং সর্ব্বসম্প্রদায়ের প্রতি সমদৃষ্টিপ্রসূত পুণ্য অনুষ্ঠান সমূহে যাহারা ধর্ম্মীয় উন্মাদনায় এবং সাম্প্রদায়িক অন্ধতায় বিমূঢ় হইয়া স্থানে স্থানে কত

প্রকারের অকারণ ও অশোভন অপপ্রচার করিয়াছে, তাহাদের এক-জনকেও শত্রু বলিয়া ভাবিও না। তোমাদের উৎসাহ বর্দ্ধনের জন্যই ভগবান প্রকারান্তরে তাহাদিগকে দিয়া ইহা করাইয়াছেন। ধর্ম্ম লইয়া কাহারো সহিত আমাদের বিরোধ নাই, এই কথা মনে রাখিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৬৮)

হরি-ওঁ

কলিকাতা
১৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। যদিও পত্রে তুমি তোমার সংসারের নানা বিপদ আপদের কথা লিখিয়াছ, তবুও প্রিয়-জনের পত্র পাইলে প্রিয়জন সুখী হয়। তুমি মন হইতে সকল দুঃখ দুশ্চিন্তা দূর করিয়া দাও :

আমি তোমাদিগকে চিরকাল এই শিক্ষাই দিয়া আসিতেছি যে 'দুঃখই জীবনের স্পর্শমণি'। তুমি দুঃখ, দুর্দ্দৈব, দুর্ভাগ্যের মধ্য দিয়াও মাথা তুলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইবে, এই বিশ্বাসকে অন্তর হইতে ক্ষণকালের জন্যও অপসারিত হইতে দিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৬৯)

হরি-ওঁ

কলিকাতা
১৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

নূতন জায়গায় বদলী হইয়াছ, ভালই হইয়াছে। নূতন নূতন মানুষের মধ্যে পরম দেবতার নূতন নূতন রূপ, নূতন নূতন রস, নূতন নূতন অভিব্যক্তি, নূতন নূতন উপলব্ধি আহরণ করিয়া আস্বাদন করিয়া অপূর্ণ জীবন পূর্ণ কর। তোমার আরাধ্য সর্ব্বভূতে সর্ব্বজীবে, সর্ব্বদেশে রহিয়াছেন।

মানুষ মাত্রেরই প্রতি প্রীতিভাব রক্ষা করিয়া চলিও। কর্ত্তব্যের অনুরোধে কাহারও অন্যায়কে প্রশ্রয় দিতে না পারিলেও তাহার ভিতরের মানুষটাকে সম্মান করিও। কাহাকেও শত্রু ভাবিও না, ভয় বাসিও না, সকলকে প্রেমের পাত্র বলিয়া জানিও এবং তাহার অশুদ্ধ আধারের ভিতর দিয়া শুদ্ধ প্রকাশের জন্য যথোচিত কাল প্রতীক্ষা করিও। শ্রদ্ধা আর ধৈর্য্য দিয়া বিশ্বের পরকে আপন করিও।

ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৭০)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

আমার ক্রোধ বা বিরক্তি বলিয়া কোনও জিনিষ নাই এবং ক্রোধ-বশে বা বিরক্তি হেতু তোমাদের নিকটে কোনও আদেশ-নির্দ্দেশ প্রেরণও করি নাই। আমি সুস্পষ্ট অনুভব করিতেছি যে, তোমাদের অজ্ঞানতার সুযোগে তোমাদের অহং তোমাদিগকে বিপথে পরিচালিত করিয়াছে এবং তোমরা সংগঠনমূলক লোকহিতকর কর্ম্মে অবহেলা করিয়া বৃথা বাজে জল্পনায় কালহরণ করিতেছ, যাহার প্রত্যক্ষ ফল নিজেদের শক্তিক্ষয়, পরোক্ষ ফল জগদ্বাসীর সমক্ষে সংঘের মর্য্যাদা-হানি। আমি চাহিয়াছি যে, তোমরা দীর্ঘকাল আত্মবিশ্লেষণ ও আত্ম-পরীক্ষা করিয়া আত্মশুদ্ধি লাভের পরে পুনরায় প্রকাশ্য সম্মেলনে মিলিত হও। শুধু কথা কহিবার জন্য মিলিত হইবার মধ্যে কোনও সার্থকতা নাই বাছা!

যাহাদের কাজ করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহারা জেলা জুড়িয়া লোক লইয়া সম্মেলন না ডাকিয়াও তাহা করিতে পারে, স্থানে স্থানে প্রকৃত কাজ কিছু করিয়া চারিদিকে কর্ম্মের আবহাওয়া সৃষ্টি করিবার পরেও সম্মেলন ডাকিতে পারে। তোমরা ত কাজকর্ম্মে ইস্তফা দিয়াছ, সেবা-ধর্ম্মে তালাক দিয়াছ, সকল কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়াছ, তোমাদের সকলের সম্মিলিত হইয়া কথা কওয়ার মানে ত মিথ্যা জটলা ও বৃথা জল্পনা করা।

তোমাদের অন্তরে শুচিতা, শুদ্ধতা এবং প্রেম বাড়াও। এই জিনিষগুলি যাহাদের নাই, তাহারা কাজ করিতে নামিয়া কলহ আর পরনিন্দাই করে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭১)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

২০শে অগ্রহায়ণ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমরা প্রত্যেকে আমার প্রাণের অধিক প্রিয়। তোমাদের প্রত্যেকের প্রতিটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস, প্রতিটি আকুল প্রার্থনা আমার নিকটে আসিয়া পৌঁছে। সব আমি শুনি এবং প্রতিকারও করি। বিশ্বাসের চোখ ফুটিলে তোমরা তাহা স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইবে। অনন্ত বিশ্বাস লইয়া পথ চল। বিশ্বাসের বলে হও মহীয়সী। তোমারই আজ বিশ্বাসের প্রয়োজন সকলের চাইতে বেশী। কারণ তোমাকে, পঙ্ককুণ্ডে আকণ্ঠ নিমগ্ন, তোমার দুর্ব্বল স্বামীকে তোমারই নিজের বলে টানিয়া উপরে তুলিতে হইবে। তোমার বিশ্বাসের বল যত অধিক হইবে, স্বামীকে সাহায্য করিবার শক্তিও তোমার তত অধিক হইবে।

তেরটী সন্তানের জননীর পক্ষেও ত্যাগ-প্রবুদ্ধ জীবন-যাপন অসম্ভব নহে। তুমি আমার সন্তান; তোমার পক্ষে কিছুই দুষ্প্রাপ্য বা অসাধ্য থাকিতে পারে না। তোমার স্বামীকে প্রাণ দিয়া আজ ভালবাসিতে

হইবে। ভালবাসার যে কত শক্তি, এতকাল তাহা জান নাই। আজ তাহা জানিতে হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭২)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

২০শে অগ্রহায়ণ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তুমি ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী হইয়া এবং পাকিস্তানবাসী হইয়াও আমার প্রতি এমন ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালবাসা প্রদর্শন করিতেছ, যাহা আমার হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বী পুত্রকন্যারাও করিতে পারিত কিনা, সন্দেহ করি। তোমার এই গভীর প্রেম ও আনুগত্য তোমার অন্তরের সরলতা হইতে আসিয়াছে। আশীর্ব্বাদ করি, এই সরলতা তোমার নিত্যস্থায়ী হউক।

অন্তরকে সরল সরস শুচি করিয়া ভগবানের পানে তুলিয়া ধরিলে তিনি তাহাকে ভক্তির অমৃতধারায় ভরিয়া দেন। সকল জাতি, সকল দেশবাসী, সকল ধর্ম্মাবলম্বীর পক্ষে ইহা এক শাশ্বত সত্য। এইজন্যই আমরা কেহই সর্ব্বাগ্রে হিন্দু, মুসলমান বা খ্রীষ্টান নহি, আমরা সর্ব্বাগ্রে মানুষ এবং ঈশ্বরের দাস। ঈশ্বরানুগ্রহে সুস্পষ্ট উপলব্ধি আমাদের মনুষ্য-জন্মকে সার্থক করে, ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের নিত্য-সম্বন্ধই শাশ্বত সম্বন্ধ। তোমার অন্তর এই উপলব্ধির মধুতে কাণায় কাণায় পূর্ণ হউক।

তুমি আমার পদধূলি চাহিয়াছ। লিখিয়াছ, তাহা যেন খামে ভরিয়া পাঠাইয়া দেই। কিন্তু তুমি তোমার স্বদেশের শাসন-পদ্ধতি জান। তুমি তোমার দেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলিও জান। সেই অবস্থায় একজন হিন্দু সাধুর পদধূলি একটী মুসলমান-সন্তানের ভক্তি-ব্যাকুল আকূতি মিটাইবার জন্য প্রেরণ করিলে, তাহা হইতে কোনও ধর্ম্মীয় সমস্যা উদ্ভূত হইয়া কাহারও কোনও অনিষ্ট করিবে কিনা, বলিতে পারি না। সুতরাং পদধূলি পাঠান হইল না। কিন্তু বাবা, তুমি আমাকে যে দৃষ্টিতে দেখ, তাহাতে আমার পদধূলির জন্য তোমাকে বারাণসী, কলিকাতা বা আমার ভ্রমণ-প্রবাসের স্থানে পত্র লিখিতে হইবে কেন? আমি আচার্য্য শঙ্করের শিষ্যানুশিষ্য মহামণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীজয়েন্দ্র পুরীর মন্ত্রশিষ্য। নিজেকে আমি সোঽহং বলিয়া জানিয়াছি, ঈশ্বরে আর আমাতে যে ভেদ নাই, সেই অদ্বৈত-তত্ত্বে আমার প্রতিষ্ঠা। নিজেকে বিশ্বতোব্যাপ্ত জানিয়া সমগ্র বিশ্বে নিজেকে এবং নিজেতে সমগ্র বিশ্বকে উপলব্ধি করা আমার সহজাত সাধনা। আমার পদধূলি ত পৃথিবীর যে-কোনও মৃত্তিকায় তুমি পাইবে। যে-কোনও স্থানের মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়া তুমি তাহা সানন্দে মস্তকে ছোঁয়াইয়া পরমানন্দ উপভোগ করিও যে ইহা তোমার গুরুদেবের পদধূলি। আমি কোনও খণ্ডিত, অংশিত, বিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব নহি। আমি অখণ্ড, অনংশ, অবিচ্ছিন্ন, অপরিচ্ছিন্ন, অক্লেদ্য, অশোষ্য, অদাহ্য, সর্ব্বতোব্যাপী, নিত্যশাশ্বত শুদ্ধ পরমচৈতন্য। আমাতে যে মগ্ন হইয়াছে, সে আমাকে কোটি বিশ্বে এবং কোটি বিশ্বকে আমাতে পাইয়াছে। চাহি শুধু বিশ্বাস, দৃঢ় নিষ্ঠা এবং একাগ্র সাধন।

মনে পড়ে বাংলা ১৩৩৬, ৩৭, ৩৮ সালের রহিমপুর আশ্রমের কত

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, DHANBAD

কথা। তখন তোমার জন্মও হয় নাই। দলে দলে কত মুসলমানের ছেলেরা, এমন কি মৌলবী, মৌলানা, পীর, দরবেশের ছেলেরাও আমার নিকটে আসিত। এক এক জনের প্রাপ্য ছিল এক এক রকমের, তাই এক এক জনে এক এক প্রকারে অন্তরের সন্তোষ ও আত্মপ্রসাদ নিয়া ঘরে ফিরিত। মনে পড়ে সেই সারিতে-দাঁড়ান সন্তান-কোলে জননীদের, যাঁহারা আশ্রমের এক ফোঁটা প্রসাদ, এক কণা নির্ম্মাল্য নিবার জন্য দীর্ঘকাল ধরিয়া আশ্রমের অঙ্গনে প্রতীক্ষা করিত। হিন্দু-মুসলমানের বিভেদ উঠিয়া গিয়াছিল। ধর্ম্মীয় সঙ্কীর্ণতার প্রাচীর বলিতে গেলে প্রায় সরিয়া গিয়াছিল। সেই দিনকার সেই সুমধুর স্মৃতি আজও অন্তরে কি গভীর আবেগ, কি বিপুল হিল্লোল বহাইয়া দিয়া যায়। কিন্তু হায়, উহাই আমাকে সম্প্রদায়-বিশেষের মোল্লাদের চখে বিষম শত্রুতে পরিণত করিয়াছিল। পর পর ছয়বার গুপ্ত হত্যার আয়োজন হইয়াছিল, দুই দুই বার সহস্র সহস্র সশস্ত্র দুর্ব্বৃত্তদের আক্রমণের মুখে আমাকে সোজা মেরুদণ্ডে দাঁড়াইয়া ভীতি-কাতর নিরীহ লোকদিগকে ডাকিয়া বলিতে হইয়াছিল,—"ভয় নাই, ঈশ্বর আছেন, তিনি সর্ব্বশক্তিমান।" আজ সেই সকল অম্লমধুর বিচিত্র স্মৃতি অন্তরে কতই না স্বপ্ন-কুহেলী সৃষ্টি করে।

কিন্তু সাম্প্রদায়িক উগ্রতা পারিল কি তোমাদের মত ছেলেদের জন্মগ্রহণ বন্ধ করিতে? একদিন এই পৃথিবীতে হয়ত হিন্দুধর্ম্ম, ইসলাম-ধর্ম্ম বা খ্রীষ্টান-ধর্ম্ম নামে কোনও জিনিষের অস্তিত্ব নাও থাকিতে পারে, কিন্তু সেই দিনও সত্যস্বরূপ ঈশ্বর থাকিবেন। এই কথা স্মরণে রাখিয়া আমাদের প্রতিজনের কর্ত্তব্য হইবে, বিভিন্ন ধর্ম্মের সাম্প্রদায়িক

গোঁড়ামিগুলি সম্পর্কে একেবারে উদাসীন হইয়া যাওয়া।

পুনরপি আশিস নিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৭৩)

ওঁ শ্রীগুরু   কলিকাতা
২১শে অগ্রহায়ণ, ১৩৬৫

পরমকল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

বুঝিলাম, নানা দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়া দিন কাটাইতেছ। কিন্তু ইহা ত বুঝিলাম না যে, তুমি ভগবানের নামের সেবার মধ্য দিয়া দুঃখ-কষ্টের ঊর্দ্ধে উঠিতে চেষ্টা করিতেছ! এমন কি, ইহাও ত বুঝিলাম না যে, দুঃখ-কষ্টকে প্রতিহত করিবার জন্য সহস্র প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও পৌরুষকে জাগ্রত, উদ্যত ও নিয়োজিত করার যে প্রয়োজন তাহার দাবী তুমি পূরণ করিতেছ! তোমাদের দুঃখ-কষ্টের কথা শুনিলে আমি ব্যথিত হই, প্রতীকার-চিন্তাও করি কিন্তু অক্ষমের দুর্ব্বল ক্রন্দন, হতাশের করুণ শোকোচ্ছ্বাস ত শুনিতে ভাল লাগে না বাবা। নির্ভর ও পুরুষকার, এই উভয় মহিমাকে নিজ চরিত্রে জাগ্রত কর, কেবলই বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিও না। যে দুঃখ কেবল নিজের জন্য সহিতেছ, তাহাকে কৌশল করিয়া জগতের জন্য সহিবার পথ নির্ম্মাণ কর, তাহাকে ভগবানের জন্য সহিবার রাস্তা বাহির কর। তোমার ব্যক্তিগত দুঃখ-কষ্ট যখন বিশ্বজীবের হিতের সহিত লক্ষ্যযুক্ত হইবে, তখন কণ্টক-

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, DHANBAD

শয়নও কুসুম-শয্যার মত মনোরম হইয়া পড়িবে। বৃথাই কেবল কাঁদিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭৪)

ওঁ-শ্রীগুরু

কলিকাতা

২১শে অগ্রহায়ণ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

এখনই তুমি তোমার নামের সঙ্গে "ব্রহ্মচারী" উপাধিটা ব্যবহার করিও না। ডাঁটা গাছ সকালে বাড়ে, সকালে মরে, অশ্বত্থ দেরীতে বাড়ে, দেরীতে মরে। নিজের কৌলিক নামের মধ্য দিয়াই সেবা ও যোগ্যতা দ্বারা সর্ব্বজনশ্রদ্ধিত হও। কথায় কথায় যাহারা ব্রহ্মচারী হয়, কথায় কথায় তাহারা সংসারী হয়।

যেই সময়ে ধৈর্য্য ধরিয়া আরও কয়েকটা বৎসর তোমার পুপুন্‌কী আশ্রমে গুরুদেবের গরু চরাইয়া ব্রহ্মবিদ্যা আয়ত্ত করিবার প্রয়োজন ছিল, সেই সময়ে তুমি হঠকারিতা করিয়া আশ্রম হইতে দেশে চলিয়া আসিলে। আমি অবশ্যই বাধা দিই নাই কিন্তু নিজের ক্ষতি তুমি নিজে করিয়াছ। আমি ত ভিক্ষাজীবী সাধু নহি যে তোমরা আশ্রমে গিয়া বসিয়া খাইতে পাইবে। শিখিবার কত ছিল, কিছুই তুমি শিখ নাই। জানিবার কত ছিল, কিছুই তুমি জান নাই। নীরবে আদেশ-পালনের শিক্ষা, জীবনের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা। তাহা হইতে নিজেকে স্বেচ্ছায়

বঞ্চিত রাখিয়াছ। এখন দেশে আসিয়া নিজেকে "ব্রহ্মচারী" উপাধি-যুক্ত করিয়া প্রচার করিতেছ। ইহা সঙ্গত কার্য্য হইতেছে না।

তোমারই আর একটী ভ্রাতা মেদিনীপুর, সিংভূম, জলপাইগুড়ি, ত্রিপুরা, কাছাড় ও বালেশ্বর জেলা আমার সঙ্গে কিছুদিন সেবক রূপে ভ্রমণ করিয়া হঠাৎ উধাও হইয়া গেল। শুনা যাইতেছে, সে এইস্থান-গুলির কোথাও কোথাও গিয়া নিজেকে নানা ভাবে জাহির করিতেছে এবং তাহার "ব্রহ্মচারি"-ত্বের দৌলতে কিছু কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া বেড়াইতেছে। এই ঘটনা মাত্র এক সপ্তাহের পুরাতন। এই জাতীয় ব্রহ্মচারীরা কয়দিন ব্রহ্মচারী থাকিবে?

তোমারই আর একটী ভ্রাতা নিজেকে ব্রহ্মচারী পরিচয় দিয়া বিপুল প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিবার পরে তোমাদের পূর্ব্ববঙ্গের ত্রিপুরার একটী আশ্রমের সমস্ত ভূমি প্রতারণা-মূলে মুসলমানের কাছে বিক্রয় করিয়া ভারতরাজ্যে আসিয়া ব্যক্তিগত সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছে।

তোমারই আর একটী ভ্রাতা নোয়াখালী জেলার এক বিরাট আশ্রমের উপসত্ব দশ বৎসর ধরিয়া অপহরণ করিয়াছে এবং তাহা দ্বারা নিজের আয়েসের ব্যবস্থা করিয়া নিয়াছে।

তোমারই অপর একটী ভ্রাতা বিহার প্রদেশের অন্তর্গত সেই আশ্রমের উৎপন্ন ধান্য দিয়া গোপনে দশ বৎসর ধরিয়া ব্যক্তিগত ব্যবসা করিয়াছে, যেই আশ্রমে স্বল্পকাল বাস করিয়াই তুমি "ব্রহ্মচারী" বলিয়া নিজেকে জাহির করিতে দেশে ফিরিয়াছ। তোমার উক্ত ভ্রাতা হঠাৎ না বলিয়া একদিন আশ্রম-ত্যাগ করে এবং যাইবার আগে আশ্রমের গাছপালা, ঘরের টিনের চাল, অফিস রুমের ফার্ণিচার সমূহ

যা-তা দরে লোকের কাছে বিক্রী করিয়া যায়। তাহার চালাকী বুঝিতে তাহার অন্তর্ধানের পরেও আমাদের বিশ দিন সময় লাগিয়াছিল।

তোমার অপর এক ভ্রাতা পূর্ব্ববঙ্গ হইতে বাস্তুত্যাগ করিয়া ভারতে আসে এবং আমাদেরই চেষ্টায় একটী বাস্তুত্যাগী-শিবিরে অতি নিরাপদ ও সম্মানজনক চাকুরী পায়। সে তাহার "ব্রহ্মচারী" উপাধির সুযোগে অনেক লোকের মন মজায় এবং একটী অতি গুরুতর অপবাদ অর্জ্জন করিয়া স্থান ত্যাগে বাধ্য হয়।

এই সকল অপ্রিয় ঘটনার বিবরণ শুনিবার পরে তুমি সাবধান হও। "ব্রহ্মচারী" উপাধি ব্যবহার করিয়া লোকের চোখে ধূলা দিতে তোমাকে দিব না। তুমি "ব্রহ্মচারী" উপাধি ব্যবহার হইতে বিরত হও।

প্রকৃত ব্রহ্মচারীর মত দেহে মনে প্রাণে সংযম শুচিতা রক্ষা করিয়া চলিতে থাক। তাহার ফলে আপনা আপনিই তোমার জনসেবার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার যোগ্য পরিস্থিতি সৃষ্টি হইবে। প্রতারণার পথে যাইও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭৫)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

২১শে অগ্রহায়ণ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

মনের সকল মালিন্য প্রেমময় ভগবৎ-সঙ্গীতের মধ্য দিয়া অনন্তে

ভাসাইয়া দাও। ব্রহ্মাণ্ডপতি নিজে তোমার ভার লইবেন। মনকে বৃথা উদ্বিগ্ন করিও না। ভগবানের গানে জীবনকে মধুময় করিয়া তোল।

এমন গান গাহিও না, যাহার প্রেমমাখা আবেদন জান্তব প্রেমকে স্মরণ করাইয়া দেয়। তাঁহার গান গাহিবে তাঁহার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করিবার জন্য, নিজেকে তাঁহার চরণে সঁপিবার জন্য। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭৬)

কলিকাতা

হরিওঁ

২১শে অগ্রহায়ণ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

আমার একটী পত্র-পাঠ শুনিবার জন্য তোমরা ৩ই শত একজন খোয়াইতে শ্রীমান্ সন্তোষের বাড়ীতে ভক্তিনম্র চিত্তে সমবেত হইয়াছিলে, এই সংবাদে বড়ই পরিতৃপ্ত হইয়াছি। আমার একটা ডাকে এতগুলি লোক একত্র আসিয়া যায়, ইহা নিশ্চয়ই সুলক্ষণ। কিন্তু যে জন্য সকলকে ডাকিয়াছ, তাহা সফল করিবার জন্য তোমরা হও আগ্রহান্বিত, তবেই এই সুলক্ষণকে পরমমঙ্গলময় বলিয়া স্বীকার করিব। আমার প্রতি তোমাদের প্রেম আছে, ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু আমার নির্দ্দেশ পালনে তোমরা প্রাণ দিতে পার, তাহা প্রমাণ করিবার বাকী রহিল। এই কার্য্যটায় তোমরা কৃতকার্য্য হইলে আমার আহ্লাদ সকল সীমা অতিক্রম করিবে।

সভা সমিতি সম্মেলনে অনেক প্রস্তাব গৃহীত হইতে দেখা যায় কিন্তু প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ কমই হয়। প্রস্তাব গ্রহণকালে মনে কপটতা থাকে, তাহা নহে, সদিচ্ছা পূরা মাত্রাই থাকে কিন্তু তাহা অন্তরে স্থায়ী হয় না। স্থায়ী না হইবার কারণ ব্রহ্মচর্য্যের অল্পতা। ব্রহ্মচর্য্যে স্থিতি না হইলে সৎসঙ্কল্প দীর্ঘকাল থাকে না। তোমরা প্রতি জনে নিজ নিজ আশ্রমোচিত ভাবে ব্রহ্মচর্য্য-পালনের দিকে প্রখর দৃষ্টি দাও। প্রত্যেকে প্রত্যেকের অন্তরে বলবিধান কর। প্রতিজনে প্রতি জনকে উৎসাহ দিয়া উদ্যমী কর। অব্রহ্মচর্য্যও অভ্যাসের ফল, ব্রহ্মচর্য্যও অভ্যাসেরই ফল। তোমরা যত্ন করিয়া নিজ নিজ সুযোগ সুবিধা অনুযায়ী ইন্দ্রিয়-সংযমের অনুশীলন কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭৭)

ওঁ-শ্রীগুরু

পুপুন্‌কী আশ্রম

২৮শে অগ্রহায়ণ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস্ জানিও।

কাল রাত্রে শীতের মধ্যে খুব অপ্রস্তুতই হইয়াছিলাম। ধানবাদ হইতে ট্যাক্সিতে চাপিয়া তেলমোচো আসিতেই গাড়ী বিকল হইল। ঘণ্টা দেড়েক সেখানেই কাটিয়া গেল। কালাপাথরের মোড়ে আসিয়া দেখি, আশ্রমে যাইবার যে রাস্তা তৈরী হইতেছে, তাহার বড় বড় মাটির ঢেলাগুলি ট্যাক্সির পথরোধ করিয়া রহিয়াছে। সুতরাং আশ্রম হইতে

অর্দ্ধমাইল দূরে নামিতে হইল। রাত্রি তখন সাড়ে বারোটা। সঙ্গের মালপত্র নিবার লোক খুঁজিবার জন্য কালাপাথরের টোলাতে টোলাতে ঢুঁড়িতে লাগিলাম। রাত্রি দেড়টায় আশ্রমে পৌছিলাম। গ্রাম হইতে ছয়টী ছেলে আসিয়া ঘাড়ে মাথায় বোঝা লইল। রাস্তা নূতন হইলে এইরূপ বিভ্রাট হয়ই। তোমরাও ত বাবা জীবনের পথ নূতন করিয়া কাটিতে সুরু করিয়াছ। সকল রকম বিভ্রাটের জন্য তৈরী হইয়াই কাজ করিও; বিপত্তি দেখিলে হতাশ হইয়া কাজ ছাড়িয়া দিও না।

তুমি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিতেছ না বলিয়া বড়ই বিহ্বল হইয়াছ, মনে হইতেছে। তুমি সুস্পষ্ট না লিখিলেও আমার যেন মনে হইতেছে যে, তোমার অভিভাবকেরা সাধু-সন্ন্যাসীদের উপরে আস্থাশীল নহেন বলিয়াই তোমার এই সঙ্কট হইয়াছে। কিন্তু উহা তোমার অভিভাবকদেরই কেবল দোষ নহে, দোষ সমগ্র সমাজের আর দোষ হইতেছে সাধু-সন্ন্যাসীদেরই নিজেদের। তুমি তোমার অভিভাবকদের অবাধ্য হইও না। একবার যখন আমার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎকার হইয়াছে, তখন আর তোমার ভয় কি? আমার সঙ্গ তুমি অবিরাম পাইবার চেষ্টা কর তোমার মনে আর ধ্যানে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭৮)

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী আশ্রম
২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৬৫

পরমকল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

সহস্র বিঘ্ন-বিপত্তিতেও মন খারাপ করিও না। বিশ্বাস করিও যে, ঈশ্বর আছেন। ঈশ্বরে যাহার বিশ্বাস আছে, জগতে তাহার কোনও ভয় নাই।

আর একটী দিকেও মা লক্ষ্য রাখিও। বিপদে পড়িলেই তোমরা ঈশ্বরকে ডাক, সম্পদের সময়ে কিন্তু তাঁহাকে ভুলিয়া থাক। কেন, সম্পদের সময়ে কি তাঁহাকে স্মরণ করা যায় না? সম্পদের সময়ে কেন তোমাদের তাঁহার কথা মনে পড়িবে না?

তোমার মত ধনবতী বিধবা ভ্রাতৃবধূকে বাগে পাইলে ধনলোভী দেবর ও ভাসুরেরা নানা মিথ্যা ওজুহাত সৃষ্টি করিয়া হতমান করিবার চেষ্টা করিবে, নানা প্রকার সত্যলেশবর্জ্জিত মামলা-মোকদ্দমা করিয়া হৃতসম্পৎ ও নিরাশ্রয় করিবার প্রয়াস পাইবে, তাহা এই কলিযুগের পশুত্ব-পর্য্যায়ে খুব একটা আশ্চর্য্য ঘটনা নহে। কিন্তু যতদিন তোমার এই সকল বিপদ-আপদ ছিল না, যতদিন তোমার দুষ্ট কোনও প্রতিপক্ষ ছিল না, যতদিন তোমাকে ধনবলে ক্ষীণ ও লোকচক্ষে হীন করিবার জন্য কোনও ষড়যন্ত্র ছিল না, ততদিন কেন তুমি তোমার আসল কর্ত্তব্য ভুলিয়া ছিলে? কেন ততদিন তোমার মনে পড়ে নাই তোমার পরমপ্রভুর কথা?

কোনও অবস্থাতেই তাঁহার কথা ভুলিয়া থাকিবে না, এই সঙ্কল্প

কর। বিপদ তোমার কাটিয়া যাইবে, সম্পদ তোমার মোটামুটি অনেকটাই ফিরিয়া আসিবে। দুশ্চিন্তার কালিমায় যে মুখমণ্ডল তোমার আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে, নির্ম্মল হাস্যের উজ্জ্বল বিভায় সেই সুন্দর মুখে আবার সুষমা ফুটিবে,—কিন্তু তখন আবার ভগবানকে ভুলিয়া যাইও না মা।

অনেক ধনবান্ ধনগর্ব্বের মধ্য দিয়া ভগবানকে স্মরণ করে। ভগবানের নামে মন্দির গড়িব, ভগবানের উদ্দেশ্যে জন্মোৎসব করিব, ভগবানকে সম্মুখে রাখিয়া জগতে আমার অতুল দানের কীর্ত্তি, স্থাপত্যের কীর্ত্তি, শিল্পের কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া যাইব, জয়পুর হইতে আনিব মর্ম্মর পাথর, কলিকাতা হইতে আনিব পরিকল্পনা-শিল্পী, দাক্ষিণাত্য হইতে আনিব তক্ষণ-শিল্পী, মন্দিরে ভিত্তিমূলে বসাইব আমার অভ্রচুম্বী ছদ্মবেশী অহমিকাকে আর মন্দির-চূড়ায় বসাইয়া দিব শ্যামসুন্দরের শিখিপুচ্ছ,—এমন ভাবে ভগবানের সেবা অনেক দাম্ভিক করিয়া থাকে। সেই সেবার কথা বলিতেছি না।

নিঃসন্তানা, ধনবতী, সাধনবতী তুমি। তুমি ইচ্ছা করিলে নিজের আত্মাহঙ্কারকে একেবারে বিলুপ্ত করিয়া দিয়া ভগবানের প্রীত্যর্থে কত সৎকাজ করিতে পার, কত সত্যিকার জনহিতপ্রয়াসে সহায়তা দিতে পার। কিন্তু সম্পদের সময়ে ভগবানের কথা তোমাদের মনে থাকে না। যদিও প্রত্যহ নিয়মিত সন্ধ্যোপাসনাদিতে বস, কিন্তু একেবারেই ভুলিয়া থাক যে, তোমার সাধনা কেবল একার মুক্তির জন্য নয়, একার মোক্ষের জন্য নয়, তোমার জীবন, মরণ, সাধন, অসাধন, সবই জগতের সর্ব্বজনের জন্য। একথা ভুলিয়া যাও বলিয়াই না তোমাদের ললাটের চন্দন-

বিন্দু জ্ঞানের আলো জ্বালাইতে গিয়াও বিপন্ন হইয়া মুছিয়া যায়!

এখন হইতে জীবনের রোখ, মা ফিরাইয়া ফেল। ক্ষুদ্র আর তুচ্ছের সহিতই এতকাল জীবনের সম্বন্ধ পাতাইয়া চলিয়াছ, ভূমাকে আত্মীয় বলিয়া মান নাই। তোমাদের এতবড় ঐশ্বর্য্যময় সুদীর্ঘ জীবনে নিষ্কাম সৎকর্ম্মে ত্যাগ-স্বীকারের কোনও ইতিহাস নাই। যাহা অচিরস্থায়ী এবং সাময়িক যশোবর্দ্ধক বা সামাজিক প্রতিপত্তি-পোষক, তাহার বাহিরে তোমাদের গণ্ডীবদ্ধ দৃষ্টিকে নিক্ষেপ কর নাই। মনে রাখিও, এভাবে চলিবার আর দিন নাই।

পুনরপি আশিস নিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭৯)

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী আশ্রম

৩০শে অগ্রহায়ণ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

শেষ রাত্রি আর সন্ধ্যার পরে ছাড়া লেখনী ধরিবার উপায় নাই। সময় কৈ? সারাদিন মাঠে মাঠে ঘুরিয়া চড়াই উৎরাই ভাঙ্গিতে হইতেছে। একটা বিশেষ উদ্বেগকর অবস্থার সম্মুখীন হইয়া আমাকে আমার সমস্ত কর্ম্মশক্তি পাথর-কাঁকরে ভরা উঁচু মাটির ঢিবিগুলির উপরে নিয়োগ করিতে হইয়াছে। অথচ এখন ধান কাটিবার সময়,

সব লোকজন নিজ নিজ ক্ষেতে কাস্তে হাতে ব্যস্ত। আমার দুখানা বাহু একা একা কত কাজ করিতে পারে?

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইয়াছি। যেখানে অবিসম্বাদিত অনাবিল স্নেহ রহিয়াছে নিয়ত তোমার উপর, সেইখানে অনুদিন নানা সন্দেহ সংশয় মনে পুষিয়া নিজেকে দুর্ব্বল করার মত পাগলামি জগতে আর কিছু থাকিতে পারে না। মন হইতে সকল অস্বাচ্ছন্দ্য ও অস্বচ্ছতা দূর করিয়া দাও। সবল হও, তাহা হইলেই সরলও হইবে, সরসও হইবে।

এই পৃথিবীটা কেবলই কি কুৎসিত? ইহার মধ্যে সুন্দর কি কিছুই নাই? মানুষেরা জীবন ভরিয়া কেবলই ভুল করে? তাহাদের জীবনের মহৎ ও সার্থক শ্রম কি কোথাও নাই? যাহার আদ্যন্ত তোমার নখদর্পণে নাই, তাহাই কি মিথ্যা এবং অস্তিত্বহীন? যাহা তুমি বুঝিতে পার নাই, তাহাই কি ভুল? তোমার চখে যাহা মন্দ লাগিয়াছে, তাহা যে প্রকৃতই মন্দ, তাহা তোমাকে হলফ করিয়া কে শুনাইয়া গিয়াছে? জগতের কয়টী প্রাণীর অন্তরের কথা তুমি জান যে, তাহাদের কর্ম্ম তপঃশুদ্ধ বা তামসিকতায় পঙ্কিল, তাহা ধরিয়া ফেলিবে? অপরকে বিচার করিতে গেলে এই কথাগুলি ভাবিতে হয়।

আমাকে আত্মপ্রচারকারী দুর্বৃত্ত বলিয়া ভাবিবার লোক এ জগতে আছে। কিন্তু আমাকে তিলে তিলে আত্মোৎসর্গকারী শুদ্ধচেতা জন-সেবক বলিয়া ভাবিবারও ত লোকের অভাব নাই! ইহাদের মধ্যে কাহাদের বিচার অভ্রান্ত, তাহা নিয়া সময় নষ্ট করিবার কি প্রয়োজন আছে? যেদিন আমি ডাক ছাড়িয়া সকলকে শুনাইতে পারিয়াছিলাম

যে, জনসেবা করিব কিন্তু ভিক্ষায় নামিব না, সেইদিনই সাধারণ সকল প্রচলিত-পন্থী কর্ম্মীদের সহিত আমার কর্ম্মনীতি, চেষ্টারীতি, উদ্যমের বৈশিষ্ট্য আলাদা ভাবে চিহ্নিত হইয়া গিয়াছে। তোমরা কি আমাকে প্রচলিত মাপকাটি দিয়া বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত স্থির করিতে পারিবে?

তথাপি তোমাদিগকে সেই স্বাধীনতা আমি দিয়াছি, যাহার বলে তোমরা আমাকে নির্ভয়ে বিচার করিতে পার। কিন্তু তোমাদিগকে বিচার করিবারই স্বাধীনতা দিয়াছি; তোমাদের নিকটে আমি কৈফিয়ৎ দিতেও বাধ্য থাকিব, এই স্বীকৃতি দেই নাই। আমি ত একজনের মোহন-মুরলীর মধুর নিঃস্বন শুনিয়া তাহারই পিছনে পিছনে ছুটিয়াছি। তোমরা আমাকে গালি দিলে বা প্রশংসা করিলে, তাহাতে রুষ্ট-তুষ্টি কিছুই নাই। কিন্তু কেন আমি কোন্ কাজ করিতেছি, তাহার কৈফিয়ৎ তোমাদের নিকট দিবার আমার অবসর কৈ? তোমরা প্রশ্ন করিবে, কেন অযাচক-বৃত্তি গ্রহণ করা হইল, চাঁদা তুলিবার সংগঠনটাকে পাকা পোক্ত ভাবে চালু করিলে আজ কি টাকার অভাবে কোনও বড় পরিকল্পনা মধ্যপথে আটক হইয়া থাকিত? তোমরা প্রশ্ন করিবে, কেন আমার আগমন ও ভাষণ-দান উপলক্ষে এক একটা স্থানে স্থানীয় উদ্যোগী ভক্তেরা এক একটা বিরাট উৎসব করিয়া কয়েক হাজার টাকা ব্যয় করেন, সেই টাকাটা কেন সেই সহরে বা গ্রামেই একটা স্কুল খুলিবার জন্য ব্যয় করা হয় না? তোমরা প্রশ্ন করিবে, আমার আদর্শ প্রচারের যন্ত্রস্বরূপ কোনও একটা বিশেষ হাতিয়ার নির্ম্মাণ করিতে কেন অনেক টাকা খরচ করা হইল, তাহা দ্বারা আমার আত্মপ্রচার কার্য্যটাই কি ভালভাবে করা হইল না?

তোমরা প্রশ্ন করিবে, প্রতিধ্বনির অধিকাংশ পৃষ্ঠা আমার রচনা প্রকাশের জন্যই কেন ব্যয়িত হয়, অন্য কোনও শ্রেষ্ঠতর লেখকের লেখা কি সংগ্রহ করা যায় না? তোমরা প্রশ্ন করিবে, অযাচক আশ্রমের পুস্তক-প্রকাশন-বিভাগ এখন পর্য্যন্ত একমাত্র আমার রচিত পুস্তক ছাড়া অন্য লেখকের রচিত পুস্তক কেন প্রকাশ করেন নাই? তোমরা প্রশ্ন করিবে, আমি কেন কখনও কখনও রেলের প্রথম শ্রেণীর কামরায় ভ্রমণ করি, তৃতীয় শ্রেণীতে নিয়ত ভ্রমণ করিলে দীন, দুঃখী, দরিদ্রের সহিত মিলিবার মিশিবার যে সুযোগটুকু হয়, কেন তাহা যত্নপূর্ব্বক পরিহার করা হইল? আগরতলায় একজন ডাক্তার, একজন শিক্ষক, আর কতকজন স্কুল-কলেজের ছাত্র আসিয়াছিল প্রশ্ন করিতে, কেন আমি খালি গায়ে থাকি না, কেন আমি জামা পড়ি, জুতা পড়ি, সময় সময় মোজা ও ব্যবহার করি? আমাকে এইরূপ প্রশ্নও তোমরা করিয়া থাক যে, আমি কেন ডিব্রুগড়ে এক দিনে দেড় হাজার আর আগরতলায় একদিনে চারি হাজার পঁচিশ জন দীক্ষার্থীকে দীক্ষা দিলাম। তোমরা প্রশ্ন কর, গত বছর আমি খুব মোটা লম্বা একটা ভারী লাঠি ব্যবহার করিতাম, এই বছর আমার হাতের লাঠিখানা সরু হইল কেন? তোমরা প্রশ্ন কর, রামবাবু আমাকে যে বস্ত্রখণ্ড দিয়াছিলেন, তাহা আমি পরিলাম কেন আর অজিতবাবু যে বস্ত্রখানা দিতে আসিলেন, তাহা আমি অন্যকে দান করিলাম কেন? তোমরা প্রশ্ন করিবে, আমাদের সমবেত উপাসনার মন্ত্রগুলির মধ্যে অমুক মঠের অনুকরণে আর তমুক আশ্রমের অনুসরণে আরও গোটা কয়েক নূতন মন্ত্রের আমদানী করা হইবে না কেন? তোমরা প্রশ্ন কর, কেন আমি কোদাল মারা, লাঙ্গল-চালনা, বক্তৃতা দেওয়া ইত্যাদি ছাড়িয়া দিয়া

ধ্যানগম্ভীর হইয়া চুপ মারিয়া হিমালয়ের গুহায় বসিয়া যাই না? তোমরা ইহাও প্রশ্ন কর, আমি মাঝে মাঝে কেন এক, দুই, আড়াই বছর করিয়া মৌনী হইয়া চুপ মারিয়া থাকি,—মৌনী না থাকিলে কি হাজার হাজার লোককে হিতোপদেশ দিয়া তাহাদের উপকার করিতে পারিতাম না?

এইরূপ হাজার প্রশ্ন তোমরা আমাকে করিয়া থাক। এই সকল প্রশ্নের ভিতরে যে অজ্ঞতা রহিয়াছে, তাহা আমি সানন্দেই ক্ষমা করিয়া আসিতেছি কিন্তু এই সকল প্রশ্নের অনেকটা জবাব ত তোমাদেরই জানা আছে। তবু যখন প্রশ্ন কর, তখন জবাব দিয়া সময় নষ্ট করিয়া কোনও লাভ হয় না। এই জন্যই নিরুত্তর থাকি। কিন্তু তাহাকেই যখন তোমরা মনে কর আমার রুষ্ট ভাব, তখন আমি কি করিতে পারি?

নিজ মনের গঠন অনুযায়ী তুমি প্রসন্নচেতা পুরুষকেও রুষ্ট বলিয়া ভাবনা করিতে পার, রুষ্টচেতা রুদ্রকেও প্রসন্নানন ভাবিতে পার। কে রুষ্ট হইল, কে তুষ্ট হইল, ইহা ত জগতের বড় কথা নহে! তুমি কাহাকে কি দৃষ্টিতে দেখিলে, কি ভাবে গ্রহণ করিলে, তাহার উপরেই তোমার কুশল নির্ভর করে। কেন তুমি অবান্তর ভাবে আমাকে তোমার প্রতি রুষ্ট ভাবিয়া নিয়ত অশান্তি সংগ্রহ করিতেছ?

প্রেম থাকিলে কুৎসিতের ভিতরেও সৌন্দর্য্য দেখা যায়। প্রেম থাকিলে রুদ্র-রোষের ভিতরেও মঙ্গলময়ের কল্যাণহস্ত অনুভব করা যায়। প্রেম থাকিলে ভীতির ভিতরেও অভয়ের স্পর্শ পাওয়া যায়। প্রেম থাকিলে শাসনের ভিতরেও সদিচ্ছা দেখা যায়। প্রেম থাকিলে নিজের বা পরের সকল অসম্পূর্ণতা প্রেমের বলেই পূরণ করিয়া লওয়া

যায়। প্রেমিক হও বাবা, প্রেমিক হও। যাহারা একথা বুঝিতে পারে যে, নিজেদের অন্তরের প্রেমের অভাবেই জগজ্জনের শত আচরণের মধ্যে কেবলই দোষ-দৃষ্টির সৃষ্টি হইতেছে, তাহারা সকলের আগে ঘর সামলায়। কুৎসিত জগৎকে তুমি সুন্দর করিবে কি তাহার ন্যায় আর অন্যায় বিচার করিয়া, না তোমার নিজের ভিতরের সৌন্দর্য্যের খনি খুঁড়িয়া তাহার ভিতর হইতে রত্নরাজি আহরণ করিয়া চখের দৃষ্টির কিরণ-মালার মধ্য দিয়া তাহা সমগ্র বিশ্বে বিচ্ছুরিত করিয়া দিয়া? আসল উপায়টা কি?

সেবা তাহার সেব্যকে বাদ দিয়া চলে না কিন্তু প্রেম নিজেতে নিজে কৃতার্থ হইতে পারে। সেবা objective, প্রেম subjective. প্রেমের ফলে সেবা আপনি আসে, কিন্তু সেবার ফলে প্রেম কখনো কখনো নাও আসিতে পারে। স্থলবিশেষে সেবা প্রেমের সাধক, কিন্তু সর্ব্বস্থলেই প্রেম সেবার সাধক।

তুমি তোমার সেবা আর প্রেমের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া উঠিতে পারিতেছ না। তোমার অহং-বিমুখ মন তোমাকে সেবায় প্রবুদ্ধ করিতে চাহে কিন্তু তোমার অহং-পরায়ণ মন তোমাকে প্রেমে অপটু করিয়া ফেলিতেছে। সেবার ইচ্ছার মধ্যে তোমার এক কণাও গলদ নাই কিন্তু প্রেমের অপ্রাচুর্য্য তোমাকে সেবক হইতে বাধা দিতেছে। নিজের মনস্তত্ত্ব নিজে প্রগাঢ় মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করিয়া দেখিও, ইহাই তোমার সকল যুক্তি, সকল তর্ক, সকল দ্বিধা, সকল দ্বন্দ্ব, সকল দুর্ব্বলতা ও সকল কুণ্ঠা, সঙ্কোচ, অবিশ্বাসকে সৃষ্টি করিয়াছে। আমি ত তোমাকে উন্মুক্ত স্বাধীনতা দিয়াছি, আমি ত দিয়াছি অবারিত আত্মকর্ত্তৃত্ব, আমি ত তোমাদের একজনের জীবনের

উপরেও প্রভুত্ব লইয়া দাঁড়াই নাই, আমি ত তোমাদের একজনেরও বশ্যতা বা আনুগত্য মুখ ফুটিয়া দাবী করি নাই; আমি তোমাদের একজনকেও নিজ নিজ উপলব্ধির সরল সহজ সত্য পথ হইতে টানিয়া আনিয়া আমার মত ও বিশ্বাসের যূপকাষ্ঠে বাঁধিবার চেষ্টা করি নাই। তবু কেন তোমার এত কুণ্ঠা, এত উদ্বেগ? নিজের মনকে না চিনিলে ইহার জবাব তুমি কি করিয়া পাইবে?

যখন তোমরা দলে দলে আসিয়া পূজার পুষ্পাঞ্জলি ঢালিয়া আমার বন্দনা-গীতি গাহ, তখনো আমি যাঁহার ধ্যানে ডুবিয়া থাকি, তোমরা যখন সমালোচনার তীক্ষ্ণ শায়কে আমার সর্ব্বাঙ্গ টুকরা টুকরা করিয়া কাট, তখনও আমি তাঁহারই ধ্যানে নিমগ্ন। তোমাদের উপর তুষ্ট হইবার বা রুষ্ট হইবার আমার অবসর নাই। সর্ব্বদাই তোমাদের প্রতিজনের সম্পর্কে এমন এক নিয়ত-প্রসন্নতা অটুট থাকে, যাহা লোকপ্রথার তুষ্টি আর অন্তরের রুষ্টি, এতদুভয়ের ঊর্দ্ধে বিরাজিত। সুখ এবং দুঃখের অতীত অবস্থা যেমন যোগিজন-সেবিত আনন্দ বলিয়া কথিত হয়, রুষ্টি এবং তুষ্টির ঊর্দ্ধে মনের এমন এক সুন্দর ও সাশীর্ব্বাদ অবস্থা আছে, যাহার নাম প্রসন্নতা। আমার প্রসন্নতা হইতে তোমরা একজনেও জীবনে একটী নিমেষের জন্যও বঞ্চিত রহ নাই, বঞ্চিত হইতে পার না।

লিখিয়াছ, সেবাকার্য্যের জন্য কিছু কিছু আবেগ মাঝে মাঝে অনুভব কর এবং তার জন্য প্রস্তুতও হইবার চেষ্টা করিতেছ। কিন্তু এই পৃথিবীতে আমার সেবা আমার কাম্য নহে। আমি যাহাদের সেবার জন্য এই জীবন ধারণ করিতেছি, তোমাদের সেবা তাঁহাদের দিকে ধাবিত হওয়া চাই। আদরে বা অনাদরে আমার কিছুই যায় আসে না, কিন্তু ইহাদিগকে উপেক্ষা করিতে পার না। আমার কাজ

করিতেছ, এমন ভাবিতে যাইবে কেন? এ যে তোমারই কাজ! আমার প্রতি বিরক্তি থাকিলে আমার কাজ তুমি কি করিয়া করিবে? কিন্তু ইহা যখন হইবে তোমার নিজের কাজ, তখন আমি আলেখ্য-মধ্যে থাকি আর না থাকি, তাহাতে কি যায় আসে? আমার সম্পূর্ণ আত্ম-বিলোপের মধ্য দিয়া তোমাদের সহিত আমার সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। এতকাল গুরুদেবেরা শিষ্যদের আত্মবিলোপ সাধন করিয়াছেন,—জগতে আমিই প্রথম গুরুদেব, যিনি শিষ্যদের নিকট নিজের বিলোপ চাহেন। বৃথাই আমাকে ভুল বুঝিয়া তোমরা নিজেদের আসল কাজগুলিতে অবহেলা করিতেছ। বৃথা মান-অভিমান-অনুযোগ-অভিযোগ তোমাদের ভুল-বুঝাবুঝি হইতেই সৃষ্ট হইয়াছে। কে তোমার পূজা চাহেন? সেই ব্যক্তি আমি নহি। আমি যাঁহাকে পূজা করিয়া আসিয়াছি, তিনিই তোমাদের পূজা চাহিতেছেন। পূজার যদি ইচ্ছা থাকে বাবা, তাহা হইলে এই সহজ কথাগুলি বুঝিতে বেশী কষ্ট হওয়া সঙ্গত নহে।

তৃণখণ্ডের মত সংসার-সাগরের দুর্ব্বার স্রোতে নীয়মান হইয়া এদিকে সেদিকে কেবল আকৃষ্ট তরঙ্গের বিক্ষোভ সহিতেছ। সময় আসুক, আমিই তোমাকে কোলে করিয়া এই সমুদ্র পার করিয়া দিব। সেই সামর্থ্য আমি রাখি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৮০)

হরি-ওঁ

পুপুন্কী আশ্রম
৩০শে অগ্রহায়ণ, ১৩৬৫

পরমকল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

সমস্ত দিন ছাতা মাথায় মাঠে মাঠে ঘুরিতেছি। শেষ রাত্রে আর সন্ধ্যার পরে ছাড়া পত্র লিখিবার অবসর নাই। তার উপরে আবার কেহ কেহ দীর্ঘ পত্র না হইলে খুশী হয় না। শ্রম করিতে কাতর নহি কিন্তু সময়ে কুলাইলে ত? প্রাণপণ করিয়াও দিনের চব্বিশটা ঘণ্টাকে টানিয়া টুনিয়া পঁচিশ ঘণ্টা করিতে পারিতেছি না।

বড়ই বিপদে পড়িয়াছ। অরাজক দেশে বিধবা রমণী কি করিয়া কি করিবে, স্থির করিতে পারিতেছ না। বিপদ-আপদ যতই হউক, ঈশ্বরের নামে নির্ভর করিয়া থাক। বিপদ তোমার এক দিনের কিন্তু পরমেশ্বর চিরদিনের। সাত পুরুষে যে সকল ঘটনা দেখ নাই, তাহাই এখন ঘটিতেছে। কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাস লইয়া শক্ত করিয়া বুক বাঁধো। আমি নিয়ত তোমার সঙ্গে সঙ্গেই রহিয়াছি, এই কথা ভুলিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৮১)

পুপুন্কী আশ্রম

হরি-ওঁ

৩০শে অগ্রহায়ণ, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

পিতৃপুরুষগণের প্রবর্ত্তিত আচার-অনুষ্ঠানে অনেক মঙ্গলপ্রদ জিনিষ
আছে। অর্থ না বুঝিয়া অনুসরণ করাতে অনেক আবর্জ্জনাও তাহার
মধ্যে পুঞ্জীভূত হইয়াছে। এই দুইটী বিপরীত বক্তব্যের মধ্যেই প্রচুর
পরিমাণে সত্য রহিয়াছে।

যুগে যুগে যুগপ্রবর্ত্তকেরা যুগোপযোগী ভাবে পূর্ব্বাচারের সংশোধন,
পরিশোধন, মার্জ্জন ও বর্জ্জন করিয়াছেন এবং নূতন নূতন পন্থা প্রদর্শন
করিয়াছেন।

তোমরাও নূতন যুগকে অস্বীকার করিতে পার না।

প্রথানুগত মতবাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিয়া বিশুদ্ধ ধর্ম্মসাধনা
আধুনিক কালে সুকঠিন হইয়া পড়িয়াছে। হয়ত চিরকালই অবস্থা
এইরূপই ছিল। শুদ্ধ বিচারের লোকেরা নানা মতের ভেজাল দিয়া
সাধন-পথে গোঁজামিল দিতে সম্মত হন নাই বলিয়া তাৎকালিক
সনাতনীরা ইঁহাদের উপরে খড়্গহস্ত চিরকালই হইয়াছেন। এখনও
হইবেন, ইহাতে বিচিত্রতা কোথায়?

কিন্তু তবু তোমাদের বলি যে, ধৈর্য্য সহকারে ও বুদ্ধি-সহায়ে চলিলে
আদর্শে গোঁজামিল না দিয়াও অনেকের সহিত বিরোধ বর্জ্জন করিয়া
চলা যায়। কলহ যত এড়াইয়া চলিতে পারিবে, ততই তোমার শক্তি-
সঞ্চয়ের অবসর বাড়িবে। যাঁহারা তোমাদের বিরুদ্ধবাদী, তাঁহাদের

প্রতি যদি প্রেম জাগাইতে পার, তবেই সহজে সংঘর্ষ বর্জ্জন করিয়া চলিতে পারিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৮২)

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী আশ্রম

১লা পৌষ, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। তোমার বিস্তারিত পত্রখানা পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম। প্রলোভন যে তোমার কিছুই করিতে পারিবে না, এই প্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত হও। রূপ-রসের ছলা-কলা লইয়া যাহারা তোমার চক্ষুকর্ণের সম্মুখে আসিয় দাঁড়াইতেছে, তাহাদের মধ্যে আমাকে দেখ। যখনই মন দুর্ব্বল হইবে তখনই আমার কথা ভাবিও। আমি তোমাদেরই কুশলের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়া আছি। নিজের অন্তরে সর্ব্বদা বিবেকের বাণী শুনিতে চেষ্টা করিও। সেখান হইতে যেরূপ নির্দ্দেশ পাইবে, তদনুযায়ী চলিলে জগতের কোনও মানুষ বা সামগ্রী তোমার লোভনীয় হইতে পারে না। তুমি আমার প্রতি নিবদ্ধ-দৃষ্টি থাকিয়া সকল প্রলোভনের জাল ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিও। বুকে বল বাড়াও বাবা, দুর্ব্বলতাকে কেন প্রশ্রয় দিবে? তুমি আমার সন্তান, তোমার মনে আবার কেন ভয় থাকিবে? ইতি—

আশীর্ব্বাদ

স্বরূপানন্দ

ধৃতং প্রেম্না সপ্তম খণ্ড সমাপ্ত।

স্বামী স্বরূপানন্দ রচনাবলী
NAME OF THE BOOK

SL. NO	BENGALI	ENGLISH	TOTAL VOLUME
1	অখণ্ড সংহিতা	AKHANDA SANHITA	24
2	অসংযমের মুলচ্ছেদ	ASAMJAMER MULLOCHED	1
3	আদর্শ ছাত্রজীবন	ADARSHA CHATRA JIBAN	1
4	আত্মগঠন ও ব্রহ্মচর্য প্রসঙ্গ	ATMAGATHAN O BRAHMACHARYA	1
5	আপনার জন	APNAR JAN	1
6	আয়ুর্বেদ চিকিৎসা	AYURVEDA CHIKITSA	1
7	বন পাহাড়ের চিঠি	BAN PAHARER CHITHI	2
8	বিধবার জীবন যজ্ঞ	BIDHABAR JIBAN JAGYA	1
9	বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য	BIHAHITER BRAHMACHARYA	1
10	বিবাহিতের জীবন যজ্ঞ	BIBAHITER JIBAN SADHANA	1
11	দিন লিপি	DINA LIPI	1
12	ধৃতঙ্গ প্রেন্ন্যা	DHRITANG PREMNNA	39
13	গুরু	GURU	1
14	তাঁর পবিত্র বাণী	HIS HOLY WORDS	1
15	জীবনের প্রথম প্রভাত	JIBANER PRATHAM PRABHAT	1
16	কর্মের পথে	KARMER PATHE	1
17	কর্ম্ম ভেরী	KARMA VERI	1
18	কুমারীর পবিত্রতা 6 খন্ডে	KUMARIR PABITRATA	6
19	মন্দির	MANDIR	1
20	মধুমল্লার	MADHUMALLAR	1
21	মঙ্গল মুরলী	MANGAL MURALI	1
22	মুর্চ্ছনা	MURCHANA	1
23	নবযুগের নারী	NABAJUGR NARI	1
24	নব বর্ষের বাণী	NABA BARSHER BANI	1
25	পথের সাথী	PATHER SATHI	1
26	পথের সন্ধান	PATHER SANDHAN	1
27	পথের সঞ্চয়	PATHER SANCHOY	1
28	প্রবুদ্ধ যৌবন	PRABUDDHA JOUBAN	1
29	সংযম প্রচারে স্বরূপানন্দ	SAMJAM PRACHARE SWARUPANANDA	1
30	সর্পঘাতের চিকিৎসা	SARPAGHATER CHIKITSA	1
31	সরল ব্রহ্মচর্য	SARAL BRAHMACHARYA	1
32	সংযম সাধনা	SANJAM SADHANA	1
33	স্ত্রীজাতিতে মাতৃভাব	STREE JATITE MATRIBHAB	1
34	সধবার সংযম	SADHABAR SANJAM	1
35	সাধন পথে	SADHAN PATHE	1
36	শান্তির বার্তা 3 খন্ডে	SHANTIR BARATA	3
	মোট বহি	T O T A L	105

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, DHANBAD

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর
শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের আবাল্য সাধনা
তরুণ ও কিশোরদের মধ্যে সংযমের
সাধানাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

কারণ,

ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ, সংযমী, বীর জাতিরই ভিতরে আধ্যাত্মিক ও ঐহিক উভয়বিধ উন্নতি সমভাবে সম্ভব হইতে পারে। তাঁহার রচিত "সরল ব্রহ্মচর্য্য", "সংযম সাধনা", "জীবনের প্রথম প্রভাত", অসংযমের মূলোচ্ছেদ" প্রভৃতি প্রত্যেক মাতাপিতার কর্ত্তব্য নিজ নিজ পুত্রের হাতে তুলিয়া ধরা। তাঁহার রচিত "কুমারীর পবিত্রতা" প্রত্যেক কুমারীর হাতে দান করুন। তাঁহার রচিত "বিধবার জীবনযজ্ঞ" প্রতি বিধবার অবশ্য-পাঠ্য। তাঁহার রচিত "সধবার সংযম", "বিবাহিতের জীবন সাধনা" ও "বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য" প্রতি বিবাহিত নরনারীর অবশ্য পাঠ্য।

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের
শ্রীমুখনিঃসৃত উপদেশ-বাণী সমূহ

"অখণ্ড-সংহিতা"

নামে বহুখণ্ডে প্রকাশিত হইয়া মানবজীবনের ঐহিক, পারত্রিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক ও পরিবারিক অসংখ্য সমস্যার সমাধান করিয়াছে। ভারতের বিগত কয়েক শত বৎসরের মধ্যে রচিত ধর্ম্ম সাহিত্যে ইহার তুল্য মহাগ্রন্থ বিরল। জীবনের যে-কোনও সমস্যাতেই আকুল হইয়া থাকেন না কেন, পথের সন্ধান ইহাতে পাইবেন।

অযাচক আশ্রম, ডি-৪৬/১৯বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট,
বারাণসী-২২১০১০